বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর
বিশেষ অডিট রিপোর্ট

রিপোর্টের সনঃ ২০১৫-২০১৬

প্রথম খন্ড

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

অর্থ বছর ঃ ২০০৯-২০১০ থেকে ২০১৪-২০১৫

বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর

দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা ৫ (১) অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

সূচিপত্র ঃ

ক্রমিক	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
১	মুখবন্ধ	১
২	Abbreviation & Glossary	৩
৩	নির্বাহী সারসংক্ষেপ	৫-৬
.৪	প্রথম অধ্যায়	৭
	অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ	৯-১১
	অডিট বিষয়ক তথ্য	১৩
	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু	১৩
	অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ	১৩
	অডিটের সুপারিশ	১৩
৫	দ্বিতীয় অধ্যায় (অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)	১৫-৯৭
৬	মহাপরিচালকের স্বাক্ষর	৯৭
৭	অনুচ্ছেদভিত্তিক পরিশিষ্ট	দ্বিতীয় খন্ড

মুখবন্ধ

১। দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা ৫ অনুযায়ী বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক সকল Public Enterprise এর হিসাব নিরীক্ষা করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

২। আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রনালয় এর নিয়ন্ত্রণাধীন ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ এর ইক্যুইটি এন্ড এন্ট্রাপ্র্যানারশীপ ফান্ড (ইইএফ) প্রতিষ্ঠানের ২০০৯-১০ থেকে ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের আর্থিক কার্যক্রমের ওপর বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে নিরীক্ষাপূর্বক এ প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারি সম্পদ ও অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে চিহ্নিত গুরুত্বপূর্ণ অনিয়মসমূহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনের নজরে আনয়ন করাই এ নিরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য।

৩। নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানসমূহের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, সরকারি অর্থ আদায়ে ও ব্যয়ে প্রচলিত বিধি-বিধান পরিপালন, একই ধরনের অনিয়মের পুনরাবৃত্তি না ঘটানোর প্রয়োজনীয়তা এ প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয়েছে।

৪। এ প্রতিবেদনে অন্তর্ভূক্ত ৩৮ টি অনুচ্ছেদে বর্ণিত অনিয়মসমূহ অফিস প্রধানসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের মূখ্য হিসাবদানকারী কর্মকর্তা বরাবর উপস্থাপন করা হয়েছে এবং প্রাপ্তি সাপেক্ষে তাঁদের লিখিত জবাব বিবেচনাপূর্বক এ প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয়েছে।

৫। এ নিরীক্ষা সম্পাদন ও প্রতিবেদন প্রণয়নে বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কর্তৃক জারীকৃত Government Auditing Standards অনুসরণ করা হয়েছে।

৬। জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা ৫ (১) অনুযায়ী এ নিরীক্ষা প্রতিবেদন মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

তারিখঃ ০৪/০৮/১৪২৬ বঙ্গাব্দ
১৯/১১/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ

স্বাক্ষরিত
(মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী)
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
বাংলাদেশ

Abbreviation & Glossary
(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

১	সাবীক	-	সাধারণ বীমা কর্পোরেশন
২	আইসিবি	-	ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ
৩	অর্থ ঋণ আদালত আইন ২০০৩ এর ৪৬ ধারা	-	কোন ঋণ হিসাব মন্দ/কু-ঋণে শ্রেণীকৃত হলে উক্ত আইনের ধারা বলে ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে মামলা করা হয়।
৪	পুন:তফসিল	-	কোন ঋণ হিসাব শ্রেণীকৃত হলে ঋণ গ্রহীতার অনুরোধে ঋণ পরিশোধের মেয়াদ বৃদ্ধি করে ঋণ গ্রহীতাকে ঋণ পরিশোধের সুবিধা প্রদান করার জন্য ঋণ হিসাব পুনঃতফসিলিকরণ করা হয়। এক্ষেত্রে ডাউনপেমেন্ট নেয়া বাধ্যতামূলক।
৫	ডাউন পেমেন্ট	-	পুনঃতফসিলিকরণের ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতার নিকট হতে মোট ঋণাংকের স্বপক্ষে ১০% ডাউন পেমেন্ট নেয়া হয়।
৬	আরোপিত সুদ	-	ঋণ স্থিতির উপর ধার্যকৃত সুদ।
৭	অনারোপিত সুদ	-	ঋণ হিসাব মন্দ/কু-ঋণে শ্রেণীকৃত হলে লেজার স্থিতির উপর সুদ চার্জ না করে পৃথকভাবে যে সুদ হিসাব করা হয়।
৮	CIB	Credit Information Bureau	বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত গ্রাহকের ক্রেডিট ইনফরমেশন।
৯	ইইএফ	Equity and Entrepreneurship Fund	উদ্যোক্তা এবং বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষের ঋণ ব্যবহারের আনুপাতিক হারের চুক্তিপত্র সংক্রান্ত প্রকল্প সহায়তা তহবিল।
১০	বড্র	Bordereaux	পুনঃবীমা প্রিমিয়াম, কমিশন ও লসেস পেইড সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক হিসাব বিবরণী, যাতে সাবীকের সাথে স্ব স্ব বীমা কোম্পানীর দেনা পাওনা সংরক্ষিত থাকে।
১১	TAC	Technical Advisory Committee	টেকনিক্যাল এ্যাডভাইজরী কমিটি

নির্বাহী সার সংক্ষেপ

ঝুঁকিপূর্ণ অথচ সম্ভাবনাময় কৃষি ভিত্তিক ও তথ্য প্রযুক্তি খাতে শিল্পকে সহায়তার উদ্দেশ্যে ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে বাজেট বরাদ্দের মধ্যে দিয়ে সমমূলধন উন্নয়ন তহবিল (Equity Entrepreneurship Fund) এর যাত্রা শুরু হয়। পরবর্তীতে এ তহবিলের নাম পরিবর্তন করে সমমূলধন সহায়তা তহবিল (Equity Entrepreneurship Fund, EEF) করা হয়। খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও কৃষি ভিত্তিক শিল্প এবং আইসিটি খাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে এসব খাতের উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি তথা দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ইইএফ এর মূল লক্ষ্য। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর সাথে বাংলাদেশ ব্যাংক এর সম্পাদিত এজেন্সি এগ্রিমেন্ট মোতাবেক বাংলাদেশ ব্যাংক এর ইইএফ ইউনিট এতদসংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছিল। পরবর্তীতে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের সার্কুলার মোতাবেক ইইএফ এর ব্যবস্থাপনা ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) এর নিকট হস্তান্তর করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ০১/০৬/২০০৯ খ্রিঃ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং আইসিবি এর মধ্যে ১০ বছর মেয়াদী একটি সাব এজেন্সি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সে অনুযায়ী পলিসি মেকিং ও ফান্ড ম্যানেজমেন্ট ব্যতীত ইইএফ এর অপারেশনাল কাজের ব্যবস্থাপনা আইসিবি এর উপর ন্যস্ত হয়। সম্ভাবনাময় খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও কৃষি ভিত্তিক শিল্প এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে বিনিয়োগ উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ২০০০-২০০১ অর্থ বৎসরের বাজেট ১০০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দের মাধ্যমে সমমূলধন সহায়তা তহবিল গঠন করা হয়।

মোট প্রাপ্ত অর্থ এবং মোট ব্যয় :

ইইএফ সহায়তা খাতে ২০০১ হতে ২০১৪ অর্থ বছরে সরকারি তহবিল হতে মোট ১৮২৫.০০ কোটি টাকা উত্তোলন করা হয়েছে। ৩০/০৬/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, কৃষি ভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও আই টি খাতে মোট ১১৫৩.৪৪ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। ৩০/০৬/২০১৫ খ্রিঃ পর্যন্ত শেয়ার বাইব্যাক বাবদ আদায় হয়েছে মাত্র ১৭৬.৫৩ কোটি টাকা। অবশিষ্ট ৬৭০.৫৬ কোটি টাকা বিভিন্ন ব্যাংকে এফডি আর হিসেবে বিনিয়োগ করা হয়েছে। মঞ্জুরিপত্রের শর্তানুযায়ী সরকারি তহবিল হতে উত্তোলিত টাকা যথাসময়ে যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়নি।

ইইএফ ইউনিট এর ৩০ জুন ২০১৪ তারিখে সমাপ্ত হিসাব বৎসরের উপর আহমদ এন্ড আক্তার নামীয় চাটার্ড একাউন্ট্যান্টস ফার্ম কর্তৃক প্রণীত আর্থিক বিবরণী ও অডিটর্স রিপোর্ট হতে দেখা যায়, বাংলাদেশ ব্যাংক এর পরিচালনাধীন থাকাকালীন ইইএফ ইউনিট হতে ১৮৩ টি প্রকল্পে মোট বিনিয়োগ ৪,১৪,১৬,৯৮,৮৩১/- টাকা এবং আইসিবি' এর নিকট ন্যস্ত হওয়ার পর ৩৯৪টি প্রকল্পে মোট বিনিয়োগ ৪৬১,৩৯,৩৪,৪০৩.০০ টাকা অর্থাৎ মোট প্রকল্প সংখ্যা=(১৮৩+৩৯৪)=৫৭৭ টি এবং মোট বিনিয়োগ(৪,১৪,১৬,৯৮,৮৩১ + ৪৬১,৩৯,৩৪,৪০৩.০০)=৮,৭৫,৫৬,৩৩,২৩৪/- টাকা।

ইইএফ সমমূলধন সহায়তার প্রকৃতি ও পরিমাণ :

মেয়াদী ঋণগ্রহণকারী প্রকল্পে মোট সমমূলধনের সর্বোচ্চ ৪৯% পর্যন্ত ইইএফ সমমূলধন সহায়তা প্রদান করা হবে। যার পরিমাণ মোট প্রকল্প ব্যয়ের (নীট চলতি মূলধনসহ) ৩৩.৩৩% এর বেশি হবে না। তবে ঋণগ্রহণ করা না হলে মোট প্রকল্প ব্যয়ের সর্বোচ্চ ৪৯% পর্যন্ত সমমূলধন সহায়তা প্রদান করা হবে।

যে সকল প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ইইএফ সমমূলধন সহায়তা প্রদান করা হয় তা হলো :

১। বাংলাদেশে তফসিলভুক্ত সকল ব্যাংক এবং

২। ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি(আইপিডিসি)

ইইএফ সমমূলধন সহায়তা প্রাপ্তির উপর্যুক্ততার মাপকাঠি বা নিয়মাবলী :

১। প্রকল্পটি নতুন এবং কৃষি ভিত্তিক, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং তথ্য প্রযুক্তিভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠান হতে হবে।

২। আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ এর আওতায় নিবন্ধনকৃত একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি হতে হবে। প্রতিষ্ঠিত পুরাতন কোম্পানি একটি সাবসিডিয়ারী নতুন প্রাইভেট কোম্পানি গঠন করে তার মাধ্যমে আবেদন করতে পারবে। তবে ১ জানুয়ারি ১৯৯৭ তারিখ বা তার পরে নিবন্ধনকৃত সফ্‌টওয়ার কোম্পানিকে নতুন কোম্পানী হিসাবে গণ্য করা হবে।

৩। ইইএফ এর টাকা যাতে ব্যাংক/ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ দ্রুত ছাড় করতে পারে সে লক্ষ্যে প্রকল্পে উদ্যোক্তার সমমূলধনের ১০০% বিনিয়োগ হওয়ার পরপর ইইএফ ইউনিট সমমূলধন সহায়তার অর্থ সংশ্লিষ্ট সহযোগিতাকারি ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জমা রাখবে। উক্ত অর্থ প্রকল্পে বিতরণের পূর্ব পর্যন্ত ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে অবিতরণকৃত অর্থের পরিমাণের উপর তাদের চলমান এসটিডি সুদের হারে ইইএফ ইউনিটকে সুদ প্রদান করতে হবে।

৪। সমমূলধন সহায়তার বিপরীতে সংশ্লিষ্ট কোম্পানিকে "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ইইএফ ইউনিট বাংলাদেশ ব্যাংক" নামে সমপরিমাণ অঙ্কের শেয়ার সার্টিফিকেট ইস্যু করবে। ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান ইইএফ ইউনিটের পক্ষে উক্ত শেয়ার সার্টিফিকেটসমূহ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করবে এবং ইইএফ ইউনিটের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে উক্ত শেয়ার (সমূহ) বিক্রয়/হস্তান্তর করা যাবে না।

৫। প্রকল্পে উদ্যোক্তার সমমূলধনের পরিপূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত করে এবং সরকারের নামে ইস্যুকৃত শেয়ারসমূহ যথাযথভাবে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান ইইএফ সমমূলধন সহায়তার অর্থ প্রকল্পে বিনিয়োগ করবে।

৬। বাংলাদেশ সরকারের নামে ইস্যুকৃত কোম্পানির শেয়ারসমূহ ইক্যুইটি সহায়তা অর্থের ১ম বিতরণের তারিখ হতে ৮ (আট) বৎসরের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কোম্পানির শেয়ার হোল্ডারগণকে ক্রয় করে ফেরত(Buy-back) নেয়া যাবে। প্রথম তিন বৎসরের মধ্যে অভিহিত মূল্যে (Face value) এবং তিন বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পর পরবর্তী (পাঁচ) বৎসরের মধ্যে অভিহিত মূল্য (Face value) ও ব্রেক-আপ (Break up) মূল্যের মধ্যে যেটি বেশি হবে (স্বীকৃত চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস ফার্ম কর্তৃক নির্ণীতব্য) সে মূল্যে উক্ত শেয়ারসমূহ ক্রয় করে ফেরত (Buy-back) নেয়া যাবে। ৮ (আট) বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পর অবিক্রিত শেয়ারসমূহ ইইএফ ইউনিট অভিহিত মূল্য, ব্রেক আপ মূল্য বা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যের মধ্যে যেটি সর্বোচ্চ হবে, সে মূল্যে আগ্রহী শেয়ার হোল্ডারগণ বা অন্য কোন ব্যক্তি/কোম্পানির নিকট বিক্রয় করা যাবে।

৭। ইইএফ সমমূলধন সহায়তা লাভকারী কোম্পানি ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা অন্যকোন প্রতিষ্ঠানের সাথে বিনিয়োগ চুক্তি বা ইইএফ সার্কুলারের পরিপন্থী/বা অসামঞ্জস্যপূর্ণ কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারবে না।

প্রথম অধ্যায়
(অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নম্বর	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত (লক্ষ টাকায়)
১.	কোম্পানির নামে জমি রেজিস্ট্রেশন দলিল ও শেয়ার রিটার্ন অব এলটমেন্ট সংগ্রহ ব্যতিরেকে এবং ঘাটতি বিনিয়োগ সত্ত্বেও ভিত্তিহীন পরিদর্শন প্রতিবেদনের ভিত্তিতে প্রকল্পে দ্রুত ইইএফ তহবিলের অর্থ ছাড়, ছাড়কৃত অর্থ দিয়েই সরকারি খাস কৃষি জমিতে প্রকল্প তৈরী করায় সরকারি তহবিলের অর্থ আদায় অনিশ্চিত হওয়ায় ক্ষতি।	৪১৯.০০
২.	প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়ন না করা এবং যন্ত্রপাতি আমদানী না করেই গ্রাহকের অনুকুলে ইইএফ এর সহায়তার টাকা ছাড় করার পর ও প্রকল্প বন্ধ থাকায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	৭৫০.০০
৩.	প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই না করা এবং উৎপাদন চালু না থাকায় ও ইইএফ সহায়তার প্রদত্ত অর্থ আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় সরকারের ক্ষতি।	৫২৫.০০
৪.	ইইএফ নীতিমালা উপেক্ষা করে জরুরি ভিত্তিতে প্রকল্পের অনুকূলে ইইএফ সহায়তার অর্থ ছাড়, শর্তানুযায়ী শেয়ারের অর্থ বাই-ব্যাক অনিশ্চিত হওয়ায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	৭৮১.০০
৫.	বিধিবহির্ভূতভাবে ইইএফ সহায়তার অর্থ ছাড়করণ ও প্রকল্প বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদনে যেতে ব্যর্থ হওয়ায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	৭৫৪.২৭
৬.	বিনিয়োগকৃত প্রকল্পের নামে রেজিস্ট্রিকৃত জমির ডকুমেন্ট যাচাই না করে ভুয়া ডকুমেন্টের বিপরীতে ইইএফ সহায়তা প্রদান করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	৬৩২.৪৯
৭.	প্রকল্প চালু থাকলেও কোন লভ্যাংশ পাওয়া যায়নি এবং ইইএফ সহায়তা মেয়াদোত্তীর্ণ হলেও ছাড়কৃত সুদবিহীন সরকারি অর্থ আদায় অনিশ্চিত হওয়ায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	৮৬১.৩৭
৮.	উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতীত প্রকল্প ব্যয় পুনঃনির্ধারণ, প্রসেসিং ইউনিটের মেশিনারিজ সংগ্রহ না করে আলু ক্রয় এবং বাণিজ্যিক উৎপাদনে যেতে ব্যর্থতায় ছাড়কৃত সুদবিহীন সরকারি অর্থ আদায় অনিশ্চিত হওয়ায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	৪৬৫.০০
৯.	পরিবেশগত ছাড়পত্র ও সার(ব্যবস্থাপনা) আইন, ২০০৬ মোতাবেক নিবন্ধন গ্রহণ ব্যতিরেকে মিশ্র সার উৎপাদন প্রকল্পে ইইএফ সহায়তার অর্থ ছাড়, চলতি মূলধনে ঘাটতি, বেআইনী কার্যক্রম পরিচালনা এবং বন্ধ প্রকল্প হতে মেয়াদোত্তীর্ণ ইইএফ সহায়তার সুদবিহীন সরকারি অর্থ আদায় অনিশ্চিত হওয়ায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	৫৯৪.৮০
১০.	প্রকল্পের উৎপাদন বন্ধ থাকায় এবং মেয়াদোত্তীর্ণের পরও শেয়ার বাইব্যাক করতে ব্যর্থ হওয়ায় ইইএফ সহায়তার টাকা ক্ষতি।	১৩২৫.০৭
১১.	খাদ্য প্রক্রিয়াজাত করণের জন্য ইইএফ সহায়তা প্রদানের মঞ্জুরী আদেশ প্রদানের দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও উৎপাদন কার্যক্রম গ্রহণ না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	১৩১৮.৬৩
১২.	প্রকল্প ব্যয় অতিমূল্যায়ন, জমির মালিকানা স্বত্ব যাচাই না করে অর্থ ছাড়করণ, উদ্যোক্তা কর্তৃক ইইএফ এর টাকা অন্য প্রকল্পে স্থানান্তর এবং উদ্যোক্তার ইকুাইটির টাকা সম্পূর্ণ বিনিয়োগ নিশ্চিত না করে অর্থ ছাড়করায় ও প্রকল্প বন্ধ থাকায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ও অপচয়।	৯৬৭.৯৪
১৩.	প্রকল্পের জমি অতিমূল্যায়ন করে এবং প্রকল্পের নামে ব্যাংকের ঋণ থাকা সত্ত্বেও ইইএফ সহায়তা মঞ্জুর এবং মূল দলিল সংরক্ষণ না করায় ও ইইএফ এর শেয়ার বাইব্যাক না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	৯৭৬.০৮
১৪.	পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্পে সরকারি তহবিলের অর্থ ছাড় পরবর্তী প্রায় ৬ বছর ইইএফ কর্তৃপক্ষের সাথে উদ্যোক্তাদের যোগাযোগ বন্ধ কিন্তু প্রকল্প চালু থাকলেও শেয়ার বাই-ব্যাক ব্যর্থতায় সুদবিহীন সরকারি অর্থ সহ লভ্যাংশ আদায় অনিশ্চিত হওয়ায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	৪৪২.২১
১৫.	২টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বিলুপ্ত করে গঠিত সম্পূর্ণ রপ্তানিমুখী নতুন কোম্পানীর পুরাতন মজুদকে গ্রস চলতি মূলধন দেখিয়ে ইইএফ সহায়তা প্রদান পরবর্তী চলতি মূলধনের অভাবে বন্ধ প্রকল্প হতে ছাড়কৃত সরকারি অর্থ আদায় অনিশ্চিত হওয়ায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	১৭০০.৭৬

১৬.	ইইএফ অর্থ ছাড় পরবর্তী প্রকল্প বন্ধ এবং মেয়াদোত্তীর্ণ ইইএফ সহায়তার সুদবিহীন সরকারি অর্থ আদায় না হওয়ায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	৫৯৭.৬৩
১৭.	মিশ্র সার উৎপাদনের ক্ষেত্রে উপর্যুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট হতে নিবন্ধন গ্রহণ ব্যতিরেকে ইইএফ সহায়তার টাকা বিতরণ এবং প্রকল্পটি বাণিজ্যিক উৎপাদনে যেতে ব্যর্থ হওয়ায় ও শেয়ার বাই ব্যাক না করায় ইইএফ তহবিলের ক্ষতি।	৩৩১.৬০
১৮.	ইইএফ নীতিমালা ভংগ করে রয়েস এগ্রো ফার্মস লিঃ ও উহার সহযোগী প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা প্রদান এবং আদায় অনিশ্চিত হওয়ায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	৫৬৬.৯২
১৯.	জাল নামজারী পর্চা এবং ভিত্তিহীন পরিদর্শন প্রতিবেদনের ভিত্তিতে প্রকল্পে সরকারি তহবিলের অর্থ ছাড় করা হলেও দীর্ঘদিনে ছাড়কৃত অর্থ আদায়ে ব্যর্থতায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	৩৫০.০০
২০.	প্রতিষ্ঠানের কোন অস্তিত্ব না থাকায় এবং প্রকল্পের নামে কোন সহায়ক জামানত না থাকায় ও আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	১৭৫.৬২
২১.	আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত সরকারি কর্মসূচির ছাড়কৃত সুদবিহীন অর্থ দিয়ে পোল্ট্রি হ্যাচারী প্রকল্প বাস্তবায়ন না করে উদ্যোক্তা কর্তৃক আত্মসাৎ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	২৫০.০০
২২.	কোম্পানীর নামে জমি রেজিস্ট্রেশন দলিল সংগ্রহ ব্যতিরেকে এবং প্রকল্পে ঘাটতি বিনিয়োগ সত্ত্বেও ইইএফ তহবিলের অর্থ ছাড় করার পর আদায় অনিশ্চিত হওয়ায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	৩৪০.০০
২৩.	সরকারি তহবিলের অর্থ দিয়ে প্রকল্পের জমি ক্রয়ে সহযোগিতাকরণ, শ্রেণীকৃত ব্যাংক ঋণের বিষয়টি গোপন করে ভিত্তিহীন পরিদর্শন প্রতিবেদনকে ভিত্তি ধরে অর্থ ছাড় করা হলেও দীর্ঘদিনে ছাড়কৃত অর্থ আদায়ে ব্যর্থতায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	৩৬০.০০
২৪.	তহবিলের অর্থ ছাড় পরবর্তী ইইএফ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতীত প্রকল্পের অবস্থান পরিবর্তন কিন্তু প্রকল্প চালু থাকলেও শেয়ার বাই-ব্যাক ব্যর্থতায় সুদবিহীন সরকারি অর্থ আদায় অনিশ্চিত হওয়ায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	৩১৮.২৭
২৫.	উদ্যোক্তার ইক্যুইটির অংশ সম্পূর্ণ বিনিয়োগ নিশ্চিত না করে, প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বেই পুরাতন যন্ত্রপাতির বিপরীতে টাকা ছাড় করায় এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন না হওয়ায় ইইএফ সহায়তার টাকা ক্ষতি।	৪৩০.২৬
২৬.	সরকারি অর্থে আমদানিকৃত মেশিনারীজ প্রকল্প স্থলে না থাকায় বিনিয়োগ চুক্তিপত্রের শর্তভংগ এবং ২ জন পরিচালকের স্বাক্ষর জালসহ সরকারি তহবিলের অর্থ আদায় অনিশ্চিত হওয়ায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	২১৪.২১
২৭.	উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বিবেচনা না করে ইইএফ সহায়তা প্রদান, বাণিজ্যিক উৎপাদনে যেতে ব্যর্থ বন্ধ প্রকল্প হতে ছাড়কৃত সরকারি অর্থ আদায় অনিশ্চিত হওয়ায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	১৫৫.০০
২৮.	প্রকল্পের জমি যথাযথভাবে যাচাই না করে এবং প্রকল্পে উদ্যোক্তার অংশ বিনিয়োগ নিশ্চিত না করে অর্থ ছাড় করণে ও প্রকল্পের অস্তিত্ব না থাকায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	১০২.০০
২৯.	উদ্যোক্তার জাল-জালিয়াতির বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় প্রকল্পে ছাড়কৃত সুদবিহীন সরকারি তহবিলের অর্থ আদায় অনিশ্চিত হওয়ায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	১১০.০০
৩০.	ইইএফ নীতিমালা ভংগ করে লীজকৃত অকৃষি খাস জমি কোম্পানির নামে মাসিক ভাড়ায় সাব লীজ দলিল করে জমির বাজার মূল্যকে উদ্যোক্তার ইক্যুইটি দেখিয়ে ইইএফ সহায়তা প্রদান এবং সহায়তা মেয়াদোত্তীর্ণ হলেও ছাড়কৃত সুদবিহীন সরকারি অর্থ আদায় অনিশ্চিত হওয়ায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	২৩৫.৭৬
৩১.	টেকনিক্যাল এ্যাডভাইজিং কমিটি (TAC) এর সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করে বাতিলযোগ্য মঞ্জুরিপত্রের বিপরীতে ইইএফ সহায়তা প্রদান করা হলেও বাণিজ্যিক উৎপাদনে যেতে ব্যর্থ বন্ধ প্রকল্প হতে ছাড়কৃত সরকারি অর্থ আদায় অনিশ্চিত হওয়ায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	২১৬.২৪

৩২.	আর্থ সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত সরকারি কর্মসূচির ছাড়কৃত সুদবিহীন অর্থ প্রকল্পে বিনিয়োগ না করে উদ্যোক্তা কর্তৃক আত্মসাৎ ও প্রকল্প ভূমির ভুয়া দলিল দাখিল করার অভিযোগ তদন্ত না হওয়ায় সরকারি অর্থ আদায় অনিশ্চিত হওয়ায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	১০৬.০০
৩৩.	প্রকল্পে উদ্যোক্তার অংশের বিনিয়োগ ঘাটতি রেখেই ইইএফ সহায়তার ১ম কিস্তি বিতরণের পরই প্রকল্প অস্তিত্বহীন এবং দীর্ঘদিনেও উদ্যোক্তাদের খুঁজে না পাওয়ায় সরকারি সুদবিহীন তহবিলের ক্ষতি।	৮০.০০
৩৪.	তহবিলের অর্থ ছাড় পরবর্তী পরিদর্শনে বিনিয়োগ ঘাটতি, প্রকল্পের অস্তিত্ব না থাকা ও উদ্যোক্তাদের খুঁজে না পাওয়ায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	৫০.০০
৩৫.	তহবিলের অর্থ ছাড় পরবর্তী পরিদর্শনে বিনিয়োগ ঘাটতি,আইসিবির প্যাড,সীল ও স্বাক্ষর জাল করে অবশিষ্ট কিস্তির আবেদন,সরকারের মনোনীত পরিচালকের স্বাক্ষর জাল এবং প্রকল্পের অস্তিত্ব না থাকা ও উদ্যোক্তাদের খুঁজে না পাওয়ায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	৫০.০০
৩৬.	প্রকল্প বাণিজ্যিক উৎপাদন না থাকায় এবং মেয়াদোত্তীর্ণের দীর্ঘদিন পরও কোন শেয়ার বাই ব্যাক না করায় ইইএফ সহায়তার টাকা সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	৬৮৬৯.৪৯
৩৭.	ইইএফ সহায়তার মেয়াদ ০৮ বছর উত্তীর্ণ হলেও বিনিয়োগ চুক্তি অনুযায়ী সরকারি শেয়ারের সমুদয় অংশ বাই-ব্যাকের পরিবর্তে আংশিক বাই-ব্যাক হওয়ায় এবং বিতরণকৃত অর্থ ঋণে রূপান্তর না করায় সুদবিহীন সরকারি অর্থ আদায় অনিশ্চিত হওয়ায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	৮৩১৯.৩২
৩৮.	এগ্রিমেন্ট অনুসারে প্রথম কিস্তির টাকা বিতরণের দীর্ঘ ২বছরের অধিক সময় অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও উদ্যোক্তা কর্তৃক অবশিষ্ট অর্থ উত্তোলনে ব্যার্থ হওয়ায় সমমূলধনী সহায়তার টাকা ও উদ্যোক্তার অর্থ যথাযথ ব্যবহার না করায় এবং প্রকল্প বাস্তাবায়ন না হওয়ায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	৯১৭১.৮২
	সর্বমোট	৪১৯১৩.৭৬

অডিট বিষয়ক তথ্য

নিরীক্ষা বছর :

- ২০০৯-২০১০ থেকে ২০১৪-২০১৫ পর্যন্ত অর্থ বছরের হিসাব।

নিরীক্ষার প্রকৃতি :

- নিয়মানুসরণ (Compliance) নিরীক্ষা।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান ও সময়কাল :

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	নিরীক্ষার সাল	নিরীক্ষার সময়কাল
১	আইসিবি এর ইক্যুইটি এন্ড এনট্রাপ্র্যানারশীপ ফান্ড (ইইএফ) বিভাগ	২০০৯-২০১০ হতে ২০১৪-২০১৫ খ্রিঃ	২৬/৭/২০১৫ খ্রিঃ হতে ১২/১১/২০১৫ খ্রিঃ পর্যন্ত

নিরীক্ষা পদ্ধতি :

- প্রতিষ্ঠান প্রধানসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীর সাথে আলোচনা;
- রেকর্ডপত্রাদি পরীক্ষা;
- তথ্যাদি বিশ্লেষণ।

অডিট রিপোর্ট প্রণয়নে সার্বিক তত্ত্বাবধানে :

- মহাপরিচালক, বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু :

- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা।

অনিয়ম ও ক্ষতির কারণসমূহ :

- ব্যাংকের ঋণ বিতরণ নীতিমালা, বৈদেশিক বিনিময় নীতিমালা বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন সার্কুলার আর্থিক বিধি-বিধান এবং সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত আদেশ নির্দেশ, প্রজ্ঞাপন, ইত্যাদি অনুসরণ না করা;
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও নিরীক্ষা কার্যক্রম শক্তিশালী না করা।

অডিটের সুপারিশ :

- প্রচলিত আর্থিক বিধি-বিধান এবং সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত আদেশ-নির্দেশ, প্রজ্ঞাপন, অনুসরণ করা আবশ্যক;
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও নিরীক্ষা কার্যক্রম শক্তিশালী করা আবশ্যক;
- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা আবশ্যক।

৩—

দ্বিতীয় অধ্যায়
(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

অনুচ্ছেদ : ০১

শিরোনাম : কোম্পানির নামে জমি রেজিস্ট্রেশন দলিল ও শেয়ার রিটার্ণ অব এলটমেন্ট সংগ্রহ ব্যতিরেকে এবং ঘাটতি বিনিয়োগ সত্ত্বেও ভিত্তিহীন পরিদর্শন প্রতিবেদনের ভিত্তিতে প্রকল্পে দ্রুত ইইএফ তহবিলের অর্থ ছাড়, ছাড়কৃত অর্থ দিয়েই সরকারি খাস কৃষি জমিতে প্রকল্প তৈরি করায় সরকারি তহবিলের অর্থ আদায় অনিশ্চিত হওয়ায় ক্ষতি টাকা ৪১৯.০০ লক্ষ।

বিবরণ :

আইসিবি এর ইক্যুইটি এন্ড এনট্রাপ্র্যানারশীপ ফান্ড (ইইএফ) বিভাগের ২০০৯-১০ থেকে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের হিসাব ২৬/৭/২০১৫ খ্রিঃ হতে ১২/১১/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে বিশেষ নিরীক্ষাকালে আলতাফ ফিশিং লিঃ এর নথিপত্রাদি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- বাংলাদেশ ব্যাংকের ইইএফ ইউনিট এর ১০/১২/২০০৩ খ্রিঃ তারিখের মঞ্জুরিপত্র নং-ইইএফ/৩৬/২০০৩-২৫৩৮ এর মাধ্যমে আলতাফ ফিশিং লিঃ, বিলবিলাস, বাউফল, পটুয়াখালীতে মাছের হ্যাচারী ও মাছ চাষ প্রকল্প এর অনুকূলে টাকা ৪১৯.০০ লক্ষ (৪৯%) সমমূলধন সহায়তা মঞ্জুরি প্রদান করা হয়।
- মঞ্জুরিত্রের ১নং শর্তানুযায়ী মোট প্রকল্প ব্যয় টাকা ৮৫৫.৬০ লক্ষ এর মধ্যে উদ্যোক্তার ইক্যুইটির পরিমাণ ৫১% অর্থাৎ টাকা ৪৩৬.৬০ লক্ষ সম্পূর্ণ অংশ প্রকল্পে বিনিয়োগ হওয়া সাপেক্ষে প্রকল্পের অনুকূলে ইইএফ সহায়তার অংশ (৪৯%) ছাড়যোগ্য এবং ৫নং শর্তানুযায়ী প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত ৮৫.৭৫ একর জমির মালিকানা কোম্পানির নামে রেজিস্ট্রিকরণ এবং কোম্পানির Memorandum & Articles of Association সংশোধনযোগ্য। কিন্তু উক্ত শর্ত পরিপালন করা হয়নি।
- প্রকল্প মূল্যায়নকারী আইসিবি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট কর্তৃক কোম্পানীর নামে জমির রেজিস্ট্রেশন দলিল এবং সংশোধিত Memorandum & Articles of Association ও শেয়ার রিটার্ণ অব এলটমেন্ট সংগ্রহ না করেই ঋণ বিতরণ করা হয়েছে মর্মে ০৬/০১/২০০৪ খ্রিঃ (ডেসপাস নম্বর ব্যতীত) তারিখের পত্রে বাংলাদেশ ব্যাংককে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানানো হয়।
- ২৪/০১/২০০৪ খ্রিঃ তারিখের আইসিবি কর্তৃক পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখ রয়েছে যে, "পরিদর্শনকালে উদ্যোক্তা হিসাব-পত্র, জমির দলিল, মিউটেশন, প্রকল্পের সম্পূর্ণ সীমানা, সার্ভে রিপোর্ট ইত্যাদি পাওয়া যায়নি"।
- ০৮/০৩/২০০৪ খ্রিঃ তারিখের আইসিবি এর পরিদর্শন প্রতিবেদন অনুযায়ী সার্ভেয়ার দিয়ে পরিমাপকৃত জমির পরিমাণ ৯৬০০ শতাংশ। প্রকল্পের অনুকূলে ৩টি খতিয়ানে (নং ৫৮২, ৫৮৩ ও ১৩৩০) অন্তর্ভুক্ত মোট জমির পরিমাণ ১০৭.৭৬ একর এর সিএস রেকর্ড সম্পর্কে উদ্যোক্তা জানায় যে, বর্ণিত সম্পত্তির বিক্রেতাগণ সরকারি কৃষি জমি বিনা ছালামীতে এবং বিনা খাজনায় বন্দোবস্ত দলিলের মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়েছেন এ কারণে তাদের নামে সিএস রেকর্ড নেই।
- প্রকল্পের নামে জমাকৃত দলিলাদি/কাগজপত্র যথাযথ ও সঠিক না হওয়ার কারণে উদ্যোক্তা কর্তৃক ২৭/০৫/২০০৪ খ্রিঃ তারিখে প্রকল্পের অনুকূলে ৩টি খতিয়ান (নং ৩৭০,৩৭১ ও ১৩০৪) এ অন্তর্ভুক্ত মোট জমি ৯৭.৩৮ একর এর ২০/০৫/২০০৪ খ্রিঃ ও ২২/০৫/২০০৪ খ্রিঃ তারিখে খাজনা পরিশোধ সংক্রান্ত রশিদ জমা করা হয়। কিন্তু আইসিবি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট ও বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সরেজমিন সাব-রেজিস্ট্রি অফিস, তহশীল অফিস, এসি ল্যান্ড অফিসে গিয়ে জমির মালিকানার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়নি।
- উপরন্তু আইসিবি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট হতে উল্লিখিত স্থানসমূহে সরেজমিন পরিদর্শনের ভিত্তিতে জমির দলিলপত্র সঠিক আছে মর্মে ০৯/০৬/২০০৪ খ্রিঃ তারিখে পত্রের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকে জানানো হয়েছে, যা মোটেই সঠিক ছিল না।
- বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জমিজমার মালিকানার বিষয়ে ০৯/০৬/২০০৪ খ্রিঃ তারিখের পত্র এবং ২৪/০১/২০০৪ খ্রিঃ তারিখের পরিদর্শন প্রতিবেদনের ভিত্তিতে উদ্যোক্তার অনুকূলে ২৭/০৬/২০০৪ খ্রিঃ তারিখে টাকা ১.০০ কোটির ১ম কিস্তি ছাড় করা হয় এবং ১ম, ২য় ও ৩য় কিস্তির বিনিয়োগ ঘাটতি নিশ্চিত হয়েও ৪র্থ কিস্তি পর্যন্ত অনিয়মিতভাবে টাকা ৪১৯.০০ লক্ষ ছাড় করা হয়েছে।

- কিন্তু নিরীক্ষায় জয়েন্ট স্টক কোম্পানীজ কর্তৃক সার্টিফাইড শেয়ার রিটার্ণ অব এলটমেন্ট পাওয়া যায়নি। তাছাড়া প্রকল্পের নামে ক্রয়কৃত জমির মূল দলিল প্রকল্প মূল্যায়নকারী আইসিবি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট এর নিকট নেই মর্মে ২০/০৬/২০১২ খ্রিঃ তারিখের পত্রে জানানো হয়েছে।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-১, ভিজিলেন্স উপ-বিভাগ কর্তৃক ২৭/১১/২০০৫ খ্রিঃ ও ২৮/১১/২০০৫ খ্রিঃ তারিখে প্রকল্পটি সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। উক্ত গোপনীয় পরিদর্শন প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, ভাউচার ও তদন্ত দলের মূল্যায়নের ভিত্তিতে প্রকল্পের সর্বমোট ব্যয় দেখানো হয়েছে টাকা ৪৫৭.২০ লক্ষ। কিন্তু সর্বমোট ব্যয় হওয়ার কথা (৪৩৬.৬০ +৪১৯.০০) =টাকা ৮৫৫.৬০ লক্ষ। ফলে প্রকল্পে বিনিয়োগ ঘাটতি (৮৫৫.৬০-৪৫৭.২০)=টাকা ৩৯৮.৪০ লক্ষ।
- অর্থাৎ সর্বমোট ব্যয় টাকা ৪৫৭.২০ লক্ষ এর মধ্যে ইইএফ সহায়তার টাকা ৪১৯.০০ লক্ষ। অবশিষ্ট টাকা (৪৫৭.২০-৪১৯.০০) = টাকা ৩৮.২০ লক্ষ মাত্র উদ্যোক্তার। অথচ ২৪/০১/২০০৪ খ্রিঃ তারিখের পরিদর্শন প্রতিবেদনে উদ্যোক্তার বিনিয়োগ দেখানো হয় টাকা ৪১০.৮১ লক্ষ। উদ্যোক্তার নিজস্ব বিনিয়োগকে অতিরঞ্জিত করে দেখিয়েছেন।
- সুতরাং বাংলাদেশ ব্যাংকের ইইএফ ইউনিটের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, ২৪/০১/২০০৪ খ্রিঃ ও ০৫/০৩/২০০৫ খ্রিঃ তারিখের পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা এবং প্রকল্প মূল্যায়নকারী আইসিবি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার যোগসাজসে সরকারি অর্থ অনিয়মের মাধ্যমে বিতরণ করা হয়েছে।
- ২০০৭ সালের পর হতে প্রকল্পের লাভ-ক্ষতির হিসাব নেই। নীতিমালা অনুযায়ী ১ম কিস্তি বিতরণের তারিখ হতে ২৬/০৬/২০১২ খ্রিঃ তারিখে ৮ বছর পূর্ণ হয়েছে কিন্তু আগষ্ট/২০১৫ পর্যন্ত ইইএফ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিনিয়োগ চুক্তি অনুযায়ী সরকারি টাকা বিতরণের ৪র্থ বৎসর হতে ২০% হিসাবে শেয়ার বাই-ব্যাক ব্যর্থতায় ইইএফ সহায়তার অর্থ ঋণে রূপান্তরের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নি এবং উক্ত ৪১৯.০০ লক্ষ টাকা আদায় হয়নি।
- সুতরাং উদ্যোক্তার জমি কোম্পানির নামে রেজিস্ট্রির পরিবর্তে অনিয়মিতভাবে সরকারি খাস জমিতে সরকারি অর্থ বিনিয়োগ করায় সুদবিহীন টাকা ৪১৯.০০ লক্ষ দীর্ঘদিনেও আদায় নিশ্চিত না হওয়ায় আর্থিক ক্ষতি।

অনিয়মের কারণ :

- ইইএফ নীতিমালা ব্যত্যয় করে কোম্পানীর নামে জমি রেজিস্ট্রেশন দলিল ও শেয়ার রিটার্ন অব এলটমেন্ট সংগ্রহ ব্যতিরেকে এবং পরিদর্শন প্রতিবেদনে উদ্যোক্তার বিনিয়োগকে অতিমূল্যায়নের ভিত্তিতে সরকারি খাস কৃষি জমিতে প্রকল্প এর নামে ইইএফ এর অর্থ ছাড়। সরকারি খাস জমিতে ব্যক্তি উদ্যোগে তৈরিকৃত প্রকল্পে অসত্য পরিদর্শন প্রতিবেদনের মাধ্যমে ইইএফ সহায়তা প্রদান।

ফলাফল :

- সরকারের আর্থিক ক্ষতি টাকা ৪১৯.০০ লক্ষ।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাব :

- প্রকল্পে ভূমির দলিলাদির যথার্থতা ব্যতিরেকে প্রকল্পের উদ্যোক্তার ৫১% বিনিয়োগ নিশ্চিত হয়ে প্রকল্পটির অনুকূলে কিস্তির টাকা ছাড় করা হয়। নির্ধারিত সময়ে (৮ বছর) শেয়ার বাই-ব্যাকের মাধ্যমে ইইএফ সহায়তার অর্থ ফেরৎ প্রদানে ব্যর্থ হওয়ায় প্রকল্প কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ প্রকল্পের ভূমির দলিলাদির যথার্থতা ব্যতিরেকে খাস জমিতে স্থাপিত প্রকল্পের অনুকূলে সরকারি সহায়তা গ্রহণের জন্য উদ্যোক্তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। বাংলাদেশ ব্যাংকের গোপনীয় পরিদর্শন প্রতিবেদন মোতাবেক প্রকল্পের উদ্যোক্তার প্রকৃত বিনিয়োগ ৫১% এর পরিবর্তে মাত্র ৪.৪৬%। কোম্পানীতে সরকারের ৪৯% শেয়ারের রিটার্ণ অফ এলটমেন্ট নেই। ফলে খাস জমিতে স্থাপিত প্রকল্প হতে সরকারি অর্থ আদায় না হওয়ায় সরকারি আর্থিক ক্ষতি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৮/০২/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ২৫/০৪/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ১৫/০৪/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

- উদ্যোক্তার ইক্যুইটির অর্থ ব্যয় নিশ্চিত না হয়ে অনিয়মিতভাবে ইইএফ সহায়তার অর্থ বিতরণের জন্য দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করতঃ আপত্তিকৃত অর্থ আদায়পূর্বক প্রমাণকসহ নিরীক্ষা অধিদপ্তরকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ : ০২

শিরোনাম : প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়ন না করা এবং যন্ত্রপাতি আমদানি না করেই গ্রাহকের অনুকূলে ইইএফ এর সহায়তার টাকা ছাড় করার পরও প্রকল্প বন্ধ থাকায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি টাকা ৭৫০.০০ লক্ষ।

বিবরণ :

আইসিবি ইক্যুইটি এন্ড এনট্রাপ্র্যানারশীপ ফান্ড (ইইএফ) বিভাগের ২০০৯-১০ থেকে ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের হিসাব ২৬/৭/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ হতে ১২/১১/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত বিশেষ নিরীক্ষাকালে মেসার্স আর.কে. কমোডিটিজ লিঃ এর নথি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে,

- মেসার্স আর.কে. কমোডেটিজ লিঃ কে কৃষি ভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের ইইএফ ইউনিটের ২৯/৬/২০০৪ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং-ইইএফ/৩৮/১০৭/২০০৪-৭৭৩ এর মাধ্যমে ৮ বছর মেয়াদে পরিশোধের শর্তে মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৪৯% বাবদ টাকা ৮৩৭.৯৫ লক্ষ ইইএফ সহায়তা মঞ্জুর করা হয়।
- মঞ্জুরি পত্রের শর্তানুযায়ী ইইএফ এর টাকা ছাড়ের পূর্বে উদ্যোক্তার ইক্যুইটির টাকা ৮৭২.১৬ লক্ষ সম্পূর্ণ ৫১% অংশ ব্যয় নিশ্চিত হওয়ার পরই ইইএফ সহায়তার টাকা ছাড় করার শর্ত থাকলেও উহা পরিপালন করা হয়নি। কারণ ১৮/৫/২০০৫ খ্রিঃ তারিখের পরিদর্শন প্রতিবেদনে উক্ত প্রকল্পের বিপরীতে জমি ক্রয়, পূর্ত কাজ, ফ্যাক্টরী নির্মাণ, গ্যাস লাইন স্থাপন, প্লান্ট এন্ড যন্ত্রপাতি, ভূমি উন্নয়ন বাবদ মোট টাকা ৯০৫.৬৭ লক্ষ ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে উক্ত ব্যয়ের মধ্যে জমি ক্রয় ব্যয় ব্যতিত অন্য সমস্ত ব্যয় ছিলো আর কে ফুডস লিঃ এর ব্যয়। একই সীমানা প্রাচীরের মধ্যেই আর.কে. ফুডস লিঃ অবস্থিত। খাদ্য জাতীয় পণ্য উৎপাদনের জন্য ১০/৫/২০০৫ খ্রিঃ ও ২৯/৯/২০০৫ খ্রিঃ তারিখে এক্সিম ব্যাংক কর্তৃক (৭৫+১৫০)= টাকা ২২৫.০০ লক্ষ টার্ম লোন বিতরণ করা হয়।
- জমি ক্রয় বাবদ টাকা ২৪৫.০০ লক্ষ ব্যয় হিসাবে দেখানো হয়েছে কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংক ও আইসিবি'র পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লিখিত জমির রেজিস্ট্রি দলিল মোতাবেক জমি ক্রয় বাবদ ব্যয় করা হয়েছে মাত্র টাকা ২৯.৬২ লক্ষ। এ ক্ষেত্রে জমি ক্রয় বাবদ অতিরিক্ত ব্যয় দেখানো হয়েছে টাকা ২১৫.৩৮ লক্ষ (২৪৫.০০-২৯.৬২)।
- প্রকল্পের যন্ত্রপাতি ক্রয়ের বিপরীতে টাকা ৩৪৫.৪৫ লক্ষ বরাদ্দ ছিলো। অথচ প্রকল্পের যন্ত্রপাতি আমদানীর জন্য কোন এল সি ডকুমেন্টস; প্যাকিং লিস্ট, ইনভয়েস কপি ও বি এল এর কপি ছাড়াই, এলসি মোতাবেক যন্ত্রপাতির মান সঠিক আছে কিনা তা আন্তর্জাতিক জরীপ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জরীপ করা হয়নি এবং যানবাহন ক্রয় ও স্থানীয় যন্ত্রপাতি ক্রয় বাবদ মোট টাকা ৭৫০.০০ লক্ষ ছাড় করা হয়েছে।
- সর্বশেষ আইসিবি কর্তৃক ৩০/১২/২০১৪ খ্রিঃ তারিখের পরিদর্শন প্রতিবেদনে আর.কে. ফুড প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ রয়েছে মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে আর.কে. কমোডেটিজ নামে কোন প্রতিষ্ঠান নেই। যে সাইনবোর্ড টি আছে তা আর. কে. ফুডস এর নামে।
- খাদ্য জাতীয় পণ্য; আচার, জেলী, হলুদ ও মরিচের গুড়া প্রভৃতি বাজারজাতকরণের স্বপক্ষে বিএসটিআই এর কোন ছাড়পত্র গ্রহণ করা হয়নি।
- ১১২.৫০ শতক জমি কোম্পানির নামে রেজিষ্ট্রি করা হয়েছে কিন্তু মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কোম্পানীর নামে রেজিষ্ট্রিকৃত মূল দলিল আইসিবি'র নিকট সরবরাহ না করায় উদ্যোক্তা মূল দলিলের বিনিময়ে বেসিক ব্যাংক লিঃ, দিলকুশা শাখায় বন্ধক রেখে ঋণ গ্রহণ করেছেন। মূল দলিল আইসিবির ইইএফ ইউনিটের নিকট সরবরাহ না করায় মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল ব্যাংক লিঃ এর বিরুদ্ধে অদ্যাবধি আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি, যা গুরুতর অনিয়ম ।
- ইইএফ নীতিমালা ভঙ্গ করে অর্থ ছাড়ের সাথে জড়িত কর্মকর্তা ও পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা কর্তৃক অসত্য পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রদানের কারণে তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।
- ইইএফ এর টাকা বিতরণের পর হতে আয়-ব্যয় ও প্রকল্পের অগ্রগতির সঠিক অবস্থার উপর ত্রৈমাসিক বোর্ডসভা উদ্যোক্তা কর্তৃক করা হয়নি। অপরদিকে ইইএফ এর টাকা বিতরণের ৪র্থ বৎসর হতে ৪০% টাকা আদায়ের জন্য কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। ইইএফ সহায়তা প্রদানের পর আর কোন তদারকী বা মনিটরিং করা হয়নি।

- ইইএফ সহায়তার প্রথম কিস্তি বিতরণ করা হয় ২৬/৫/২০০৫ খ্রিঃ তারিখে। বিতরণের তারিখ হতে ১০ বছর অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও শেয়ার বাই ব্যাক না করায় সরকারের টাকা ৭৫০.০০ লক্ষ ক্ষতি সাধিত হয়েছে।
- ইইএফ সহায়তা প্রদানের মূল লক্ষ্য হলো দেশে কৃষিভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে দেশের কর্মসংস্থান সহ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা ও আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা। কিন্তু আলোচ্য প্রতিষ্ঠানের নাম করে উদ্যোক্তা ইইএফ এর টাকা অন্যত্র স্থানান্তর করেছে । মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল ব্যাংকের কতিপয় কর্মকর্তা ও বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তাগণের যোগসাজশে সরকারের উপরোক্ত টাকা ক্ষতি সাধিত হয়েছে।
- ইইএফ এর সহায়তার অর্থ সঠিক প্রকল্পে ব্যবহার নিশ্চিত না করায় সরকারের টাকা ৭৫০.০০ লক্ষ সম্পূর্ণ ক্ষতি হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট "১" এ দেওয়া হলো।

অনিয়মের কারণ :

- ইইএফ নীতিমালা ব্যত্যয় করে প্রকল্পে ইইএফ সহায়তা প্রদান, প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়ন না করা এবং যন্ত্রপাতি আমদানী না করা সত্ত্বেও গ্রাহকের বিনিয়োগকে অতিমূল্যায়ন পূর্বক পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রদান ও তার ভিত্তিতে গ্রাহকের অনুকূলে ইইএফ সহায়তার টাকা ছাড় করা এবং সরকারি তহবিলের অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে যথাযথ মনিটরিং না করা।

ফলাফল :

- সরকারি আর্থিক ক্ষতি টাকা ৭৫০.০০ লক্ষ ।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- সরেজমিনে পরিদর্শন করে প্রতিষ্ঠানটির উৎপাদন বন্ধ রয়েছে মর্মে ৩০/১২/২০১৪ খ্রিঃ তারিখের পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে এবং ছাড়কৃত টাকা আদায়ের চেষ্টা অব্যাহত আছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- জবাব সন্তোষজনক নয়। ইইএফ নীতিমালা ব্যত্যয় করে প্রকল্পে ইইএফ সহায়তা প্রদান এবং উৎপাদন বন্ধ থাকায় দীর্ঘ দিন পরও কোন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা আর্থিক শৃঙ্খলার পরিপন্থী।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৮/০২/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ২৫/০৪/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ১৫/০৪/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হলে কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- উদ্যোক্তার ইকুইটির অর্থ ব্যয় নিশ্চিত না করে অনিয়মিতভাবে ইইএফ সহায়তার অর্থ বিতরণের জন্য দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করতঃ আপত্তিকৃত অর্থ আদায়পূর্বক প্রমাণকসহ নিরীক্ষা অধিদপ্তরকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ : ০৩

শিরোনাম : প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই না করা এবং উৎপাদন চালু না থাকায় ও ইইএফ সহায়তার প্রদত্ত অর্থ আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি টাকা ৫২৫.০০ লক্ষ।

বিবরণ :

আইসিবি ইক্যুইটি এন্ড এনট্রাপ্র্যানারশীপ ফান্ড (ইইএফ) বিভাগের ২০০৯-১০ থেকে ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের হিসাব ২৬/৭/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ হতে ১২/১১/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে বিশেষ নিরীক্ষা কালে পরিলক্ষিত হয় যে,

- মেসার্স নোয়াখালী গোল্ড ফুডস লিঃ কে প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই না করে আধুনিক পদ্ধতিতে চিংড়ি মাছ প্রক্রিয়াকরণের জন্য হিমাগার নির্মাণের নিমিত্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের ইইএফ ইউনিটের ২৭/৪/২০০৫ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং-ইইএফ/৩৮(২৩০)/২০০৫-২৫২৭ এর মাধ্যমে প্রকল্পের মোট ব্যয়ের ৪৯% বাবদ টাকা ৫৬১.০৬ লক্ষ সুদবিহীন ৮ বছর মেয়াদে পরিশোধের শর্তে ইইএফ সহায়তা মঞ্জুর করা হয়।
- প্রকল্পটি চর উড়িয়া, নোয়াখালী জেলাতে অবস্থিত। বাগেরহাট, সাতক্ষীরা ও কক্সবাজার হতে চিংড়ি মাছ ক্রয়পূর্বক প্রক্রিয়াকরণে উৎপাদন ব্যয় বেশী হওয়া সত্ত্বেও আলোচ্য স্থানে প্রকল্প স্থাপনের মঞ্জুরি আদেশ প্রদান করা বিনিয়োগ নীতিমালার পরিপন্থী।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের ইইএফ ইউনিট হতে ২৭/৯/২০০৫ খ্রিঃ তারিখে ডঃ মোসলেম উদ্দিন মিয়া, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কৃষি গবেষনা কাউন্সিল কর্তৃক প্রকল্প পরিদর্শনের পর প্রকল্পের সম্ভাব্যতার বিষয়ে কোন মন্তব্য প্রদান করেনি।
- দুইজন বিদেশী বিশেষজ্ঞ নিয়োগ আদেশের কপি পাওয়া যায়নি।
- প্রকল্পের মেশিনারী যন্ত্রপাতি বাবদ মোট টাকা ৬৮০.০০ লক্ষের মধ্যে টাকা ৬৩৯.২৭ লক্ষের মেশিনারীজ আমদানীর ডকুমেন্টস নথিতে পাওয়া যায়নি এবং পরিদর্শন দলকেও মেশিনারীজ আমদানীর স্বপক্ষে কোন ডকুমেন্টস সরবরাহ করা হয়নি ।
- আমদানীকৃত যন্ত্রপাতির মান সঠিক আছে কিনা তা আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন জরীপ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জরীপ করানোর স্বপক্ষে জরীপ প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি।
- আলোচ্য প্রকল্পের আমদানীকৃত যন্ত্রাপাতি আমদানীর স্বপক্ষে উপযুক্ত ডকুমেন্টস প্রদান না করা সত্ত্বেও যন্ত্রপাতি খাতে বরাদ্দকৃত টাকা ৬৮০.০০ লক্ষ এর ৪৯% বাবদ টাকা ৩৩৩.২০ লক্ষ ছাড় করা ইইএফ নীতিমালার পরিপন্থী।
- প্রকল্পে বরাদ্দকৃত যানবাহন ক্রয় না করায় প্রমাণিত হয় যে, প্রকল্পটির বাণিজ্যিক উৎপাদন কখনো শুরু করা হয়নি। কারণ প্রকল্পের কাচামাল ক্রয় ও রপ্তানীর জন্য যানবাহন ক্রয় করা অত্যাবশ্যক ছিল।
- সর্বশেষ ৪/৭/২০০৯ খ্রিঃ তারিখের আইসিবি ও বাংলাদেশ ব্যাংকের যৌথ পরিদর্শন কমিটির প্রদত্ত পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে প্রকল্পটি বন্ধ রয়েছে এবং যন্ত্রপাতির কার্যক্ষমতা নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
- সরকার দেশের বেকার সমস্যা দূরীকরণের জন্য এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনপূর্বক দেশের প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির জন্য সুদবিহীন ইইএফ সহায়তা প্রদান করলেও এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হয়নি।
- প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই না করা ও আমদানীকৃত যন্ত্রপাতির প্রকৃত মুল্য নিরুপন ও মান নিরুপন না করে ২/১১/২০০৫ খ্রিঃ তারিখে ও পরবর্তী সময়ে মোট টাকা ৫২৫.০০ লক্ষ বিতরণ করা গুরুতর অনিয়ম। বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট "২" এ দেয়া হলো।
- প্রকল্পে ইইএফ সহায়তা প্রদান করা হলেও প্রকল্প চালু না হওয়ায় ইইএফ সহায়তার প্রদত্ত অর্থ সরকারের আর্থিক ক্ষতি। অপরদিকে প্রদত্ত ইইএফ সহায়তার অর্থ আদায়ে ব্যর্থ হওয়ার কারণে পুনঃ বিনিয়োগ করতে না পারায় ইইএফ সহায়তার উদ্দেশ্য ব্যহত হচ্ছে।
- ইইএফ সহায়তার নীতিমালা অনুযায়ী ইইএফ এর সম্পূর্ণ টাকা বিতরণের পর উদ্যোক্তা ও আইসিবি কর্তৃক প্রকল্পের অগ্রগতি, আয়-ব্যয়ের উপর ত্রৈমাসিক বোর্ডসভা করার নিয়ম। আলোচ্য ক্ষেত্রে তা কখনও করা হয়নি।
- সরকারি টাকা বিতরণের ৪র্থ বৎসর হতে ২০% হারে ৮ম বৎসরে সমুদয় টাকা আদায়ের নিয়ম থাকলেও আইসিবি কর্তৃক নিয়মিত তদারকি না করায় ও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় ঋণ অনাদায়ের সৃষ্টি হয়েছে।

- ইইএফ সহায়তা প্রদানের পর ৮ (আট) বছর অতিবাহিত হলেও মানসম্পন্ন সিএ ফার্ম দ্বারা প্রকল্পের মূল্যায়ন করে ৪৯% অনুসারে যে মূল্য এবং বর্তমান বাজার মূল্য দু'টির মধ্যে যেটি বেশি সেই হারে শেয়ার বাইব্যাক করার জন্য উদ্যোক্তাদের বিরুদ্ধে কোন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

অনিয়মের কারণ :

- ইইএফ নীতিমালা ব্যত্যয় করে এবং উদ্যোক্তার বিনিয়োগকে অতিমূল্যায়ন পূর্বক প্রদত্ত পরিদর্শন প্রতিবেদনের ভিত্তিতে প্রকল্পে ইইএফ সহায়তা প্রদান।

ফলাফল :

- সরকারি তহবিলের ক্ষতি টাকা ৫২৫.০০ লক্ষ।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- প্রকল্পের যন্ত্রপাতি ওরিয়েন্টাল ব্যাংকের মাধ্যমে ডেনমার্ক হতে আমদানি করা হয়েছে। প্রকল্পের অবকাঠামো ও মেশিনারীজ অক্ষত আছে। প্রকল্প চালুর জন্য সম্প্রতি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ জবাবে প্রকল্পের যন্ত্রপাতি ওরিয়েন্টাল ব্যাংকের মাধ্যমে ডেনমার্ক হতে আমদানীর কথা বলা হলেও ০৪/০৭/২০০৯ খ্রিঃ তারিখের পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে প্রকল্পে সংযোজিত মেশিনারীজ সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্টস উদ্যোক্তা কর্তৃক পরিদর্শন কমিটির নিকট উপস্থাপন করা হয়নি। বিধায় উদ্যোক্তার মোট বিনিয়োগ হিসাবায়ন করা সম্ভব হয়নি। ইহাতে প্রতীয়মান হয়, উদ্যোক্তার নির্ধারিত ইক্যুইটি বিনিয়োগ না করা সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে ইইএফ এর টাকা ছাড় করা হয়েছে এবং ইইএফ সহায়তা বিনিয়োগ নীতিমালার পরিপন্থী।
  এছাড়াও ইইএফ সহায়তার প্রথম কিস্তি বিতরণের দীর্ঘ ১০ বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও প্রকল্প চালু না করা ইইএফ সহায়তার উদ্দেশ্য ব্যহত হয়েছে।

- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৮/০২/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ২৫/০৪/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ১৫/০৪/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- ইইএফ নীতিমালার ব্যত্যয় ঘটিয়ে এবং অসত্য পরিদর্শন প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ইইএফ সহায়তা তহবিলের অর্থ ছাড়ের জন্য দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করতঃ আপত্তিকৃত অর্থ আদায়পূর্বক প্রমাণকসহ নিরীক্ষা অধিদপ্তরকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ : ০৪

শিরোনাম : ইইএফ নীতিমালা উপেক্ষা করে জরুরি ভিত্তিতে প্রকল্পের অনুকূলে ইইএফ সহায়তার অর্থ ছাড়, শর্তানুযায়ী শেয়ারের অর্থ বাই-ব্যাক অনিশ্চিত হওয়ায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি টাকা ৭৮১.০০ লক্ষ ।

বিবরণ :

আইসিবি ইক্যুইটি এন্ড এনট্রাপ্র্যানারশীপ ফান্ড (ইইএফ) বিভাগের ২০০৯-২০১০ থেকে ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের হিসাব ২৬/৭/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ হতে ১২/১১/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে বিশেষ নিরীক্ষাকালে দি ডিকোড লিঃ এর নথি পত্রাদি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- বাংলাদেশ ব্যাংকের ইইএফ ইউনিট এর ২২/০৩/২০০৩ খ্রিঃ তারিখের মঞ্জুরিপত্র নং-ইইএফ/৩৬/২০০৩-১৪৬৯ এর মাধ্যমে দি ডিকোড লিঃ,বাড়ি নং-৮২,রোড-৮এ,ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা এর অনুকূলে টাকা ৭৯১.০০ লক্ষ এর সমমূলধন সহায়তা মঞ্জুরি প্রদান করা হয়। প্রকল্পে বিশ্বমানের দ্বি-মাত্রিক এনিমেটেড ফিল্ম প্রস্তুত করা হবে এবং ৩০০ জনের কর্মসংস্থান হবে।
- ইইএফ নীতিমালা অনুযায়ী মোট প্রকল্প ব্যয় টাকা ১৬১৪.৮৬ লক্ষ এর মধ্যে উদ্যোক্তার ইক্যুইটির (৮২৩.৮৬ লক্ষ) সম্পূর্ণ অংশ প্রকল্পে বিনিয়োগ হওয়ার শর্তে প্রকল্পের অনুকূলে ইইএফ সহায়তার অংশ ছাড়যোগ্য।
- কিন্তু উদ্যোক্তার ইক্যুইটির ৭০ ভাগ প্রকল্পে বিনিয়োগ এবং ৩১/০৩/২০০৩ খ্রি: তারিখে উদ্যোক্তার অতীব জরুরী প্রয়োজনের আবেদনের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের ইইএফ ইউনিট হতে ৩১/০৩/২০০৩ খ্রি: তারিখেই ইইএফ নীতিমালা উপেক্ষা করে উদ্যোক্তার অনুকূলে টাকা ১.০০ কোটি ছাড় করা হয়।
- ইইএফ নীতিমালা অনুযায়ী অর্থ ছাড়ের পূর্বে কোম্পানীর সংশোধিত মেমোরন্ডাম ও জিওবি, ইইএফ ইউনিট এর নামে শেয়ার রিটার্ণ অব এলোটমেন্ট সংগ্রহ না করেই এবং ১ম কিস্তিতে ছাড়কৃত অর্থের বিনিয়োগ নিশ্চিত না হয়েই ১৯/০৫/২০০৩ খ্রি: তারিখে ২য় ও শেষ কিস্তির ২টি চেকে টাকা ১.৫ কোটি ও টাকা ৫.৪১ কোটি মোট টাকা ৬.৯১ কোটি টাকা ছাড় করা হয়।
- অনুমোদিত মোট প্রকল্প ব্যয় ও বিনিয়োগ পরিকল্পনা হতে দেখা যায় যে, ফ্লাট ক্রয় এবং অভ্যন্তরীণ সাজ-সজ্জা বাবদ টাকা ১৯৮.৬৪ লক্ষ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং উদ্যোক্তার ইক্যুইটি বিনিয়োগের প্রমাণকসমূহের মধ্যে দি ডিকোড লিঃ এর নামে লেভেল-১৪, ইউনিক টাওয়ারের অফিস স্পেস এর বুকিং মানি বাবদ টাকা ১০ লক্ষ এর চেক (নং৩২১৪৪৪ এইচএসবিসি ব্যাংক) ০১/০৬/২০০২ খ্রিঃ তারিখে বোরাক রিয়েল এস্টেটকে প্রদান করা হয়েছে।
- কিন্তু নিরীক্ষাকালে উক্ত ফ্ল্যাট ক্রয়ের দলিলাদি পাওয়া যায়নি। ইইএফ সহায়তার অর্থে ফ্ল্যাট ক্রয়ের সুযোগ না থাকলেও তা প্রদানে অনিয়ম হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের ২৬/০৯/২০০৭ খ্রিঃ তারিখের পরিদর্শন প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, প্রকল্পের আংশিক অবস্থান লেভেল-১৪, ইউনিক টাওয়ার, ১০৮ কাওরান বাজার, ঢাকায় অবস্থিত। পরিদর্শন দলের নিকট উক্ত ফ্ল্যাটটি আইডিএলসির ঋণে প্রকল্পের নামে ক্রয় অনুমিত। ইইএফ এর অনুমোদন ব্যতিরেকে ঋণের মাধ্যমে কোম্পানীর নামে ফ্ল্যাট ক্রয় গুরতর অনিয়ম এবং ফ্ল্যাট ক্রয়ের নামে উদ্যোক্তা কর্তৃক ইইএফ সহায়তার অর্থ অন্য খাতে স্থানান্তরকৃত।
- উক্ত পরিদর্শন প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রকল্পটি মূলত কার্টুন এ্যানিমেশন প্রস্তুতের জন্য অনুমোদিত হলেও তা বন্ধ করে ম্যাপিং ও এডিটিং কার্যক্রম স্বল্পমাত্রায় চালু করেছে এবং প্রকল্পের হিসাব সংরক্ষণ করা হচ্ছে না।
- কোম্পানী আইন অনুযায়ী নিরীক্ষিত বার্ষিক আর্থিক বিবরণী, বোর্ড সভা ও এজিএম এর কার্যবিবরণী এবং ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন ও বীমার কাগজপত্র সংগ্রহ করা হয়নি। ১ম কিস্তি বিতরণের তারিখ হতে ৮ বছর ৩০/০৩/২০১১ খ্রিঃ তারিখ উত্তীর্ণ হলেও ইইএফ নীতিমালা অনুযায়ী নিরীক্ষাকালীন(সেপ্টেম্বর/২০১৫) পর্যন্ত শেয়ার বাই-ব্যাক নিশ্চিত হয়নি। তবে ২টি চেকের মাধ্যমে মাত্র টাকা ১০ লক্ষ আদায় হয়েছে কিন্তু শর্তানুযায়ী ৮ (আট) বছর পরবর্তী সময়ের জন্য ধার্য্যযোগ্য সুদ নির্ণয় করা হয়নি।
- সরকারি অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে উদ্যোক্তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। ফলে ইইএফ এর অংশ বাবদ সুদবিহীন (৭৯১.০০-১০.০০)=টাকা ৭৮১.০০ লক্ষ সুদসহ আদায় অনিশ্চিত হওয়ায় সরকারি অর্থের ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

অনিয়মের কারণ :

- ইইএফ নীতিমালা অনুযায়ী উদ্যোক্তার বিনিয়োগ ইক্যুইটি নিশ্চিত না হয়েই এবং কোম্পানির মেমোরেন্ডাম ও এসোসিয়েশন অব আর্টিক্যালস সংশোধনী না করা সত্ত্বে প্রকল্পে ইইএফ সহায়তা প্রদান, সহায়তার অর্থ ভিন্ন খাতে স্থানান্তর এবং সরকারি তহবিলের অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে যথাযথ মনিটরিং না করা।

ফলাফল :

- সরকারি আর্থিক ক্ষতি টাকা ৭৮১.০০ লক্ষ।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- অর্থ আদায় করার চেষ্টা অব্যাহত রাখা হয়েছে এবং নিবিড় মনিটরিং করা হচ্ছে। বর্তমানে নিয়মিতভাবে তাগিদপত্র দেয়া হচ্ছে এবং টেলিফোনের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা অব্যাহত রাখা হচ্ছে। আলোচ্য প্রকল্পের আইসিটি ব্যবসা বর্তমানে চলমান রয়েছে। বর্তমানে প্রকল্পে কয়েকজন লোকবল কর্মরত রয়েছে। তবে অর্থ আদায় সম্ভব না হলে, এ বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ ইইএফ সহায়তা প্রদানের পর হতে প্রকল্পের অগ্রগতি ও আয়-ব্যয়ের উপর এবং ৪৯% এর টাকা আদায়ের জন্য নিয়মিত তদারকি করা হয়নি। নীতিমালা অনুযায়ী ৩১/০৩/২০০৩ খ্রিঃ হতে ৩০/০৩/ ২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ৮ বছরের মধ্যে শেয়ার বাই-ব্যাক নিশ্চিত করা হয়নি এবং ৩১/০৩/২০১১ খ্রিঃ হতে নিরীক্ষাকালীন (সেপ্টেম্বর/২০১৫) পর্যন্ত সাড়ে ৪ বছরে মাত্র টাকা ১০ লক্ষ আদায় হয়েছে।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৮/০২/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ২৫/০৪/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ১৫/০৪/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- উদ্যোক্তার বিনিয়োগ ইক্যুইটি অনুপাতে কম হওয়া সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে ইইএফ এর অর্থ ছাড়করণের জন্য দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করতঃ আপত্তিকৃত অর্থ আদায়পূর্বক প্রমাণকসহ নিরীক্ষা অধিদপ্তরকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ : ০৫

শিরোনাম : বিধি বর্হির্ভূতভাবে ইইএফ সহায়তার অর্থ ছাড়করণ ও প্রকল্প বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদনে যেতে ব্যর্থ হওয়ায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি টাকা ৭৫৪.২৭ লক্ষ।

বিবরণ :

আইসিবি ইক্যুইটি এন্ড এনট্রাপ্র্যানারশীপ ফান্ড (ইইএফ) বিভাগের ২০০৯-১০ থেকে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের হিসাব ২৬/৭/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ হতে ১২/১১/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে বিশেষ নিরীক্ষাকালে এশিয়া ফিড মিলস লিঃ এর নথিপত্রাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে,

- বাংলাদেশ ব্যাংক ইইএফ ইউনিটের ৪/১১/২০০৪ খ্রি: তারিখের পত্র নং-ইইএফ/৩৮(১৪৯)/২০০৪/১৪৭৬ এর মাধ্যমে মোট প্রকল্প ব্যয় টাকা ১৫৩৯.৩৩ লক্ষ এর ৪৯% হিসাবে টাকা ৭৫৪.২৭ লক্ষ হাঁস-মুরগী ও মাছের খাবার উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের জন্য ৮(আট) বছর মেয়াদে পরিশোধের শর্তে এশিয়া ফিড মিলস লিঃ কে ইইএফ সহায়তা মঞ্জুর করা হয়। উদ্যোক্তার ইক্যুইটির অংশ টাকা ৭৮৫.০৬ লক্ষ ব্যয় করতে ব্যর্থ হওয়ায় ইইএফ সহায়তা মঞ্জুরির আদেশ বাতিল না করে এবং নিজস্ব ইক্যুইটির টাকা ৯৯.৪৫ লক্ষ ঘাটতি রেখে ইইএফ এর ১ম কিস্তির টাকা ৩০০.০০ লক্ষ ২৬/১১/২০০৭ খ্রি: তারিখে ছাড় করা হয়। ইইএফ নীতিমালা অনুসারে উদ্যোক্তার ইক্যুইটির অর্থ সম্পূর্ণ ব্যবহার না হওয়া পর্যন্ত ইইএফ এর টাকা ছাড়করণ ইইএফ নীতিমালার পরিপন্থী।
- ইইএফ সহায়তা মঞ্জুর করা হয় ৪/১১/২০০৪ খ্রিঃ তারিখে। প্রকল্পে উদ্যোক্তার ইক্যুইটির ঘাটতি থাকা সত্ত্বেও মঞ্জুরি আদেশ বাতিল না করে ২৬/১১/২০০৭ খ্রিঃ তারিখে অর্থ ছাড় করা গুরুতর অনিয়ম।
- প্রকল্পের খাতওয়ারী ব্যয়ের ক্ষেত্রে মেশিনারীজ খাতে টাকা ৭৯৪.০০ লক্ষ ব্যয় ধরা হয় । উহার বিপরীতে টাকা ৬২৫.৩১ লক্ষ এর পিএডি দায় সৃষ্টি করা হয়। গ্রাহকের ইক্যুইটি বাবদ টাকা ৩২৫.৩১ লক্ষ সোস্যাল ইনভেষ্টমেন্ট ব্যাংকে জমা করেনি।
- ব্যাংকের ইইএফ এর ছাড়কৃত টাকা ৬২৫.৩১ লক্ষ দ্বারা আমদানীকৃত যন্ত্রাংশের মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে।
- প্রকল্প মূল্যায়নকারী ব্যাংকের ১৪/৫/২০০৭ খ্রিঃ তারিখের ৯৪২ নং পত্র হতে দেখা যায় যে, প্রকল্পের মেশিনারিজ খাতে লিম/এসটি আই ঋণ হিসাবে টাকা ৭৬৩.৬৮ লক্ষ রয়েছে।
- ব্যাংকের অবশিষ্ট সুদের টাকা ২৬০.০০ লক্ষ অদ্যাবধি পরিশোধ করা হয়নি। যা আমদানিকৃত প্রকল্পের যন্ত্রাংশের ঋণেরই দায়।
- ইইএফ সহায়তা প্রকল্পে ব্যাংক ঋণ থাকলেও সেক্ষেত্রে প্রকল্পের মোট ব্যয়ের ৩৩.৩৩% হিসাবে টাকা ৫১৩.০৫ লক্ষ প্রাপ্য। কিন্তু সেখানে অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে টাকা (৭৫৪.২৭-৫১৩.০৫) = টাকা ২৪১.২১ লক্ষ।
- উদ্যোক্তা নিজস্ব ইক্যুইটির অর্থ সঠিকভাবে যথাসময়ে বিনিয়োগ না করায় প্রকল্পটি নির্ধারিত সময়ে বাস্তবায়িত হয়নি।
- সর্বশেষ আইসিবি এর ২৭/২/২০১৫ খ্রিঃ তারিখের পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, প্রকল্পের উৎপাদন এখনও শুরু করা হয়নি। ফলে উদ্যোক্তার ব্যর্থতার কারণে বিনাসুদে টাকা ৭৫৪.২৭ লক্ষ বিতরণ করা সরকারি অর্থ অপচয়ের শামিল।
- প্রকল্পের মঞ্জুরি আদেশে হাঁস মুরগী ও মাছের মান সম্পন্ন খাবার উৎপাদনের জন্য একজন বিশেষজ্ঞ নিয়োগ বাধ্যতামূলক শর্ত প্রদান করা হয়নি। প্রকল্পে এ ধরনের বিশেষজ্ঞ থাকার বিষয়ে পরিদর্শন প্রতিবেদনেও উল্লেখ নেই।
- উদ্যোক্তার প্রকল্প পরিচালনার অভিজ্ঞতা ও কর্মদক্ষতা যাচাই না করে ইইএফ সহায়তা মঞ্জুর ও বিতরণ করায় সরকারের টাকা ৭৫৪.২৭ লক্ষ ক্ষতি সাধিত হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট "৩" এ দেওয়া হলো।
- সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রকল্প ব্যয় ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে পরিচালিত হয়নি। ফলে উদ্যোক্তার ব্যয়কে প্রকৃত ব্যয় হিসাবে গণ্য করা যায় না।
- প্রকল্পের কার্যকরী মূলধন টাকা ১৮০.০০ লক্ষ এর ৪৯% হিসাবে টাকা ৮৮.২০ লক্ষ প্রকল্পের বাণিজ্যিক উৎপাদনে যাওয়ার পরেই বিতরণযোগ্য। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে প্রকল্পের বাণিজ্যিক উৎপাদনে যাওয়ার আগেই অর্থ বিতরণ করা হয়েছে যা আর্থিক শৃঙ্খলার পরিপন্থী ।
- প্রকল্পটি বাণিজ্যিক উৎপাদনে যেতে ব্যর্থ হওয়ায় দেশে কোন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়নি বিধায় সরকারের প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যহত হয়েছে।

অনিয়মের কারণ :

- ইইএফ এর টাকা বিতরণের পর হতে বাংলাদেশ ব্যাংক আইসিবি ও উদ্যোক্তা কর্তৃক প্রকল্পের অগ্রগতি এবং আয়-ব্যয়ের উপর ত্রৈমাসিক সভা করা হয়নি। ইইএফ এর টাকা বিতরণের ৪র্থ বৎসর হতে ২০% হারে ৮ম বৎসর পর্যন্ত ইইএফ এর সহায়তার টাকা অথবা প্রকল্পের বর্তমান বাজার মূল্যেও যেটি বেশি তার সমপরিমাণ টাকা আদায়ের জন্য কোন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।
- ইইএফ নীতিমালা ব্যত্যয় করে বিধিবহির্ভূতভাবে প্রকল্পে ইইএফ সহায়তা প্রদান, উদ্যোক্তা নিজস্ব ইক্যুইটির অর্থ সঠিকভাবে যথাসময়ে প্রকল্পে বিনিয়োগ না করায় প্রকল্পটি নির্ধারিত সময়ে বাস্তবায়িত হয়নি ফলে প্রকল্পটি বাণিজ্যিক উৎপাদনে যেতে ব্যর্থ হয় এবং সরকারি তহবিলের অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে যথাযথ মনিটরিং না করা।

ফলাফল :

- সরকারের আর্থিক ক্ষতি টাকা ৭৫৪.২৭ লক্ষ।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- মঞ্জুরি পত্রের শর্তাবলী মেনেই প্রকল্পের অবকাঠামো নির্মাণ ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য অর্থ ছাড় করা হয়েছে। আট বছর পূর্ণ হওয়ায় শেয়ার বাইব্যাকের জন্য উদ্যোক্তাকে পত্র দেয়া হয়েছে। উদ্যোক্তা শেয়ার বাইব্যাক না করলে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ উদ্যেক্তার ইক্যুইটির অর্থ ব্যয় নিশ্চিত না করে এবং সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের নামে ব্যাংকে ঋণ থাকা সত্ত্বেও প্রকল্প ব্যয়ের ৪৯% হারে ইইএফ সহায়তা বিতরণ করা ইইএফ নীতিমালার পরিপন্থী। অপরদিকে প্রথম কিস্তি বিতরণের দীর্ঘ আট বছরের মধ্যে প্রকল্পের উৎপাদন শুরু না হওয়ার পরও শেয়ার কল ব্যাক না করা গুরুতর অনিয়ম।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৮/০২/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় হয়েছে। ২৫/০৪/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ১৫/০৪/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- উদ্যোক্তার ইক্যুইটির অর্থ ব্যয় নিশ্চিত না করে অনিয়মিতভাবে ইইএফ সহায়তার অর্থ বিতরণের জন্য দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করতঃ আপত্তিকৃত অর্থ আদায়পূর্বক প্রমাণকসহ নিরীক্ষা অধিদপ্তরকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ : ০৬

শিরোনাম : বিনিয়োগকৃত প্রকল্পের নামে রেজিস্ট্রিকৃত জমির ডকুমেন্ট যাচাই না করে ভুয়া ডকুমেন্টের বিপরীতে ইইএফ সহায়তা প্রদান করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি টাকা ৬৩২.৪৯ লক্ষ।

বিবরণ :

আইসিবি ইক্যুইটি এন্ড এনট্রাপ্র্যানারশীপ ফান্ড (ইইএফ) বিভাগের ২০০৯-১০ হতে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের হিসাব ২৬/৭/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ হতে ১২/১১/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে বিশেষ নিরীক্ষাকালে মেসার্স কক্সবাজার হ্যাচারী এন্ড ফিশারীজ প্রাঃ লিঃ এর নথি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে,

- মৎস্য হ্যাচারী ও মৎস্য চাষের জন্য প্রাক্কলন ব্যয়ের ৪৯% বাবদ টাকা ৪৬১.৪৩ লক্ষ মঞ্জুর করা হয়। ৫/২/২০০৪ খ্রি: তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে উদ্যোক্তার ইক্যুইটির ৫১% টাকা ৫৩৩.০০ লক্ষ সম্পূর্ণ ব্যয় নিশ্চিত না করেই ইইএফ সহায়তা তহবিল হতে টাকা ৩০০.০০ লক্ষ ছাড়ের জন্য সুপারিশ করা হয়।
- বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ১৮/৬/২০০৪ খ্রিঃ তারিখের পরিদর্শন প্রতিবেদনে উদ্যোক্তার মৎস্য চাষ ও পোনা উৎপাদন সম্পর্কে কোন অভিজ্ঞতা নেই এবং কোন বিশেষজ্ঞ নিয়োগ প্রদান করা হয়নি মর্মে উল্লেখ করা হয়। আলোচ্য ২টি পরিদর্শন প্রতিবেদনে প্রকল্পের জমি সঠিক আছে কিনা উহা যাচাই না করেই মোট টাকা ৪৬১.৪৩ লক্ষ ছাড় করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ২২/৭/২০০৭ খ্রিঃ তারিখের পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক দাখিলকৃত রাজ মৌজার ২১৮৭,২১৮৮ ও ২১৮৯ খতিয়ানের জমির মিউটেশন ও খাজনার দলিল ভুয়া ।
- উপজেলা ভূমি অফিস, রামু, কক্সবাজার এর ২৯/৭/২০০৭ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং-উঃভূঃঅঃ/রামু/০৭/৩৩৭/এ সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর পত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ২১৭৭,২১৮৮ ও ২১৮৯ খতিয়ান তিনটি এখনও অত্র অফিস কর্তৃক সৃজিত হয়নি। উক্ত খতিয়ানেরর দাখিলকৃত ডকুমেন্ট ভূমি অফিসের কর্মকর্তাগণের যে স্বাক্ষর রয়েছে তা ভুয়া।
- গ্রাহককে প্রকল্পের জমি ও দলিলাদি ও মিউটেশন কাগজপত্র যাচাই না করে অর্থ ছাড়করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।
- ইইএফ তহবিলের অর্থ ছাড় হওয়ার পর ৮ বছর উত্তীর্ণ হলেও উদ্যোক্তা এ পর্যন্ত কোন টাকা ফেরৎ দেয়নি।
- ২০০৭ হতে সিএ ফার্মের নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রদান করা হয়নি।
- গ্রাহক মৎস্য হ্যাচারী কর্যক্রম গ্রহণ না করায় বিতরণকৃত অর্থ সম্পূর্ণ ব্যবহার না করা সত্ত্বেও ভুয়া সম্পত্তি ও ভুয়া দলিলাদি দেখিয়ে ইইএফ সহায়তা গ্রহণ করার পরও গ্রাহকের বিরুদ্ধে ও প্রকল্প মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কোন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা গুরতর অনিয়ম হিসাবে গণ্য।

খ) শিবচর হ্যাচারী এন্ড ফিসারিজ প্রাঃ লিঃ, পূর্ব স্যামাইল শিবচর মাদারীপুর এর অনুকূলে মৎস্য পোনা ও বিভিন্ন মাছের চাষ করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক ইইএফ ইউনিট এর ৭/৯/২০০৩ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং- ইইএফ/৩৬/২২১১ এর মাধ্যমে প্রকল্পের মোট ব্যয় টাকা ৩৪৯.১১ লক্ষ এর মধ্যে ৪৯% বাবদ টাকা ১৭১.০৬ লক্ষ ইইএফ সহায়তা মঞ্জুর করা হয়। অর্থ ছাড়ের পূর্বে উদ্যোক্তার অর্থ বিনিয়োগের বিষয়ে ২৪/১২/২০০৩ খ্রিঃ তারিখের পরিদর্শন প্রতিবেদন অনুযায়ী উদ্যোক্তার ইক্যুইটির ৫১% অর্থ ব্যয় হয়েছে বিধায় ইইএফ তহবিলের অর্থ ছাড় করা যায়। উহার প্রেক্ষিতে টাকা ১০০.০০ লক্ষ ছাড় করা হয়।

- অপরদিকে বাংলাদেশ ব্যাংকের ১১/১/২০০৪ খ্রিঃ তারিখের পরিদর্শন প্রতিবেদনে গ্রাহকের ইক্যুইটির ও ইইএফ এর ১ম কিস্তির টাকা যথারীতি ব্যবহার করায় অবশিষ্ট অর্থ ছাড় করার সুপারিশ করা হয়। উহার প্রেক্ষিতে অবশিষ্ট টাকা ৭১.০৬ লক্ষ ছাড় করা হয়। প্রকৃতপক্ষে উক্ত পরিদর্শন প্রতিবেদন সঠিক ছিল না।
- উদ্যোক্তার প্রকল্পের জমির মালিকানার মূল দলিল, মিউটেশনের কপি ও খাজনার রশিদ যাচাই না করে এবং দলিল মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান ওরিয়েন্টাল ব্যাংক কাওরান বাজার শাখা কর্তৃক সংরক্ষণ না করেই আলোচ্য অর্থ ছাড়করণ করা হয়। যা ইইএফ নীতিমালার পরিপন্থী ও গুরুতর অনিয়ম । নথিপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, আলোচ্য প্রকল্পের মূল দলিল ও অন্যান্য ডকুমেন্টস অদ্যাবধি গ্রাহক কর্তৃক প্রদান করা হয়নি এবং প্রকল্পের নামে জমি রেজিস্ট্রি করা হয়নি।
- সর্বশেষ ৫/২/২০০৯ খ্রিঃ তারিখের পরিদর্শন প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, আলোচ্য প্রকল্পে উদ্যোক্তার ইক্যুইটির টাকা ১৭৮.০৫ লক্ষ এবং ইইএফ ইক্যুইটির টাকা ১৭১.০৬ লক্ষ বিনিয়োগের বিষয়টি প্রতীয়মান হয়নি মর্মে উল্লেখ রয়েছে। ফলে অর্থ ছাড়ের সাথে সংশ্লিষ্ট দুটি পরিদর্শন প্রতিবেদন সঠিক ছিল না। অসত্য পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রদানের সাথে জড়িত কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে অদ্যাবধি আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। যা গুরুতর অনিয়ম।

- প্রকল্পে ১৩টি পুকুরের মধ্যে ৫টিতে মাছ চাষের জন্য পর্যাপ্ত পানি নেই এবং ৮টিতে পানি থাকলেও সামান্য মাছের চাষ চলছে। প্রকল্পে উদ্যোক্তাগণের মৎস্য চাষ ও পোনা উৎপাদনের বিষয়ে কোন অভিজ্ঞতা নেই।
- সর্বশেষ আইসিবির প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, প্রকল্পের চেয়ারম্যান বলেছেন যে, প্রতিষ্ঠানটি রুগ্ন শিল্পে পরিণত হয়েছে।
- ভুয়া মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান ওরিয়েন্টাল ব্যাংকের বিরুদ্ধে কোন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। আলোচ্য ২টি প্রকল্পের নামে উদ্যোক্তার মালিকানার জমি রেজিস্ট্রি না থাকায় প্রকল্প ২টির দাখিলকৃত শেয়ারের কোন মূল্য নেই।
- উদ্যোক্তা অদ্যাবধি ইইএফ তহবিলের কোন অর্থ ফেরৎ প্রদান করেনি।
- প্রকল্পের নামে জমি না থাকায় ও ভুয়া ডকুমেন্টের বিপরীতে অর্থ ছাড় করায় সরকারি তহবিলের টাকা (৪৬১.৪৩ লক্ষ+১৭১.০৬ লক্ষ সহ) মোট টাকা ৬৩২.৪৯ লক্ষ ক্ষতি হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট "৪" এ দেওয়া হলো।

অনিয়মের কারণ :

- ইইএফ সহায়তা প্রদানের পর হতে প্রকল্পের অগ্রগতি, আয়-ব্যয়ের হিসাবের উপর উদ্যোক্তা ও আইসিবি মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিয়মিত সভা করা হয়নি। যা ইইএফ এর নীতিমালার লঙ্ঘন হিসেবে বিবেচীত।
- প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হওয়ায় দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হলেও মানসম্মত সিএ ফার্ম দ্বারা প্রকল্পের বর্তমান বাজার দর মূল্যায়ন করে উহার ৪৯% অথবা ইইএফ সহায়তার টাকার মধ্যে যা বেশি সেই টাকা আদায়ের জন্য কোন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। ফলে ইইএফ এর প্রদত্ত টাকা ক্ষতিতে পরিণত হয়েছে।
- ইইএফ নীতিমালা ব্যত্যয় ঘটিয়ে, জমির ডমুমেন্ট যাচাই না করে এবং অসত্য তথ্য ভিত্তিক পরিদর্শন প্রতিবেদনের ভিত্তিতে প্রকল্পে ইইএফ সহায়তা প্রদান এবং সরকারি তহবিলের অর্থ আদায়ে যথাযথ মনিটরিং না করা।

ফলাফল :

- সরকারের আর্থিক ক্ষতি টাকা ৬৩২.৪৯ লক্ষ।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- ইইএফ এর মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে প্রাধান্য দিয়ে পর্যায়ক্রমে অর্থ ছাড় করা হয়। প্রকল্পের মৎস্য ও হ্যাচারী ইউনিট সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন হয়েছে। প্রথম কিস্তি বিতরণের পর হতে ১১ বছর ৮ মাস অতিবাহিত হয়েছে। শেয়ার বাইব্যাক করার জন্য বার বার তাগাদা দেয়া হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ প্রকল্পের জমির ভুয়া ডকুমেন্ট প্রদান করা সত্ত্বেও এবং প্রকল্পের নামে জমির বৈধ মালিকানা না থাকার পরও প্রকল্পের নামে সরকারী তহবিল হতে অর্থ উত্তোলনের দায়ে দীর্ঘ ১১ বছর ধরে কোন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা গুরুতর অনিয়ম হিসাবে গণ্য।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৮/০২/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ২৫/০৪/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ১৫/০৪/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- অসত্য তথ্যের ভিত্তিতে ইইএফ এর অর্থ মঞ্জুরির জন্য দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করতঃ আপত্তিকৃত অর্থ আদায়পূর্বক প্রমাণকসহ নিরীক্ষা অধিদপ্তরকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ : ০৭

শিরোনাম : প্রকল্প চালু থাকলেও কোন লভ্যাংশ পাওয়া যায়নি এবং ইইএফ সহায়তা মেয়াদোত্তীর্ণ হলেও ছাড়কৃত সরকারি অর্থ আদায় অনিশ্চিত হওয়ায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি টাকা ৮৬১.৩৭ লক্ষ।

বিবরণ :

আইসিবি ইক্যুইটি এন্ড এনট্রাপ্র্যানারশীপ ফান্ড (ইইএফ) বিভাগের ২০০৯-২০১০ থেকে ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের হিসাব ২৬/৭/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ হতে ১২/১১/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে বিশেষ নিরীক্ষাকালে কোয়ালিটি মিল্ক প্রোডাক্টস ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ এর নথিপত্রাদি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- বাংলাদেশ ব্যাংকের ইইএফ ইউনিট এর ০১/০৮/২০০৪ খ্রিঃ তারিখের মঞ্জুরিপত্র নং-ইইএফ/৩৮ (১১৯) / ২০০৪-৯৫১ এর মাধ্যমে কোয়ালিটি মিল্ক প্রোডাক্টস ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ, বান্নারা রোড, কৌচাকড়ি, সফিপুর, কালিয়াকৈর, গাজীপুরে দুধের মাঠা, বাটার ও ঘি তৈরী প্রকল্প এর অনুকূলে টাকা ৮৬৮.৩৭ লক্ষ এর সমমূলধন সহায়তা ৮ (আট) বছর মেয়াদে মঞ্জুরি প্রদান করা হয়।
- শর্তানুযায়ী মোট প্রকল্প ব্যয় টাকা ১৭৭২.১৮ লক্ষের মধ্যে উদ্যোক্তার ইক্যুইটির পরিমাণ ৫১% অর্থাৎ টাকা ৯০৩.৮১ লক্ষ সম্পূর্ণ অংশ প্রকল্পে বিনিয়োগ হওয়া স্বাপেক্ষে প্রকল্পের অনুকূলে ইইএফ সহায়তার অংশ ছাড়যোগ্য।
- প্রকল্পের মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান জনতা ব্যাংক লিঃ কর্তৃক বিনিয়োগ চুক্তি সম্পাদনসহ ইইএফ নীতিমালা অনুসরণপূর্বক প্রকল্পে উদ্যোক্তার ইক্যুইটির বিনিয়োগ প্রতীয়মান হওয়ায় ইইএফ এর অর্থ ছাড়ের অনুরোধ করা হয়।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের ইইএফ ইউনিট কর্তৃক প্রকল্পে সমমূলধন সহায়তার অংশ হিসেবে ০১/১০/২০০৬ খ্রি: তারিখে ১ম কিস্তি বাবদ টাকা ২৫০.০০ লক্ষ, ১৯/০২/২০০৭ খ্রিঃ তারিখে ২য় কিস্তি বাবদ টাকা ১৭১.১২ লক্ষ, ০৫/০৬/২০০৭ খ্রিঃ তারিখে ৩য় কিস্তি বাবদ টাকা ২৮৭.৮৫ লক্ষ, ০২/০৩/২০০৮ খ্রিঃ তারিখে ৪র্থ কিস্তি বাবদ টাকা ৭৬.০০ লক্ষ এবং ২৭/০৮/২০০৮ খ্রিঃ তারিখে ৫ম কিস্তি বাবদ টাকা ৮৩.৪০ লক্ষসহ মোট টাকা ৮৬৮.৩৭ লক্ষ প্রকল্পের অনুকূলে ছাড় করা হয়েছে। প্রতিটি কিস্তি ছাড়ের পূর্বে আইসিবি ও বাংলাদেশ ব্যাংকের যৌথ কমিটি কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শনে প্রকল্পের প্রকৃত বিনিয়োগ অবস্থা যাচাই করে প্রতিবেদন সন্তোষজনক প্রতীয়মান হয়েছে বলা হলেও প্রকৃতপক্ষে তা সন্তোষজনক ছিল না।
- কিন্তু ২৭/০৮/২০০৮ খ্রিঃ তারিখে সর্বশেষ কিস্তি ছাড়ের পর হতে ০১/১১/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে অর্থাৎ দীর্ঘ ৬ বছর ২ মাসে আইসিবি ও বাংলাদেশ ব্যাংকের যৌথ কমিটি কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শনে প্রকল্পের সার্বিক বিনিয়োগ অবস্থা যাচাই করা হয়নি। আইসিবি ও বাংলাদেশ ব্যাংকের যৌথ কমিটি কর্তৃক ০২/১১/২০১৪ খ্রিঃ তারিখের সরেজমিন পরিদর্শন প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, প্রকল্পটি চালু থাকলেও বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদনে নেই।
- প্রকল্পটির লিয়েন ব্যাংক জনতা ব্যাংক লিঃ ও ইইএফ ইউনিট কর্তৃক প্রকল্পের কার্যক্রম মনিটরিং করা হয়নি। ইইএফ নীতিমালা অনুযায়ী কোম্পানি কর্তৃক ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন, আয়-ব্যয় বিবরণী, বীমা কভারেজ এবং কোম্পানি আইন অনুযায়ী বার্ষিক নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী, বছরে ন্যূনতম ৪টি বোর্ড সভা ও বার্ষিক সাধারণ সভা আয়োজন করা হয়েছে কিনা সে সম্পর্কিত কোন রেকর্ড নিরীক্ষায় পাওয়া যায়নি এবং কোম্পানির লিয়েন লিয়েন ব্যাংক ও ইইএফ বিভাগ এর নিকট চাওয়া হলেও উহা সরবরাহ করতে পারেনি।
- ৩০/০৯/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মঞ্জুরি পত্রের শর্ত অনুযায়ী ৮(আট) বছর পূর্ণ হলেও মাত্র টাকা ৭.০০ লক্ষ আদায় হয়েছে। সুদবিহীন অবশিষ্ট সরকারি অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে উদ্যোক্তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।
- ফলে সুদবিহীন টাকা (৮৬৮.৩৭-৭.০০) = টাকা ৮৬১.৩৭ লক্ষ আদায় অনিশ্চিত হওয়ায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

অনিয়মের কারণ :

- ইইএফ নীতিমালা অনুযায়ী উদ্যোক্তার বিনিয়োগ ইক্যুইটি ৫১% ভাগ বিনিয়োগ নিশ্চিত না হয়েই অনিয়মিতভাবে ইইএফ সমমূলধন সহায়তা তহবিলের অর্থ ছাড় এবং প্রকল্পটি যথাযথভাবে মনিটরিং না করা এবং সরকারি তহবিলের অর্থ আদায়ে ইইএফ নীতিমালা পরিপালন না করা।

ফলাফল :

- সরকারের আর্থিক ক্ষতি টাকা ৮৬১.৩৭ লক্ষ।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- ইইএফ রিকভারী ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক আলোচ্য প্রকল্পের উদ্যোক্তাদেরকে নিয়মিত পত্র প্রেরণের পাশাপাশি টেলিফোনিক যোগাযোগ অব্যাহত রেখে টাকা ৭ লক্ষ আদায় করা হয়েছে। ইইএফ এর সমুদয় অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের উদ্যোক্তাগণের সাথে নিবীড় যোগাযোগ অব্যাহত রাখা হচ্ছে। রিকভারীর সমুদয় কৌশল অবলম্বন করার পরেও ইইএফ এর সুদসমেত সমুদয় অর্থ আদায় করা সম্ভব না হলে প্রকল্পের উদ্যোক্তাগণের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ ইইএফ নীতিমালা অনুযায়ী মূল দলিলাদি, উদ্যোক্তাদের ১১৭ ফরমসহ শেয়ার সার্টিফিকেট এবং সরকারের প্রাপ্য শেয়ার সার্টিফিকেট সমূহ লিয়েন ব্যাংক হতে সংগ্রহপূর্বক ইইএফ বিভাগে সংরক্ষণযোগ্য হলেও তা নিশ্চিত করা হয়নি। সরকারি অংশ আদায়ের জন্য কী কী কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে তার স্বপক্ষে কোন প্রমাণক নিরীক্ষায় উপস্থাপন করা হয়নি। এছাড়া অনিয়মিতভাবে ইইএফ সমমূলধন সহায়তা তহবিলের অর্থছাড়করণের জন্য দায়দায়িত্ব নির্ধারণের বিষয়েও জবাবে কোন মন্তব্য প্রদান করা হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৮/০২/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ২৫/০৪/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ১৫/০৪/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- অনিয়মিতভাবে ইইএফ সমমূলধন সহায়তা তহবিলের অর্থ ছাড়করণের জন্য দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করতঃ আপত্তিকৃত অর্থ আদায়পূর্বক প্রমাণকসহ নিরীক্ষা অধিদপ্তরকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ : ০৮

শিরোনাম : উপর্যুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতীত প্রকল্প ব্যয় পুনঃনির্ধারণ, প্রসেসিং ইউনিটের মেশিনারিজ সংগ্রহ না করে আলু ক্রয় এবং বাণিজ্যিক উৎপাদনে যেতে ব্যর্থতায় ছাড়কৃত সুদবিহীন সরকারি অর্থ আদায় অনিশ্চিত হওয়ায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি টাকা ৪৬৫.০০ লক্ষ।

বিবরণ :

আইসিবি ইক্যুইটি এন্ড এনট্রাপ্র্যানারশীপ ফান্ড (ইইএফ) বিভাগের ২০০৯-২০১০ থেকে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের হিসাব ২৬/৭/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ হতে ১২/১১/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে বিশেষ নিরীক্ষাকালে রিয়ার এগ্রো প্রিজার্ভিং এন্ড ফুড প্রসেসিং লিঃ এর নথিপত্রাদি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- উদ্যোক্তার ১৪/০৬/২০০৪ খ্রিঃ তারিখের আবেদনের প্রেক্ষিতে ইক্যুইটি এন্ড এনট্রাপ্র্যানারশীপ ফান্ড(ইইএফ) এর টেকনিক্যাল এ্যাডভাইজারী কমিটির(TAC) ২১/০৬/২০০৪ খ্রি: তারিখে অনুষ্ঠিত ২৪তম সভায় আলোচ্য প্রকল্পের মোট ব্যয় হ্রাস করে টাকা ১২২৪.৪৯ লক্ষে পুনঃনির্ধারণ এবং উদ্যোক্তার অংশ টাকা ৬২৪.৪৯ লক্ষ (৫১%) ও ইইএফ সহায়তার পরিমাণ টাকা ৬০০.০০ লক্ষ (৪৯%) মঞ্জুরির সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়। উক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৪/০৭/২০০৪ খ্রিঃ তারিখে সংশোধিত মঞ্জুরিপত্র নং-ইইএফ/৩৮(৮৯)/২০০৪-৮৬৮ জারি করা হয়।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের ইইএফ ইউনিট কর্তৃক প্রকল্পে সমমূলধন সহায়তার ১ম কিস্তির অর্থ ছাড়ের পূর্বে সরেজমিন প্রকল্প পরিদর্শন প্রতিবেদন অনুযায়ী উদ্যোক্তার মোট গৃহীত ব্যয় টাকা ৬২৬.৩৪ লক্ষ কিন্তু মেশিনারী ডেনমার্ক হতে আমদানির পরিবর্তে স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ করায় টাকা ৮৪.০০ লক্ষ ব্যয় কম হওয়ায় তা বিনিয়োগ ঘাটতি হিসেবে বিবেচিত হয়।
- উদ্যোক্তার আবেদনের প্রেক্ষিতে ইইএফ ইউনিট কর্তৃক টাকা (৬২৬.৩৪-৮৪.০০) লক্ষ বা টাকা ৫৪২.৩৪ লক্ষকে ৫১% ধরে ইইএফ সহায়তার পরিমাণ টাকা ৫২১.০৭ লক্ষ (৪৯%) এবং মোট প্রকল্প ব্যয় টাকা ১০৬৩.৪১ লক্ষ নির্বাহী পরিচালকের ২৩/০১/২০০৬ খ্রিঃ তারিখের অনুমোদনের ভিত্তিতে পুনঃনির্ধারণপূর্বক একইসাথে প্রকল্পের অনুকূলে ১ম কিস্তি টাকা ২০০.০০ লক্ষ ছাড় করা হয়। এক্ষেত্রে TAC এর পুনঃসিদ্ধান্তের আবশ্যকতা পরিহার করা গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে বিবেচিত।
- তাছাড়া পুনঃনির্ধারিত প্রকল্প ব্যয় মোতাবেক কোম্পানীর মেমোরেন্ডাম সংশোধন, সরকারের পক্ষে টাকা ৫২১.০৭ লক্ষ শেয়ার রিটার্ণ অব এলটমেন্ট এবং সাপ্লিমেন্টারী বিনিয়োগ চুক্তি সম্পাদন ব্যতিরেকেই ১ম কিস্তি ছাড়ে অনিয়ম হয়েছে।
- পরবর্তীতে প্রকল্পের অনুকূলে ২৭/০২/২০০৭ খ্রিঃ তারিখে ২য় কিস্তি বাবদ টাকা ৫০.০০ লক্ষ, ০৬/০৮/২০০৭ খ্রি: তারিখে ৩য় কিস্তি বাবদ টাকা ৯০.০০ লক্ষ, ২১/০৫/২০০৮ খ্রিঃ তারিখে ৪র্থ কিস্তি বাবদ টাকা ৭৫.০০ লক্ষ এবং ৩০/১০/২০০৮ খ্রিঃ তারিখে ৫ম কিস্তি বাবদ টাকা ৫০.০০ লক্ষসহ মোট টাকা ৪৬৫.০০ লক্ষ ইইএফ সহায়তা ছাড় করা হয়েছে। প্রতিটি কিস্তি ছাড়ের পূর্বে বাংলাদেশ ব্যাংক ও আইসিবি এর যৌথ কমিটি কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শনে প্রকল্পের প্রকৃত বিনিয়োগ অবস্থা যাচাই করে প্রতিবেদন সন্তোষজনক প্রতীয়মান হয়েছে বলা বলেও প্রকৃতপক্ষে তা সন্তোষজনক ছিল না।
- ছাড়কৃত অর্থ প্রকল্পে বিনিয়োগ অবস্থা ইইএফ বিভাগ কর্তৃক ১৪/০৫/২০০৯ খ্রিঃ তারিখের সরেজমিন পরিদর্শন প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রকল্পে নিট বিনিয়োগ টাকা ৯১০.৩৯ লক্ষ কিন্তু মোট বিনিয়োগযোগ্য অর্থ (৫৪২.৩৪+৪৬৫.০০) লক্ষ = টাকা ১০০৭.৩৪ লক্ষ। ফলে বিনিয়োগ ঘাটতি থাকে(১০০৭.৩৪-৯১০.৩৯) লক্ষ= টাকা ৯৬.১৫ লক্ষ। কিন্তু পূর্ববর্তী পরিদর্শন প্রতিবেদন সমূহে বাড়তি বিনিয়োগ প্রশ্নবিদ্ধ হলেও পরিদর্শনকারীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।
- উদ্যোক্তা কর্তৃক প্রকল্পটির ফুড প্রসেসিং ইউনিটের মেশিনারীজ সংগ্রহ না করে আলু ক্রয় করে তা প্রিজার্ভিং ইউনিটে সংরক্ষণ করা হয়েছে, যা প্রকল্প প্রস্তাবনা ও বিনিয়োগ চুক্তির পরিপন্থী। কারণ প্রকল্প প্রস্তাবনা ও বিনিয়োগ চুক্তি অনুযায়ী প্রকল্পে Tomato, Mango, Onion, Garlic, Cabbage, Green Peeper , Banana ,Tomato Paste এবং Mango Pulp সংরক্ষণ ও প্রসেস করার বিষয় উল্লেখ রয়েছে।
- প্রকল্পটির লিয়েন ব্যাংক মাইডাস ফাইন্যান্স ও ইইএফ ইউনিট কর্তৃক প্রকল্পের কার্যক্রমে মনিটরিং এর দুর্বলতার সুযোগে উদ্যোক্তার বিনিয়োগ চুক্তি পরিপন্থী কাজ করা সম্ভব হয়েছে। ইইএফ নীতিমালা অনুযায়ী ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন, আয়-ব্যয় বিবরণী এবং কোম্পানী আইন অনুযায়ী বার্ষিক নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী ইইএফ বিভাগ সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়েছে।

- বাংলাদেশ ব্যাংক ও আইসিবি এর যৌথ কমিটি কর্তৃক ২৬/০২/২০১১ খ্রিঃ তারিখের সরেজমিন পরিদর্শন প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রকল্পের প্রিজার্ভিং ইউনিটে ২০১০ সাল পর্যন্ত আলু সংরক্ষণ করা হয়েছে তারপর হতে ইউনিটটি বন্ধ রয়েছে। ফুড প্রসেসিং ইউনিটের মেশিনারীজ সংগ্রহ করা হয়নি এবং বিনিয়োগ ঘাটতি টাকা ৯৬.১৫ লক্ষ পূরণ করা হয়নি।
- উদ্যোক্তা কর্তৃক ফুড প্রসেসিং এর পরিবর্তে সুগন্ধি চাল প্রসেসিং ইউনিট স্থাপনের প্রস্তাব ইইএফ কর্তৃক গ্রহণ না করে শেয়ার বাই-ব্যাক করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ০৫/০৬/২০১১ খ্রিঃ তারিখের সরেজমিন পরিদর্শন প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রকল্পটি স্থবির অবস্থায় রয়েছে। ফুড প্রসেসিং ইউনিটের জন্য প্রকল্পটি বাণিজ্যিক উৎপাদনে যেতে পারেনি।
- ২৩/০১/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে শর্ত অনুযায়ী ৮ বছর পূর্ণ হলেও সুদবিহীন সরকারি অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে উদ্যোক্তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত সরকারি কর্মসূচির উদ্দেশ্য পূরণ হয়নি এবং সুদবিহীন টাকা ৪৬৫.০০ লক্ষ আদায় অনিশ্চিত হওয়ায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

অনিয়মের কারণ :

- ইইএফ নীতিমালা অনুযায়ী উদ্যোক্তা বিনিয়োগ ইক্যুইটি ৫১% বিনিয়োগ নিশ্চিত না হয়ে এবং TAC এর সিদ্ধান্ত লঙ্ঘন করে অনিয়মিতভাবে ইইএফ সমমূলধন সহায়তা তহবিলের অর্থ ছাড়, প্রকল্পটি যথাযথভাবে মনিটরিং না করা এবং সরকারি তহবিলের অর্থ আদায়ে ইইএফ নীতিমালা পরিপালন না করা।

ফলাফল :

- সরকারের আর্থিক ক্ষতি টাকা ৪৬৫.০০ লক্ষ।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- উক্ত প্রকল্পটি মনিটরিং এর আওতায় সর্বশেষ ১০/০৫/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে ইইএফ ইউনিট, বাংলাদেশ ব্যাংক ও ইইএফ উইং, আইসিবি এর কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত পরিদর্শন দল কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। উক্ত পরিদর্শনে প্রকল্পটি নিজস্ব উৎপাদন বন্ধ রয়েছে বলে প্রতিয়মান হয়। তবে প্রকল্পটিতে প্রাণ আরএফএল নামীয় একটি কোম্পানি উৎপাদন কার্যক্রম পরিচলনা করছে। এছাড়াও অবকাঠামোগত দিক থেকে প্রকল্পটি পূর্ণ বাস্তবায়িত পরিদৃষ্ট হয়।
- ইইএফ এর সমুদয় অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের উদ্যোক্তাগণের সাথে নিবীড় যোগাযোগ অব্যাহত রাখা হচ্ছে। রিকভারীর সমুদয় কৌশল অবলম্বন করার পরেও ইইএফ এর সুদসমেত সমুদয় অর্থ আদায় করা সম্ভব না হলে প্রকল্পের উদ্যোক্তাগণের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ নিজস্ব উৎপাদন বন্ধ রেখে ইইএফ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিরেকে অন্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকল্প পরিচালনা গুরুতর অনিয়ম। ইইএফ নীতিমালা অনুযায়ী মূল দলিলাদি, উদ্যোক্তাদের ১১৭ ফরমসহ শেয়ার সার্টিফিকেট এবং সরকারের প্রাপ্য শেয়ার সার্টিফিকেট সমূহ লিয়েন ব্যাংক হতে সংগ্রহপূর্বক ইইএফ বিভাগে সংরক্ষণযোগ্য হলেও তা নিশ্চিত করা হয়নি। ২৩/০১/২০১৪ তারিখে শর্ত অনুযায়ী ৮ বছর পূর্ণ হলেও সুদবিহীন সরকারি অর্থ নিরীক্ষাকালীন (অক্টোবর/২০১৫) পর্যন্ত আদায় হয়নি। এছাড়া ২০০৭ ও ২০০৮ সালে বিভিন্ন কিস্তি ছাড় করাকালীন পরিদর্শন প্রতিবেদনে যে সকল বিষয়ে শর্ত পরিপালন করা হয়নি সে সম্পর্কে কোন মন্তব্য করা হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৮/০২/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ২৫/০৪/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ১৫/০৪/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- উদ্যোক্তার নির্ধারিত ইক্যুইটি বিনিয়োগ নিশ্চিত না হয়ে ইইএফ এর অর্থ ছাড়করণের জন্য দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করতঃ আপত্তিকৃত অর্থ আদায়পূর্বক প্রমাণকসহ নিরীক্ষা অধিদপ্তরকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ : ০৯

শিরোনাম : পরিবেশগত ছাড়পত্র ও সার(ব্যবস্থাপনা)আইন, ২০০৬ মোতাবেক নিবন্ধন গ্রহন ব্যতিরেকে মিশ্র সার উৎপাদন প্রকল্পে ইইএফ সহায়তার অর্থ ছাড়, চলতি মূলধনে ঘাটতি এবং বন্ধ প্রকল্প হতে মেয়াদোত্তীর্ণ ইইএফ সহায়তার সুদবিহীন সরকারি অর্থ আদায় না হওয়ায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি টাকা ৫৯৪.৮০ লক্ষ।

বিবরণ :

আইসিবি ইক্যুইটি এন্ড এনট্রাপ্র্যানারশীপ ফান্ড (ইইএফ) বিভাগের ২০০৯-২০১০ থেকে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের হিসাব ২৬/৭/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ হতে ১২/১১/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে বিশেষ নিরীক্ষাকালে শারীব এগ্রো লিঃ এর নথিপত্রাদি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- বাংলাদেশ ব্যাংকের ইইএফ ইউনিট এর ১০/১১/২০০৪ খ্রিঃ তারিখের মঞ্জুরিপত্র নং-ইইএফ/৩৮ (১৬১)/২০০৪-১৫৩২ এর মাধ্যমে শারীব এগ্রো লিঃ, শিবপুর, আদমদীঘি, বগুড়ায় এনপিকেএস মিশ্র সার তৈরী প্রকল্প এর অনুকূলে টাকা ৫৯৪.৮০ লক্ষ এর সমমূলধন সহায়তা মঞ্জুরি প্রদান করা হয়।
- শর্তানুযায়ী মোট প্রকল্প ব্যয় টাকা ১২১৩.৮৭ লক্ষ এর মধ্যে উদ্যোক্তার ইক্যুইটির পরিমাণ ৫১% অর্থাৎ টাকা ৬১৯.০৭ লক্ষ সম্পূর্ণ অংশ প্রকল্পে বিনিয়োগ হওয়া সাপেক্ষে প্রকল্পের অনুকূলে ইইএফ সহায়তার অংশ ছাড়যোগ্য।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের ইইএফ ইউনিট কর্তৃক প্রকল্পে সমমূলধন সহায়তার অংশ হিসেবে ০৬/০৪/২০০৬ খ্রিঃ তারিখে ১ম কিস্তি বাবদ টাকা ২০০.০০ লক্ষ, ২৬/০৯/২০০৬ খ্রিঃ তারিখে ২য় কিস্তি বাবদ টাকা ১৫০.০০ লক্ষ, ১২/০৩/২০০৭খ্রিঃ তারিখে ৩য় কিস্তি বাবদ টাকা ৫০.০০ লক্ষ, ০১/১০/২০০৭ খ্রিঃ তারিখে ৪র্থ কিস্তি বাবদ টাকা ১৫০.০০ লক্ষ এবং ২৫/০৩/২০০৮ খ্রিঃ তারিখে ৫ম কিস্তি বাবদ টাকা ৪৪.৮০ লক্ষসহ মোট টাকা ৫৯৪.৮০ লক্ষ প্রকল্পের অনুকূলে ছাড় করা হয়েছে।
- কিন্তু ইইএফ ইউনিট কর্তৃক পরিবেশ আইন অনুযায়ী প্রকল্পের অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্র এবং সার(ব্যবস্থাপনা) আইন,২০০৬ অনুযায়ী সার উৎপাদন, আমদানি, সংরক্ষণ, বিতরণ, বিপণন, পরিবহন বা বিক্রয়ের লক্ষ্যে নিবন্ধন সংগ্রহ ব্যতিরেকে প্রকল্পের অনুকূলে ইইএফ সহায়তার সরকারি অর্থ ছাড় সম্পন্ন করায় গুরুতর অনিয়ম হয়েছে ।
- বাংলাদেশ ব্যাংক ও আইসিবি এর যৌথ কমিটি ২৬/১০/২০০৮ খ্রিঃ তারিখের পরিদর্শন প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রকল্পে চলতি মূলধন খাতে বিনিয়োগ টাকা ৩০১.০৩ লক্ষ কিন্তু ৩১/১২/২০০৮ খ্রিঃ তারিখের ব্যালেন্স সীট অনুযায়ী প্রকল্পটির টাকা ৫৫.৩৬ লক্ষ নিট ক্ষতি হয়েছে এবং চলতি মূলধন খাতে টাকা ১৬৮.৬৪ লক্ষ (সমাপনী মজুদ=১৬৪.৮৫ লক্ষ+ক্যাশ এন্ড ব্যাংক ব্যালেন্স টাকা ৩.৭৯ লক্ষ), পরিচালকদের নিকট হতে ঋণ টাকা ২৫.৪১ লক্ষ অর্থাৎ নিট চলতি মূলধন টাকা (১৬৮.৬৪ লক্ষ-২৫.৪১ লক্ষ)= টাকা ১৪৩.২৩ লক্ষ। মাত্র ২ মাসের ব্যবধানে চলতি মূলধনের এরূপ গরমিল গ্রহণযোগ্য নয় এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত হিসেবে বিবেচ্য। কারণ খাত ওয়ারী বিনিয়োগ পরিকল্পনা অনুমোদিত এবং কোন খাতে অতিরিক্ত বিনিয়োগ হলে তা উদ্যোক্তা কর্তৃক পূরণযোগ্য, অনুমোদিত অন্য খাত হতে সমন্বয়যোগ্য নয়।।
- কিন্তু ২৬/১০/২০০৮ খ্রিঃ তারিখ হতে ১৫/১২/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে অর্থাৎ দীর্ঘ ৬ বছর ২ মাস পর ইইএফ আইসিবি বিভাগ কর্তৃক ১৬/১২/২০১৪ খ্রিঃ তারিখের সরেজমিন পরিদর্শন প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, প্রকল্পটির উৎপাদন বন্ধ রয়েছে। তবে উদ্যোক্তাদের সহযোগী প্রতিষ্ঠান শারীব ট্রেড সংস্থার আমদানিকৃত ভারতের তৈরী মিশ্র সার কারখানায় প্যাকেটজাত করে স্থানীয় বাজারে বিক্রি করা হচ্ছে ।
- সরকারের ৪৯% মালিকানাধীন কোম্পানিতে এ ধরণের বেআইনী কার্যক্রম চালু থাকলেও ইইএফ ইউনিট তথা আইসিবি কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শন প্রতিবেদন অনুযায়ী কোন আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।
- প্রকল্পটির লিয়েন ব্যাংক মাইডাস ফাইন্যান্স ও ইইএফ ইউনিট কর্তৃক প্রকল্পের কার্যক্রম মনিটরিং করা হয়নি। কোম্পানির নামে ক্রয়কৃত জমির মূল দলিলসহ ইইএফ নীতিমালা অনুযায়ী ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন, আয়-ব্যয় বিবরণী, বীমা কভারেজ এবং কোম্পানি আইন অনুযায়ী বার্ষিক নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ও ইইএফ ইউনিট সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়েছে।
- ০৫/০৪/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মঞ্জুরিপত্রের শর্ত অনুযায়ী ইইএফ সহায়তার ৮ বছর পূর্ণ হলেও সুদবিহীন সরকারি অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে উদ্যোক্তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।
- ফলে আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত সরকারি কর্মসূচির উদ্দেশ্য পূরণ হয়নি এবং সুদবিহীন টাকা ৫৯৪.৮০ লক্ষ আদায় অনিশ্চিত।

অনিয়মের কারণ :

- ইইএফ নীতিমালা অনুযায়ী উদ্যোক্তার বিনিয়োগ ইক্যুইটি ৫১% বিনিয়োগ নিশ্চিত না হয়ে এবং কোম্পানির নামে ক্রয়কৃত জমির মূল দলিল ইইএফ ইউনিটের হেফাজতে না নিয়েই অনিয়মিতভাবে ইইএফ সমমূলধন সহায়তা তহবিলের অর্থ ছাড় এবং প্রকল্পটি যথাযথভাবে মনিটরিং না করা এবং সরকারি তহবিলের অর্থ আদায়ে ইইএফ নীতিমালা পরিপালন না করা।

ফলাফল :

- সরকারি আর্থিক ক্ষতি ৫৯৪.৮০ লক্ষ।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- শেয়ার বাইব্যাকের নিমিত্তে নিয়মিতভাবে তাগিদপত্র দেয়া এবং সরাসরি প্রকল্প পরিদর্শনের মাধ্যমে শেয়ার বাই-ব্যাকের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। আরো উল্লেখ্য, আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ইতোমধ্যে দেশের বিশিষ্ট আইনজীবী জনাব ব্যারিষ্টার রফিকুল হক এর মতামত গ্রহণ এবং বাংলাদেশ ব্যাংক এর নিকট হতে পাওয়ার অব এ্যাটর্নী সংগ্রহ করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ ইইএফ নীতিমালা অনুযায়ী মূল দলিলাদি, উদ্যোক্তাদের ১১৭ ফরমসহ শেয়ার সার্টিফিকেট এবং সরকারের প্রাপ্য শেয়ার সার্টিফিকেট সমূহ সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হতে সংগ্রহপূর্বক ইইএফ বিভাগে সংরক্ষণযোগ্য হলেও তা নিশ্চিত করা হয়নি। ০৫/০৪/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মঞ্জুরি পত্রের শর্ত অনুযায়ী ৮ বছর পূর্ণ হলেও সুদবিহীন সরকারি অর্থ নিরীক্ষাকালীন (অক্টোবর/২০১৫) সময় পর্যন্ত আদায় হয়নি। জবাবে শেয়ার বাইব্যাকের নিমিত্তে তাগিদ পত্র দেয়ার কথা বলা হলেও তার স্বপক্ষে কোন প্রমাণক নিরীক্ষায় উপস্থাপন করতে পারেনি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৮/০২/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ .জারি করা হয় এবং ২৫/০৪/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ১৫/০৪/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- ইইএফ নীতিমালা লঙ্ঘন করে উদ্যোক্তার বিনিয়োগ নিশ্চিত না হয়ে অনিয়মিতভাবে ইইএফ এর অর্থ ছাড়করণের জন্য দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করতঃ আপত্তিকৃত অর্থ আদায়পূর্বক প্রমাণকসহ নিরীক্ষা অধিদপ্তরকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ : ১০

শিরোনাম : প্রকল্পের উৎপাদন বন্ধ থাকায় এবং মেয়াদোত্তীর্ণের পরও শেয়ার বাইব্যাক করতে ব্যর্থ হওয়ায় ইইএফ সহায়তার টাকা ১৩২৫.০৭ লক্ষ ক্ষতি।

বিবরণ :

আইসিবি ইক্যুইটি এন্ড এন্ট্রাপ্র্যানারশীপ ফান্ড (ইইএফ) বিভাগের ২০০৯-২০১০ থেকে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের হিসাব ২৬/৭/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ হতে ১২/১১/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে বিশেষ নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, মেসার্স ফ্লেমিংগো এগ্রোটেক লিঃ কে আলু থেকে পাউডার জাতীয় স্টার্চ উৎপাদন ও রপ্তানী করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের ইইএফ ইউনিটের ১২/৪/২০০৫ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং-ইইএফ /৩৮(৮৬)/২০০৫/২৩৮৯ এর মাধ্যমে টাকা ৩৭৮.৯৩ লক্ষ এর সমমূলধনী সহায়তা ৮ বছরের মেয়াদে পরিশোধের শর্তে মঞ্জুর করা হয়। নথির ৭নং পৃষ্ঠা হতে দেখা যায় যে, " আইসিবির পরিদর্শন দল আলোচ্য প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন পরীক্ষামূলক পর্যায়ে রয়েছে" এবং ১২ নং পৃষ্ঠা হতে দেখা যায় যে, "প্রতিষ্ঠানটি বাণিজ্যিক ভাবে উৎপাদনে রয়েছে এবং বিদেশেও রপ্তানী শুরু হচ্ছে" মর্মে উল্লেখ আছে। অথচ এ সম্পর্কিত কোন প্রমাণক পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়নি।

- আইসিবি'র ইইএফ রিকোভারী ডিপার্টমেন্ট এর পরিদর্শন টীম ২৫/১০/২০১৪ খ্রিঃ তারিখের পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে প্রকল্পটি বর্তমানে উৎপাদনে নেই।
- পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন বন্ধ থাকায় প্রমাণিত হয় যে, ইইএফ এর টাকা ছাড় করণের পূর্বের পরিদর্শন প্রতিবেদন সঠিক ও বস্তুনিষ্ঠ ছিলো না।
- আলোচ্য প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন বন্ধ থাকায় ইইএফ এর প্রদত্ত টাকা ৩৭৮.৯৩ লক্ষ সম্পূর্ণ অপচয় হয়েছে।
- ইইএফ সহায়তার প্রথম কিস্তির টাকা বিতরণ করা হয় ১৫/৫/২০০৫ খ্রিঃ তারিখে। উক্ত হিসাব অনুসারে ১৪/৫/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে ৮ বছর পূর্ণ হওয়ায় ইইএফ এর শেয়ার বাইব্যাক করার বিধান থাকলেও উদ্যোক্তা কোন টাকাই পরিশোধ করেনি ফলে সরকারের টাকা ৩৭৮.৯৩ লক্ষ ক্ষতি হয়েছে।

খ) অগ্রণী ব্যাংকের উদ্যোক্তা মেসার্স পটেটো ফ্লাক্স লিঃ বিডিকে পটেটো ফ্লাক্স উৎপাদনের জন্য টাকা ৫৪৬.১৪ লক্ষ এর সমমূলধনী সহায়তা ৮ বছর মেয়াদে পরিশোধের শর্তে বাংলাদেশ ব্যাংকের ইইএফ ইউনিটের ১৬/৪/২০০৩ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং-ইইএফ/৩৬/(০৯)/২০০৩/২১০৫ এর মাধ্যমে মঞ্জুর করা হয় এবং টাকা ৫৪৬.১৪ লক্ষ বিতরণ করা হয়েছে।

- আইসিবি'র ইইএফ রিকোভারী ডিপার্টমেন্ট এর ২০/২/২০১৫ খ্রিঃ তারিখের পরিদর্শন প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, প্রতিষ্ঠানটি ব্যবসার ধরণ পরিবর্তন করে কারখানাটি চালু রেখেছে। অর্থাৎ প্রকল্পটিতে পটেটো ফ্লেক্স তৈরীতে শিল্প কারখানা হিসাবে ইইএফ সহায়তা তহবিল ছাড় করা হলেও ফ্লেক্স উৎপাদন বন্ধ রয়েছে এবং ইউরো পটেটো ফ্লেক্স নামে অন্য একটি কোম্পানি বিস্কুট তৈরী করছে। প্রতিষ্ঠানটির ব্যবসার ধরণ পরিবর্তন করায় যে উদ্দেশ্যে ইইএফ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে সে উদ্দেশ্য ব্যহত হয়েছে।
- মঞ্জুরিকৃত সমমূলধনী সহায়তার প্রথম কিস্তি ১৭/২/২০০৫ খ্রিঃ তারিখে বিতরণ করা হয়। বিতরণের তারিখ হতে ৩১/১০/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে ৮ বছরের অধিক সময় অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও সহায়তার কোন অর্থই উদ্যোক্তা পরিশোধ করেনি। ফলে ইইএফ সহায়তার টাকা ৫৪৬.১৪ লক্ষ আদায় অনিশ্চিত।

গ) একই ব্যাংকের অপর গ্রাহক মেসার্স পাটোয়ারী পটেটো ফ্লাক্স লিঃ কে পটেটো ফ্লাক্স উৎপাদনের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের ইইএফ ইউনিটের ৯/১২/২০০৩ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং-ইইএফ/৩৬/২০০৩/২৫১৮ এর মাধ্যমে সমমূলধনী সহায়তা বাবদ টাকা ৪০০.০০ লক্ষ ৮ বছর মেয়াদে পরিশোধের শর্তে মঞ্জুর করা হয়।

- অগ্রণী ব্যাংক হতে টাকা ৩৩৮৯.০০ লক্ষ ঋণ মঞ্জুর করা হয়। ঋণের টাকা ও উদ্যোক্তার ইক্যুইটি বাবদ টাকা ১১১৬.৯৫ লক্ষ ব্যয় নিশ্চিত হওয়ার পর ইইএফ এর টাকা ছাড়করণের শর্তারোপ করা হয়।
- ৮/৫/২০০৪ খ্রিঃ তারিখের পরিদর্শন প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে আলোচ্য প্রকল্পে গ্রাহকের ইক্যুইটি বাবদ টাকা ১১১৬.৯৫ লক্ষ এর পরিবর্তে টাকা ৯৫৮.৯৪ লক্ষ ব্যয় হয়েছে মর্মে পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ

উদ্যোক্তার ইক্যুটির টাকা বিনিয়োগ নিশ্চিত না করে ১৯/৪/২০০৪ তারিখে ইইএফ সহায়তার টাকা ছাড় করা হয়েছে। যা মঞ্জুরিপত্রের শর্তের পরিপন্থী।

- আলোচ্য প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন কার্যক্রম বন্ধ থাকায় উক্ত অর্থ আদায় অনিশ্চিত।
- উপর্যুক্ত ক, খ ও গ তে বর্ণিত উদ্যোক্তাগণের প্রকল্প বাণিজ্যিক উৎপাদনে না থাকায় ইইএফ সহায়তার টাকা (৩৭৮.৯৩ লক্ষ +৫৪৬.১৪ লক্ষ + ৯৫৮.৯৪ লক্ষ) =সর্বমোট টাকা ১৩২৫.০৭ লক্ষ ক্ষতি সাধিত হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট "৫" এ দেওয়া হলো।
- আলোচ্য উদ্যোক্তাগণকে ইইএফ সহায়তা প্রদানের পর হতে আট বছর অধিক সময় অতিক্রান্ত হলেও শেয়ার বাইব্যাক না করার পরও উদ্যোক্তাগণের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি যা গুরুতর অনিয়ম।

অনিয়মের কারণ :

- ইইএফ নীতিমালা অনুযায়ী উদ্যোক্তার বিনিয়োগ ইক্যুইটি ৫১% বিনিয়োগ নিশ্চিত না হয়ে এবং অসত্য পরিদর্শন প্রতিবেদন এর ভিত্তিতে অনিয়মিতভাবে ইইএফ সমমূলধন সহায়তা তহবিলের অর্থ ছাড় এবং প্রকল্প যথাযথভাবে মনিটরিং না করা এবং সরকারি তহবিলের অর্থ আদায়ে ইইএফ নীতিমালা পরিপালন না করা।

ফলাফল :

- সরকারি আর্থিক ক্ষতি টাকা ১৩২৫.০৭ লক্ষ।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- প্রকল্প তিনটির অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে। পরিদর্শনে প্রকল্পগুলির উৎপাদন বন্ধ ছিল। ছাড়কৃত অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে ইইএফ অনুসৃত বিধানাবলী অনুযায়ী আদায় প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- জবাব সন্তোষজনক নয়। ইইএফ নীতিমালা অনুযায়ী উদ্যোক্তার ইক্যুইটি বিনিয়োগ হওয়ার পর প্রকল্পের জমির দলিল আইসিবি'র নিকট জমা না নিয়ে ইইএফ সহায়ক অর্থ অনিয়মিতভাবে ছাড় করা হয়েছে এবং যথাযথভাবে মনিটরিং না করায় প্রকল্প বিনিয়োগ ফলপ্রসু হয়নি। ফলে সরকারি বিনিয়োগকৃত অর্থ আদায় অনিশ্চিত। ইইএফ সহায়তার টাকা আদায়ের জন্য উদ্যোক্তাগণের বিরুদ্ধে কোন আইনানুগ ব্যবস্থা ও গ্রহণ করা হয়নি। প্রকল্পের উৎপাদন কার্যক্রম না থাকার পরও প্রদত্ত ইইএফ সহায়তার টাকা বাইব্যাকের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে মর্মে জবাবে বলা হলেও তার স্বপক্ষে কোন প্রমাণক নিরীক্ষায় উপস্থাপন করতে পারেনি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৮/০২/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ২৫/০৪/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র হয়। জবাব না পাওয়ায় ১৫/০৪/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- ইইএফ নীতিমালা লঙ্ঘন করে অর্থ ছাড়করণের জন্য দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করতঃ আপত্তিকৃত অর্থ আদায়পূর্বক প্রমাণকসহ নিরীক্ষা অধিদপ্তরকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ : ১১

শিরোনাম : খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য ইইএফ সহায়তা প্রদানের মঞ্জুরি আদেশ প্রদানের দশ বৎসর অতিবাহিত হলেও উৎপাদন কার্যক্রম গ্রহণ না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি টাকা ১৩১৮.৬৩ লক্ষ ।

বিবরণ :

আইসিবি ইক্যুইটি এন্ড এনট্রাপ্র্যানারশীপ ফান্ড (ইইএফ) বিভাগের ২০০৯-২০১০ থেকে ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের হিসাব ২৬/৭/২০১১ খ্রিঃ তারিখ হতে ১২/১১/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে বিশেষ নিরীক্ষাকালে (ক), মেসার্স ইরিনা এগ্রো ফুড প্রসেসিং ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ এর নথি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে,

ক) বাংলাদেশ ব্যাংকের ইইএফ ইউনিটের ২২/১২/২০০৫ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং-ইইএফ/৩৮(৩০৬)/২০০৫/৪৯৬৮ এর মাধ্যমে মেসার্স ইরিনা এগ্রো ফুড প্রসেসিং ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ কে টমেটো, পেস্ট পাইন আপেল, জুস ও ম্যাংগো পাল্প উৎপাদনের জন্য মোট প্রকল্পের ৪৯% বাবদ টাকা ৪২৯.৯৯ লক্ষ আট বছরের মেয়াদে পরিশোধের শর্তে ইইএফ সহায়তা মঞ্জুর করা হয়।

- মঞ্জুরি আদেশের শর্তানুসারে উদ্যোক্তার ৫১% ইক্যুইটির সম্পূর্ণ অংশ ব্যবহার করার পর এক বছরের মধ্যে ইইএফ এর অর্থ প্রাপ্তির জন্য উদ্যোক্তা কর্তৃক আবেদন করতে হবে। কিন্তু উদ্যোক্তা প্রকল্পের নিজস্ব ইক্যুইটির অর্থ এক বছরের মধ্যে ব্যবহার করতে না পারায় ইইএফ নীতিমালা অনুসারে ইইএফ এর মঞ্জুরি আদেশ বাতিলযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও মঞ্জুরি আদেশ বাতিল না করে ৩/১১/২০০৮ খ্রিঃ তারিখ হতে ৩০/৯/২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত টাকা ৪২৯.৯৯ লক্ষ ছাড় করা হয়েছে।
- ইইএফ সহায়তার সর্বশেষ কিস্তির অর্থ ছাড়করণের পরও উদ্যোক্তা কৃষি ভিত্তিক খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যর্থ হয়। এ ক্ষেত্রে উদ্যোক্তাকে যে উদ্দেশ্যে অর্থ দেওয়া হয়েছে সে উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ অর্থ ব্যবহার করা হয় নি।
- প্রকল্প ব্যয় খাতে মেশিনারীজ ও যন্ত্রপাতি (স্থাপনা ব্যয় সহ) খাতে টাকা ৫৪১.১৯ লক্ষ ব্যয়ের বিপরীতে ইইএফ সহায়তা প্রদান করা হয় টাকা ২৬৫.১৮ লক্ষ। অথচ উক্ত খাতে স্থানীয় মেশিনারীজ বাবদ টাকা ৯৩.২০ লক্ষ, বৈদেশিক আমদানীকৃত যন্ত্রপাতি বাবদ টাকা ৩৪.৮৬ লক্ষ সহ মোট টাকা ১২৮.০৬ লক্ষ ব্যয় করা হয়েছে। অবশিষ্ট টাকা (৫৪১.১৯-১২৮.০৬)=টাকা ৪১৩.১৩ লক্ষ এর যন্ত্রপাতি আমদানীর ডকুমেন্ট বা এলসির ডকুমেন্ট পাওয়া যায়নি। উদ্যোক্তার ১৫/৫/২০১৩ খ্রিঃ তারিখের পত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রসেসিং ইউনিট করতে হলে আরো ১০২.০০ লক্ষ টাকার যন্ত্রপাতি ক্রয় করতে হবে, যা করতে না পারলে প্রসেসিং ইউনিট চালু করা সম্ভব নয়।
- ৩০/৮/২০১২ খ্রিঃ ও ৩১/৮/২০১২ খ্রিঃ তারিখের বাংলাদেশ ব্যাংক ও আইসিবি'র যৌথ পরিদর্শন প্রতিবেদনে প্রকল্পটি প্রায় বাস্তবায়ন পর্যায়ে রয়েছে এবং মেশিনারীজ সমূহ স্থাপন করা হয়েছে ও পরীক্ষামূলক উৎপাদন শুরু করা হয়েছে মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে যা মোটেও সঠিক ও বস্তুনিষ্ঠ ছিল না। উদ্যোক্তার পক্ষে পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রদানের মাধ্যমে অর্থ ছাড় করা হয়েছে। যার প্রমাণ উদ্যোক্তার ১৫/৫/২০১৩ খ্রিঃ তারিখের আবেদন পত্রে প্রমাণিত হয়, খাদ্য প্রক্রিয়াজাত ইউনিটটি মোটেও চালুর উপযোগী করা হয়নি।
- প্রকল্পের বাণিজ্যিক উৎপাদন চালু না হওয়া সত্ত্বেও এবং উৎপাদিত পণ্যের মান বাজারজাতকরণের স্ব-পক্ষে বিএসটিআই এর অনুমোদন গ্রহণ ব্যতিরেকে চলতি মূলধন খাতে বরাদ্দকৃত টাকা ৭২.০৫ লক্ষ এর ৪৯% বাবদ টাকা ৩৫.৩০ লক্ষ ছাড় করা গুরুতর অনিয়ম ।
- ২১/৩/২০১৫ খ্রিঃ তারিখের সর্বশেষ পরিদর্শন প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে উদ্যোক্তা বিভিন্ন ধরনের ফল, শাকসবজি ও মাছ সংরক্ষণ করেছে। উদ্যোক্তাকে উক্ত কাজের জন্য টাকা ৪২৯.৯৯ লক্ষ ইইএফ সহায়তা প্রদান করা হয়নি। ফলে প্রমাণিত হয় যে, ইইএফ এর অর্থ মঞ্জুরিপত্রের শর্ত অনুযায়ী ব্যবহার হয়নি।
- উদ্যোক্তা অদ্যাবধি স্বীকৃত সি এ ফার্মের দ্বারা প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয়ের হিসাব আইসিবিতে দাখিল না করা সত্ত্বেও কোন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। এ ছাড়াও প্রতি ত্রৈমাসিক আয় ব্যয়ের উপর নিয়মিত সভাও করা হয়নি।
- ইইএফ সহায়তার প্রথম কিস্তি বিতরণের পর হতে প্রায় ৭ বছর অতিক্রান্ত হলেও বিতরণের ৪র্থ , ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম বছরের ২০% হারে টাকা (৮৫.৯৯+৬৮.৮০+৫৫.০৪+৪৪.০৩) লক্ষ বা টাকা ২৫৩.৮৬ লক্ষ ফেরৎ প্রদানযোগ্য হলেও উদ্যোক্তার নিকট হতে কোন অর্থ আদায়ের জন্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।
- বিধি বর্হিভূতভাবে অর্থ ছাড়ের সাথে জড়িত কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়নি।

- নিরীক্ষাদল কর্তৃক ২২/৮/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে আইসিবি কর্মকর্তাসহ প্রকল্পটি সরেজমিনে পরিদর্শনকালে যন্ত্রপাতি বিহীন প্রসেসিং শেড ফাঁকা পাওয়া যায় (ছবি সংযুক্ত) এবং প্রকল্পের ম্যানেজার কর্তৃক কোল্ড স্টোরেজের বিদ্যুৎ বন্ধ করে নিরীক্ষা দলকে জানায় যে, বিদ্যুৎ বিল বকেয়া থাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন রয়েছে। কিন্তু ১২টি চেম্বারের মধ্যে ৬টি চেম্বার ঠান্ডা অবস্থায় পাওয়া যায় এবং ১টি চেম্বারে প্যাকেটজাত ফলের কার্টুন পরিলক্ষিত হলে ভাড়ায় রাখা হয়েছে বলে ম্যানেজার জানান।
- উদ্যোক্তার ইক্যুইটি এবং ইইএফ এর টাকা ব্যয়ের ক্ষেত্রে ক্যাশ বহি ও ব্যাংক হিসাবের লেনদেনের মাধ্যমে ব্যয় পরিচালনা না করায় আলোচ্য ব্যয় যথাযথ হয়নি।

খ) টেকনিক্যাল এ্যাডভাইজরী কমিটি (টিএসি) ২১/৬/২০০৪ খ্রিঃ তারিখে গ্রীণ গোল্ড এগ্রো প্রডাক্টস লিঃ কে টমেটো, ম্যাংগো পাম্প, শাকসবজি প্রক্রিয়াজাত করণের উৎপাদিত পণ্যের মূল্য অত্যধিক প্রদর্শন করার পরও এবং প্রকল্পের বাণিজ্যিক উৎপাদনসহ বাজার মূল্য বেশী হওয়া সম্পর্কে মন্তব্য থাকার পরও ৩১/৮/২০০৪ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং-ইইএফ/৩৮(১৩২)/২০০৪/১১২৫ এর মাধ্যমে প্রকল্পের মোট ব্যয়ের ৪৯% বাবদ টাকা ৮৮৮.৬৪ লক্ষ ৮ বছর মেয়াদে পরিশোধের শর্তে ইইএফ সহায়তা মঞ্জুর করা হয়।

- গ্রাহক ইইএফ মঞ্জুরি এক বছরের মধ্যে ইইএফ সহায়তার জন্য আবেদন না করায় এবং উদ্যোক্তার নিজস্ব ইক্যুইটি প্রকল্প ব্যয়ের ৫১% অর্থ বিনিয়োগ না করায় ৬/৯/২০০৫ খ্রিঃ তারিখে ইইএফ সহায়তার মঞ্জুরি আদেশ বাতিল করা হয়।
- উদ্যোক্তা একজন ধোকাবাজ স্বভাব চরিত্রের প্রমাণিত হওয়ার পরও এবং প্রকল্পের স্থান বারোবাজার, কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ, হতে গাজীপুর সদরে স্থানান্তর করার বিষয়ে ইইএফ টিএসি এর পূর্বানুমোদন গ্রহণ না করেই বাংলাদেশ ব্যাংকের ইইএফ ইউনিটের ২২/৩/২০১০ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং-ইই এফ/৩৮ (৭৩)/ ২০১০-৩৩৩ এর মাধ্যমে পুনরায় প্রকল্পটিতে ইইএফ সহায়তা বাবদ টাকা ৮৮৮.৬৪ লক্ষ ছাড়করণের আদেশ প্রদান করা হয়, যা মঞ্জুরি আদেশের পরিপন্থী। কারণ প্রকল্পটির কাচাঁমাল গাজীপুর এর পরিবর্তে বারোবাজারে সহজে পাওয়া যায় এবং উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পায়। গাজীপুরে আলোচ্য প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করায় উৎপাদিত পণ্যের ব্যয় বেশী হওয়ায় বাজারে চাহিদা থাকবেনা।
- ইইএফ এর অর্থ উত্তোলনের বিষয়ে কতিপয় ব্যক্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তা একজন অস্বচ্ছ ব্যক্তি যা বাংলাদেশ ব্যাংকের ২৬/২/২০০৬ খ্রিঃ তারিখের পরিদর্শন প্রতিবেদন হতে প্রমাণিত হয়েছে।
- একজন অস্বচ্ছ ব্যক্তির প্রতিষ্ঠান যেখানে উৎপাদিত পণ্যের কাচাঁমাল কম খরচে পাওয়া যায় সেখানে স্থাপন না করার পরও সরকারি অর্থ ছাড় করা গুরুতর অনিয়ম হিসাবে গন্য।
- আইসিবির সর্বশেষ ২৮/১১/২০১৪ খ্রিঃ তারিখের পরিদর্শন প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, পূর্ত কাজ এখনও ১০০% সম্পন্ন হয়নি। তাছাড়া সরেজমিনে পরিদর্শন করে দেখা যায় যে, আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি স্তুপ আকারে রাখা হয়েছে। উৎপাদন প্রক্রিয়া চালু না করায় যন্ত্রপাতির গুণগত মান নষ্ট হচ্ছে।
- প্রকল্পের নামে বিদ্যুৎ সংযোগ এখনো করা হয়নি। ইইএফ এর অর্থ ছাড় করার পর প্রায় তিন বছর অতিবাহিত হলেও উদ্যোক্তা অদ্যাবধি প্রকল্প চালু করেনি।
- মঞ্জুরি আদেশের শর্তানুসারে আমদানীকৃত যন্ত্রপাতি ও স্থানীয় ক্রয়ের ক্ষেত্রে তিনটি প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে কোটেশন ও প্রফরমা ইনভয়েস সংগ্রহ করা হয়নি।
- আমদানি যন্ত্রপাতি বিদেশ হতে আমদানীর সপক্ষে এলসির কপি আইসিবিতে সরবরাহ করা হয়নি।
- আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি এলসির শর্ত মোতাবেক সরবরাহ এবং এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন জরীপ সংস্থা কর্তৃক জরীপ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রতিবেদন দাখিল না করা সত্ত্বেও আমদানীকৃত যন্ত্রপাতির মূল্য বাবদ টাকা ৩০০.০০ লক্ষ ছাড় করা হয়েছে, যা গুরুতর অনিয়ম ।
- প্রকল্প বাণিজ্যিক উৎপাদনে না যাওয়া সত্ত্বেও চলতি মূলধনের টাকা ২৯৩.৯৫ লক্ষ এর ৪৯% বাবদ টাকা ১৪৪.০৩ লক্ষ ছাড় করা হয়েছে, যা আর্থিক শৃঙ্খলার পরিপন্থী ।

- খাদ্য জাতীয় পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে উৎপাদিত পণ্যের মান বিএসটিআই হতে অনুমোদন গ্রহণ না করা ও প্রকল্পটি বাণিজ্যিক উৎপাদনে না যাওয়া স্বত্ত্বেও অর্থ ছাড় করা আর্থিক শৃঙ্খলার পরিপন্থী ।
- আলোচ্য প্রকল্প ২টিতে অর্থছাড়ের পর দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও যে উদ্দেশ্যে ইইএফ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে সে উদ্দেশ্যে বাস্তবায়িত না হওয়ায় অর্থাৎ বেকারদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না হওয়ায় সরকারের টাকা (৪২৯.৯৯+৮৮৮.৬৪) লক্ষ = টাকা ১৩১৮.৬৩ লক্ষ ক্ষতি সাধিত হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট "৬" এ প্রদর্শিত হলো।

অনিয়মের কারণ :

- ইইএফ নীতিমালা ব্যত্যয় করে অসত্য পরিদর্শন প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ইইএফ সহায়তা প্রদান এবং সরকারি তহবিলের অর্থ আদায়ে ব্যর্থতা।

ফলাফল :

- সরকারি আর্থিক ক্ষতি টাকা ১৩১৮.৬৩ লক্ষ।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- প্রকল্পটির উৎপাদন আংশিক চালু রয়েছে। চলতি মূলধনের অভাবে ফুড প্রসেসিং ইউনিট সম্পূর্ণ চালু করা যায়নি। শেয়ার বাইব্যাক করার প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। অপরদিকে গ্রীণ গোল্ড এগ্রো প্রাডাক্টস লিঃ এর বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। নিজস্ব জেনারেটরের মাধ্যমে আংশিকভাবে চালু রাখা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ আলোচ্য প্রকল্প ২টি টমেটো পেষ্ট, ম্যাংগো জুস, পাইন আপেল জুস জাতীয় খাদ্য পণ্য উৎপাদনের জন্য ইইএফ সহায়তা মঞ্জুর ও বিতরণ করা হয়। সরেজমিনে পরিদর্শন করে দেখা যায় যে, প্রকল্প ২টিতে খাদ্য পণ্য উৎপাদন প্রক্রিয়া চালু হয়নি এবং খাদ্য পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাত করণের জন্য বি এস টি আই এর অনুমোদন গ্রহণ করা হয়নি। ইরিনা এগ্রো প্রসেসিং এর যন্ত্রপাতি ক্রয় না করা সত্ত্বেও উদ্যোক্তাগণের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা গুরুতর অনিয়ম হিসাবে গণ্য। এছাড়া জবাবে শেয়ার বাইব্যাক করার প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে মর্মে বলা হলেও সে বিষয়ে কোন দালিলিক প্রমাণ নিরীক্ষায় উপস্থাপন করা হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৮/০২/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ২৫/০৪/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ১৫/০৪/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- অনিয়মিতভাবে ইইএফ এর অর্থ ছাড়করণের জন্য দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করতঃ আপত্তিকৃত অর্থ আদায়পূর্বক প্রমাণকসহ নিরীক্ষা অধিদপ্তরকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ : ১২

শিরোনাম : প্রকল্প ব্যয় অতিমূল্যায়ন, জমির মালিকানা স্বত্ব যাচাই না করে অর্থ ছাড়করণ, উদ্যোক্তা কর্তৃক ইইএফ এর টাকা অন্য প্রকল্পে স্থানান্তর এবং উদ্যোক্তার ইক্যুইটির টাকা সম্পূর্ণ বিনিয়োগ নিশ্চিত না করে অর্থ ছাড় করায় ও প্রকল্প বন্ধ থাকায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি টাকা ৯৬৭.৯৪ লক্ষ।

বিবরণ :

আইসিবি ইক্যুইটি এন্ড এনট্রাপ্র্যানারশীপ ফান্ড (ইইএফ) বিভাগের ২০০৯-২০১০ থেকে ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের হিসাব ২৬/৭/২০১৫ খ্রিঃ হতে ১২/১১/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে বিশেষ নিরীক্ষাকালে মেসার্স গ্রীণটেক গ্রীণ হাউজ বাংলাদেশ লিঃ এর নথি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে,

- মেসার্স গ্রীণটেক গ্রীণ হাউজ কে স্পিরুলিনা জাতীয় খাদ্য উৎপাদনের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের ইইএফ ইউনিটের ১০/১১/২০০৩ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং-ইইএফ/৩৬/২০০৩/২৪৩৫ এর মাধ্যমে ৮ বছর মেয়াদে পরিশোধের শর্তে মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৪৯% বাবদ টাকা ৯৭৭.৯৪ লক্ষ মঞ্জুর করা হয়। উদ্যোক্তার ইক্যুইটির টাকা ১০১৭.৮৫ লক্ষ সম্পূর্ণ অংশ ব্যয় নিশ্চিত না করেই এবং প্রকল্পের ৬৬৫ শতক জমির মালিকানা সত্ত্ব সঠিক আছে কিনা উহা যাচাই না করেই ১৮/৩/২০০৪ খ্রিঃ তারিখে টাকা ৩০০.০০ লক্ষসহ মোট টাকা ৯৭৭.৯৪ লক্ষ ছাড় করা হয়।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগের পরিদর্শন টীম এর ৭/১২/২০০৫ খ্রিঃ ও ৮/১২/২০০৫ খ্রিঃ তারিখের পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রকল্পে উদ্যোক্তার বিনিয়োগের পরিমাণ হিসাবায়িত হয়েছে ১১.১৫ কোটি টাকা (ইইএফ ছাড়কৃত ৯.৬৮ কোটি টাকাসহ) যা মোট প্রাক্কলিত প্রকল্প ব্যয় ১৯.৯৬ কোটি টাকার ৫৫.৮৬% অর্থাৎ উদ্যোক্তার উক্ত প্রকল্পে বিনিয়োগ (১১.১৫-৯.৬৮)= ১.৪৭ কোটি টাকা যা মোট অনুমোদিত ব্যয়ের ৭.৩৬%। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, উদ্যোক্তার ইক্যুইটির টাকা ১০০% ব্যবহার নিশ্চিত না করেই ইইএফ এর অর্থ ছাড় করা হয়েছে, যা ইইএফ নীতিমালার পরিপন্থী।
- অদ্যাবধি উদ্যোক্তার প্রকল্পটি বাণিজ্যিক উৎপাদনে যেতে না পারায় এ পর্যন্ত মাত্র টাকা ১০.০০ লক্ষ আদায় হওয়ায় সরকারের টাকা (৯৭৭.৯৪-১০.০০)লক্ষ = টাকা ৯৬৭.৯৪ লক্ষ অপচয় হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট "৭" এ প্রদর্শিত হলো।
- বাংলাদেশ ব্যাংক ও আইসিবি'এর যৌথ পরিদর্শন কমিটির ২২/০২/২০০৪ খ্রিঃ তারিখের পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে প্রকল্পের মোট ৬.২৭ একর জমি টাকা ১২.২২ লক্ষ ব্যয়ে ২৮/১২/২০০৩ খ্রিঃ তারিখে ক্রয় করা হয়েছে যার হস্তান্তর দলিল নং-২৪৬৬৪ । অথচ উক্ত জমির ক্রয়মূল্য দেখানো হয়েছে টাকা ৬৬৫.০০ লক্ষ। জমির প্রকৃত ক্রয় মূল্য অপেক্ষা টাকা ৬৫২.৭৮ লক্ষ বেশী দেখানো হয়েছে। সরকারি নিয়ম অনুসারে এলাকার সাব রেজিষ্ট্রি অফিস কর্তৃক নির্ধারিত মুল্য অপেক্ষা অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধের কোন সুযোগ নেই। জমির মূল্য অতিমূল্যায়ন করে আলোচ্য উদ্যোক্তা কে আর্থিক সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের ৯/১১/২০০৪ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং-ইইএফ/৩৮(৩৭)/২০০৪/১৫২৬ এর মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে যে, ইইএফ এর ১৮/৩/২০০৪খ্রিঃ তারিখে বিতরণকৃত টাকা ৩০০.০০ লক্ষ এর মধ্যে টাকা ২৭০.০০ লক্ষ জনাব আব্দুল আওয়াল পাটোয়ারী ও জনাব শাহ আলম এর স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে টাকা স্থানান্তর করা হয়েছে। উক্ত পত্রে আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইইএফ এর টাকা ৩০০.০০ লক্ষ এর মধ্যে ২৭০.০০ লক্ষ ইইএফ প্রকল্পে ব্যবহার না করে অন্যত্র সরিয়ে নেয়া হয়েছে।
- উদ্যোক্তাগণ সরকারি তহবিলের অর্থ আত্মসাৎ/অপব্যবহার করা সত্ত্বেও বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক দায়সারা পরিদর্শন প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ১০/৬/২০০৪ খ্রিঃ তারিখে টাকা ৪৫০.০০ লক্ষ, ৪/৯/২০০৪ খ্রিঃ তারিখে টাকা ১৭৫.০০ লক্ষ ও ২০/৭/২০০৫ খ্রিঃ তারিখে টাকা ৪৩.০০ লক্ষ ছাড় করা আর্থিক শৃঙ্খলার পরিপন্থী।
- সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের অপর একটি প্রতিষ্ঠান পাটোয়ারী পটেটো ফ্লাক্স লিঃ কে ১৬/৪/২০০৪ খ্রিঃ তারিখে ৪০০.০০ লক্ষ পটেটো চিপস উৎপাদনের জন্য ইইএফ সহায়তা প্রদান করা হয়। একই ব্যক্তির মালিকানাধীন ২টি প্রতিষ্ঠানকে সহয়তা প্রদান করা ইইএফ নীতিমালার পরিপন্থী ও গুরুতর আর্থিক অনিয়ম ।

- সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তার ২টি প্রতিষ্ঠান এখনো বাণিজ্যিক উৎপাদনে যেতে পারেনি। আলোচ্য প্রতিষ্ঠানটি বাণিজ্যিক উৎপাদনে যাওয়ার আগেই চলতি মূলধন খাতে বরাদ্দকৃত টাকা ৫৫.০০ লক্ষ বিতরণ করা হয়েছে। ফলে উক্ত অর্থ সঠিক খাতে ব্যবহার হয়নি।
- প্রকল্পের নামে নামজারীকৃত ৬.৯৩ একর জমির মূল দলিল মূল্যায়নকারী ব্যাংক সোস্যাল ইনভেষ্টমেন্ট ব্যাংক লিঃ অদ্যাবধি আইসিবি ইইএফ এর নিকট হস্তান্তর করেনি।বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রকল্পের নামে রেজিষ্ট্রিকৃত ৬.২৭ একর জমির মূল দলিল সংরক্ষণ না করে অর্থ বিতরণ করা গুরুতর অনিয়ম হিসেবে গণ্য।
- বিধি বর্হির্ভূতভাবে ইইএফ এর মঞ্জুরিকৃত অর্থ ছাড় করার সাথে জড়িত কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ না করা ব্যাংকের চাকরি বিধিমালার পরিপন্থী ।
- আইসিবি কর্তৃক ২/১১/২০১৪ খ্রিঃ তারিখের পরিদর্শন প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, প্রকল্পের জমিতে নির্মিত গ্রীণ হাউজের শেড ভঙ্গুর অবস্থায় রয়েছে এবং উৎপাদন বন্ধ রয়েছে।
- উদ্যোক্তাগণ ইইএফ সহায়তার অর্থ অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ায় ও প্রকল্পটি বন্ধ থাকায় প্রমাণিত হয় যে বিতরণকৃত ইইএফ এর অর্থ সম্পূর্ণ অপচয় হয়েছে এবং সরকারের আসল উদ্দেশ্য ব্যহত হয়েছে ।
- আলোচ্য প্রকল্পে ইইএফ সহায়তা প্রদানের পর হতে প্রায় ১০ বছর অতিক্রম হলেও প্রকল্পের জমি, ভবন ও যন্ত্রপাতির বাজার মূল্য নিরূপন করে শেয়ার বাইব্যাক করার জন্য কোন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

অনিয়মের কারণ :

- প্রকল্পের জন্য ক্রয়কৃত জমির মূল দলিল মূল্য অপেক্ষা অতিরিক্ত প্রদর্শন, জমির দলিল বাংলাদেশ ব্যাংক তথা আইসিবি' এর হেফাজতে না নেয়া, ইইএফ সহায়তার ছাড়কৃত অর্থ অন্য প্রতিষ্ঠানে স্থানান্তর পূর্বক ইইএফ নীতিমালা লঙ্ঘন করা হয়েছে এবং সরকারি তহবিলের অর্থ আদায়ে ব্যর্থতা।

ফলাফল :

- সরকারের আর্থিক ক্ষতি টাকা ৯৬৭.৯৪ লক্ষ।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিঃ কর্তৃক মুল্যায়িত গ্রীন হাউজ বাংলাদেশ নামীয় ৬.২৫ একর জমির উপর স্থাপিত প্রকল্পের অনুকূলে টাকা ৯৭৭.৯৪ লক্ষ বিতরণ করা হয়। ইইএফ নীতিমালা অনুসরনপূর্বক অর্থ ছাড় করা হয়। অর্থ ফেরৎ প্রদানের জন্য পরপর তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়েছে। এ পর্যন্ত মাত্র টাকা ১০.০০ লক্ষ আদায় হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ জমির মূল্য অতিমূল্যায়ন করার বিষয়ে কোন মন্তব্য প্রদান করা হয়নি। এছাড়া উদ্যোক্তা তার স্বার্থে প্রতিষ্ঠানের টাকা অন্যত্র স্থানান্তর করায় বিষয়টি প্রমাণিত হওয়ার পরও অবশিষ্ট টাকা ছাড়করণ, মূল দলিল সংরক্ষণ না করা এবং প্রকল্প বন্ধ থাকায় ও দীর্ঘ ১১ বছর উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও উদ্যোক্তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ না করা গুরুতর অনিয়ম ও আর্থিক শৃঙ্খলার পরিপন্থী হিসাবে গণ্য।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৮/০২/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ২৫/০৪/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ১৫/০৪/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- ইইএফ নীতিমালা লঙ্ঘন করে অনিয়মিতভাবে ইইএফ সহায়তার অর্থ ছাড় করার জন্য দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করতঃ আপত্তিকৃত অর্থ আদায়পূর্বক প্রমাণকসহ নিরীক্ষা অধিদপ্তরকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ : ১৩

শিরোনাম : প্রকল্পের জমি অতিমূল্যায়ন করে এবং প্রকল্পের নামে ব্যাংকের ঋণ থাকা সত্ত্বেও ইইএফ সহায়তা মঞ্জুর এবং মূল দলিল সংরক্ষণ না করা ও ইইএফ এর শেয়ার বাইব্যাক না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি টাকা ৯৭৬.০৮ লক্ষ।

বিবরণ :

আইসিবি ইক্যুইটি এন্ড এনট্রাপ্র্যানারশীপ ফান্ড (ইইএফ) বিভাগের ২০০৯-২০১০ থেকে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের হিসাব ২৬/৭/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ হতে ১২/১১/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে বিশেষ নিরীক্ষাকালে মেসার্স সূর্যনগর ফিশারীজ এন্ড এগ্রো কমপ্লেক্স লিঃ ও সূর্যভিটা এগ্রো কমপ্লেক্স লিঃ এর নথি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে,

- সূর্যনগর ফিশারীজ লিঃ কে বাংলাদেশ ব্যাংকের ইইএফ ইউনিটের ৩১/৫/২০০৪ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং- ইইইএফ/৩৮ (৯৬)/ ২০০৪/৫৮৩ অনুসারে হ্যাচারী, মৎস্য ও পোলট্রি ফিড উৎপাদনের জন্য মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৪৯% বাবদ টাকা ৭০৬.০৮ লক্ষ ৮ বছর মেয়াদের মধ্যে সম্পূর্ণ অর্থ বাইব্যাক করার শর্তে ইইএফ সহায়তা মঞ্জুর করা হয়। ইইএফ সহায়তার প্রথম কিস্তি বাবদ টাকা ৩৫০.০০ লক্ষ ১১/১/২০০৫ খ্রিঃ তারিখে বিতরণ করা হয়। প্রথম কিস্তির টাকা বিতরণের আট বছরের মধ্যে ইইএফ সহায়তার প্রকল্পের বর্তমান মূল্য বিবেচনা করে অথবা বিতরণকৃত টাকা ৭০৬.০৮ লক্ষ এর মধ্যে যা বেশী তাই পরিশোধের নিয়ম। কিন্তু ১০/৭/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে ১০ বছর ৬ মাস পূর্ণ হলেও উদ্যোক্তা অদ্যাবধি ইইএফ সহায়তার কোন টাকাই বাই ব্যাক করেনি। ফলে সরকারের টাকা ৭০৬.০৮ লক্ষ আদায় অনিশ্চিত।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের ৩০/১০/২০০৫ খ্রিঃ তারিখের পরিদর্শন প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, জমির দলিলে ৫৬.০২ একর জমির মূল্য টাকা (৩৮.২২+১.০১) = টাকা ৩৯.২৩ লক্ষ উল্লেখ করে কোম্পানির নামে রেজিষ্ট্রি করা হয়েছে। উক্ত পরিদর্শন প্রতিবেদন অনুযায়ী ভূমি উন্নয়ন ব্যয় টাকা ৭.৩৫ লক্ষ উল্লেখ করা হয়েছে। ফলে মোট ভূমি ক্রয় ও ভূমি উন্নয়ন বাবদ ব্যয় হয়েছে টাকা ৪৬.৬৮ লক্ষ।
- অথচ জমি ক্রয় ও উন্নয়ন বাবদ প্রকল্প ব্যয় টাকা ৪৩২.২৮ লক্ষ মঞ্জুর করা হয়। ৫৬.০২ একর জমির দলিল মূল্য অপেক্ষা ১০.৮৩ গুণ অতিমূল্যায়ন করে প্রকল্পের ভূমি ২০০৪ সালে ক্রয় করা হয়। যেহেতু ইইএফ সহায়তা জমি ক্রয়ের জন্য প্রদান করা হয় সেহেতু উক্ত এলাকার সাব রেজিষ্ট্রি অফিস হতে জমির গড় মূল্যের বেশী প্রদানযোগ্য নয়। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে উক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়নি।
- নথি পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে, বাংলাদেশ ব্যাংক হতে সংগৃহীত ৫/১/২০০৫ খ্রিঃ তারিখের সিআইবি রিপোর্টে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নামে মূল্যায়নকারী ব্যাংক ওরিয়েন্টাল ব্যাংক হতে ৩০/১১/২০০৪ খ্রিঃ তারিখে টাকা ২৪০.০০ লক্ষ ঋণ প্রদান করা হয়েছে। ইইএফ সহায়তা বিতরণকালে উক্ত প্রতিষ্ঠানের নামে ঋণ থাকায় ইইএফ এর অর্থ প্রকল্পের (মোট ব্যয়ের ৪৯%) বিতরণযোগ্য নয়। এক্ষেত্রে ইইএফ এর নীতিমালা অনুসারে প্রকল্পের নামে ব্যাংক ঋণ থাকলে ৩৩.৩৩% হিসাবে ইইএফ সহায়তা প্রদান যোগ্য এ ক্ষেত্রে ইইএফ নীতিমালা ভঙ্গ করা হয়েছে।
- সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ইইএফ সহায়তার নথি পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে, ৫৬.০২ একর জমির মূল দলিল ওরিয়েন্টাল ব্যাংকে বা আইসিবি ইইএফ ইউনিটে সংরক্ষণ করা হয়নি। মূল দলিল আইসিবি ইইএফ ইউনিটে সংরক্ষিত না থাকায় উক্ত দলিল বন্ধক রেখে অন্য ব্যাংক হতে ঋণ গ্রহণের জন্য উদ্যোক্তাকে সুযোগ প্রদান করা হয়েছে, যা ইইএফ নীতিমালার পরিপন্থী।
- ২০০৭ সালের সিএ ফার্মের নিরীক্ষা প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে , প্রতিষ্ঠানটি লাভজনক অবস্থায় রয়েছে। অর্থাৎ টাকা ১৮.১০ লক্ষ লাভ হয়েছে। অথচ ইইএফ সহায়তা প্রদানের পর হতে দীর্ঘ ১০ বছর উত্তীর্ণ হলেও লভ্যাংশহসহ শেয়ার বাইব্যাক করার জন্য উদ্যোক্তার বিরুদ্ধে কোন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।
- ২০০৮ সাল হতে ২০১৫ সাল পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানের আয় ব্যয়ের হিসাব আইসিবিতে দাখিলের জন্য কোন আইনানুগ ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়নি ও প্রতি ত্রৈমাসিক সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

খ) অপর প্রতিষ্ঠান সূর্যভিটা এগ্রো কমপ্লেক্স লিঃ কে মাছের পোনা উৎপাদন, মাছ চাষ ও মাছের ফিড উৎপাদনের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের ইইএফ ইউনিটের ২৮/৬/২০০৪ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং-ইইএফ/৩৮/(১১৫)/২০০৪/৭৫১ এর মাধ্যমে ৮ বছর মেয়াদে প্রকল্পের বাজার মূল্য অথবা মূল ইইএফ সহায়তার অর্থের যেটি বেশী তা পরিশোধের শর্তে মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৪৯% বাবদ ৩২০.৩৩ লক্ষ ইইএফ সহায়তা মঞ্জুর করা হয়। ইইএফ সহায়তার প্রথম কিস্তির টাকা ১৮/৮/২০০৪ খ্রিঃ তারিখে বিতরণ করা হয়। নিরীক্ষাকালীন অর্থাৎ ১৮/৮/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ১১ বছর অতিক্রান্ত হলেও লভ্যাংশসহ ইইএফ সহায়তার কোন টাকাই উদ্যোক্তা পরিশোধ করেনি। ফলে ইইএফ সহায়তার বিতরণকৃত ২৭০.০০ লক্ষ টাকা ক্ষতির আশংকা রয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট ০৮ এ দেয়া হলো।

- প্রকল্পের মোট ব্যয় ছিলো ৬৫৩.৩৩ লক্ষ, তার মধ্যে ২০.০০ একর জমির ক্রয় মূল্য ধরা হয় টাকা ১৮০.০০ লক্ষ। উক্ত জমি ৮/৬/২০০৪ খ্রিঃ তারিখে টাকা ৩৭.৬২ লক্ষ ব্যয়ে ক্রয় করা হয় (দলিল মূল্য অনুযায়ী)। অথচ উক্ত জমির ক্রয় মূল্য বাবদ টাকা ১৮০.০০ লক্ষ ব্যয় অনুমোদন করায় এ ক্ষেত্রে ৪.৭৩ গুণ অতিমূল্যায়ন করা হয়েছে। ইইএফ তহবিল হতে জমি ক্রয়ের মূল্যের ৪৯% প্রদান করা হয়। ফলে প্রকল্প এলাকায় অবস্থিত সাব রেজিষ্ট্রি অফিসের (ইইএফ মঞ্জুরীর সময়ে) জমি বিক্রয়ের গড় মূল্যের বেশী মূল্য পরিশোধ গ্রহণযোগ্য নয়। আলোচ্য ক্ষেত্রে দলিলে উল্লিখিত মূল্য অপেক্ষা অতিমূল্যায়ন সরকারি নীতিমালার পরিপন্থী ।
- মঞ্জুরিপত্রের শর্তানুযায়ী ২০.০০ একর জমির পরিবর্তে ১৬.১২ একর জমির মিউটেশন করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ৩.৭৮ একর জমির মিউটেশন না করেই জমি ক্রয় বাবদ টাকা ১৮০.০০ লক্ষ প্রদান করা গুরুতর আর্থিক অনিয়ম।
- ক্রয়কৃত জমির মূল দলিল আইসিবি ইইএফ ইউনিটের নিকট সংরক্ষণ না করায় উদ্যোক্তাকে অন্য ব্যাংক হতে ঋণ সুবিধা গ্রহণের সুযোগ প্রদান করা হয়েছে।
- প্রকল্পের জমির দলিল মূল্য ছিল টাকা ৩৭.৬২ লক্ষ। উক্ত জমির মূল্য দলিলে রেজিষ্ট্রেশন ব্যয় উল্লেখ রয়েছে ৯৫,২৫০/- টাকা । কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে টাকা ১৭.৫৪ লক্ষ ব্যয় নির্ধারন করা হয়েছে। উক্ত ব্যয়ের ৪৯% হিসেবে টাকা (৮.৩৮ - ০.৪৭) = টাকা ৭.৯১ লক্ষ অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে। ক্রয়কৃত জমির মালিকানা সঠিক আছে কিনা তা অদ্যাবধি ভূমি অফিস ও সাব রেজিষ্ট্রি অফিস হতে যাচাই করা হয়নি।
- আলোচ্য অনিয়মের সাথে জড়িত পরিদর্শন কর্মকর্তা, অর্থ ছাড়ের সাথে জড়িত কর্মকর্তা ও আইসিবি এর ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্টের কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে অদ্যাবধি আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।
- ২৫টি পুকর খননের জন্য অর্থ পরিশোধ করা হলেও পরিদর্শন প্রতিবেদন অনুযায়ী ২২টি পুকুর খনন করা হয়েছে।
- মেশিনারী ক্রয় বাবদ বরাদ্দ ছিল টাকা ১৬০.৪৬ লক্ষ অথচ এলসির মাধ্যমে মেশিনারী আনা হয়েছে সকল খরচ সহ ৬০.৬১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে। এ ক্ষেত্রে ৯৯.৮৫ লক্ষ টাকার মেশিনারীজ ক্রয়ের প্রমাণক প্রদান না করেই সম্পূর্ণ অর্থাৎ ১৬০.৪৬ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। অবিতরণকৃত টাকা ৫০.৩০ লক্ষ বাদে টাকা ৫০.১৬ লক্ষ অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে।
- প্রকল্পের জমি ক্রয় করা হয়েছে ৬/৬/২০০৪ খ্রিঃ তারিখে। জমি ক্রয়ের সাথে সাথে জমির ২২টি পুকুর, স্থাপনা, ভূমি উন্নয়ন, মাছের পোনা ও নলকূপ বসানো প্রভৃতি খরচ বাবদ টাকা ৩.৩৩ কোটি টাকা ব্যয় সম্পাদন হওয়ার বিষয় ১/৮/২০০৪ খ্রিঃ তারিখের বাংলাদেশ ব্যাংক ও আইসিবি'র পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যা বস্তুনিষ্ঠ ছিল না। কারণ বর্ষা মৌসুমে পুকুর খনন সহ ভূমির উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব নয়।
- প্রকল্পের ২৪/৭/২০০৫ খ্রিঃ তারিখের পরিদর্শন প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, আলোচ্য প্রকল্পের হ্যাচারী ইউনিটের ও ফিড মিলের কাজ অসম্পূর্ণ থাকার বিষয় উল্লেখ রয়েছে এবং আইসিবি'র ১/১১/২০১৪ খ্রিঃ তারিখের পরিদর্শন প্রতিবেদনেও উক্ত ইউনিট বন্ধ থাকায় প্রমাণিত হয় যে, উদ্যোক্তা উক্ত খাতে অর্থ বিনিয়োগ করেনি।
- সংশ্লিষ্ট কোম্পানির আয় ব্যয় ও লাভ ক্ষতির হিসাব সি এ ফার্ম কর্তৃক প্রণীত নিরীক্ষা প্রতিবেদন আইসিবির নিকট দাখিলের শর্ত থাকলেও ২০০৬ সাল হতে অধ্যাবধি কোন নিরীক্ষা প্রতিবেদন দাখিল না করার পরও উদ্যোক্তাগণের বিরুদ্ধে কোন প্রকার আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।
- কোম্পানির পরিচালকগণ পরিবর্তন করা হলেও আইসিবির অনুমোদন না নেওয়া সত্ত্বেও কোম্পানির বিরুদ্ধে কোন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। যা ইইএফ নীতিমালার পরিপন্থী হিসেবে গণ্য।
- প্রতিষ্ঠানটিতে বাণিজ্যিকভাবে মাছ চাষ করা হলেও উহার লভ্যাংশ প্রদান না করায় সরকার আয় হতে বঞ্চিত হয়েছে। ২টি প্রকল্পের বিপরীতে টাকা (৭০৬.০৮+২৭০.০০)= টাকা ৯৭৬.০৮ লক্ষ অনাদায় রয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট নং-০৮ এ দেয়া হলো।
- ইইএফ নীতিমালা অনুসারে ৮ম বৎসর উত্তীর্ণ হওয়ার পর মান সম্পন্ন সিএ ফার্ম দ্বারা কোম্পানির প্রকল্পের বর্তমান বাজার মূল্য নিরুপণ পূর্বক বিতরণকৃত টাকা ও প্রকল্পের বাজার মূল্যের মধ্যে যা বেশি তা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় উক্ত টাকা ক্ষতিতে পরিণত হয়েছে।

অনিয়মের কারণ :

- প্রকল্পের জমির অতিমূল্যায়ন পূর্বক জমির মূল দলিল গ্রহণ ব্যতিরেকেই ইইএফ সহায়তা তহবিলের অর্থ ছাড়।
- প্রকল্প মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান ওরিয়েন্টাল ব্যাংকের নিকট থেকে প্রকল্পের বিপরীতে ঋণগ্রহণ করা সত্ত্বেও তা বিবেচনায় না নিয়ে ইইএফ সহায়তা তহবিলের অর্থ ছাড়।
- ইইএফ নীতিমালা অনুযায়ী ইইএফ সহায়তা তহবিলের ১ম কিস্তি ছাড়ের পর থেকে শেয়ার বাইব্যাকের নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও লভ্যাংশসহ শেয়ার বাইব্যাক করা হয়নি।

ফলাফল :

- সরকারের আর্থিক ক্ষতি টাকা ৯৭৬.০৮ লক্ষ।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- প্রকল্প ২টি টিএসি কর্তৃক মঞ্জুরির প্রেক্ষিতে মঞ্জুরি পরবর্তী প্রকল্পে উদ্যোক্তার বিনিয়োগ বাংলাদেশ ব্যাংক আইসিবি এবং কৃষি গবেষণার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণের পরিদর্শনের ভিত্তিতে অর্থ ছাড় করা হয়। প্রকল্প ২টি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। আদায়ের প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে। টাকা আদায়ে ব্যর্থ হলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ প্রকল্পে জমির মূল্য অতিমূল্যায়ন, ব্যাংক হতে ঋণ গ্রহণ সত্ত্বেও মোট প্রকল্প ব্যায়ের ৪৯% ইইএফ সহায়তা প্রদান এবং প্রকল্পের নামে রেজিষ্ট্রিকৃত মূল দলিল আইসিবিতে সংরক্ষণ না করায় অনিয়মের বিষয়ে জবাবে উল্লেখ করা হয়নি। অপরদিকে ইইএফ সহায়তার প্রথম কিস্তি বিতরণের পর হতে প্রায় ১১ বছর অতিবাহিত হলেও লভ্যাংশসহ আসল টাকা আদায়ের বিষয়ে কোন কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় আর্থিক ক্ষতি।

- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৮/০২/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ২৫/০৪/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ১৫/০৪/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করতঃ আপত্তিকৃত অর্থ আদায়পূর্বক প্রমাণকসহ নিরীক্ষা অধিদপ্তরকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ : ১৪

শিরোনাম : সরকারি তহবিলের অর্থ ছাড় পরবর্তী শেয়ার বাই-ব্যাক ব্যর্থতায় সুদবিহীন টাকা ৪৪২.২১ লক্ষসহ লভ্যাংশ আদায় অনিশ্চিত হওয়ায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

আইসিবি ইক্যুইটি এন্ড এনট্রাপ্র্যানারশীপ ফান্ড (ইইএফ) বিভাগের ২০০৯-২০১০ থেকে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের হিসাব ২৬/৭/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ হতে ১২/১১/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে বিশেষ নিরীক্ষাকালে ছোয়া এগ্রো প্রোডাক্টস লিঃ এর নথিপত্রাদি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- বাংলাদেশ ব্যাংকের ইইএফ ইউনিট এর ১৮/০৬/২০০৫ খ্রিঃ তারিখের মঞ্জুরি পত্র নং-ইইএফ/ ৩৮ (২৯৩)/২০০৫-৩২৬৭ এর মাধ্যমে ছোয়া এগ্রো প্রোডাক্টস লিঃ, দস্যুনারায়ণপুর, ভাওয়াল, কাপাসিয়া, গাজীপুরে আধুনিক পদ্ধতিতে ফিড মিল, পোলট্রি ও ফিস ফার্মের জন্য ভেজিটেবল প্রোটিন উৎপাদনের লক্ষ্যে প্রকল্পের অনুকূলে টাকা ৪৮৫.৯৩ লক্ষ(৪৯%) ইইএফ সহায়তা মঞ্জুর করা হয়। কিন্তু প্রকল্প স্থাপনে পরিবেশগত ছাড়পত্রের আবশ্যকতা থাকলেও এ বিষয়টি পরিহার করার কারণ নিরীক্ষায় স্পষ্ট হয়নি।
- মূল্যায়িত প্রকল্প প্রতিবেদন অনুযায়ী ১০০% উৎপাদন ক্ষমতায় প্রকল্পের বার্ষিক উৎপাদন ২৪,০০০ মেঃ টন। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে দেশের জিডিপিতে বছরে ৬০৩.৫৫ লক্ষ টাকার অবদান রাখবে এবং সরাসরি ৫৪ জন লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। কিন্তু দীর্ঘদিন সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি ইইএফ কর্তৃক সংগ্রহ না করায় বাস্তব অবস্থা নিরীক্ষায় জানা যায়নি।
- শর্তানুযায়ী মোট প্রকল্প ব্যয় টাকা ৯৯১.৭০ লক্ষ এর মধ্যে উদ্যোক্তার ৫১% ইক্যুইটি বাবদ টাকা ৫০৫.৭৭ লক্ষ সম্পূর্ণ অংশ প্রকল্পে বিনিয়োগ হওয়া সাপেক্ষে প্রকল্পের অনুকূলে ইইএফ সহায়তার অংশ ছাড়যোগ্য। তাছাড়া প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত ২.৮০ একর জমি প্রকল্পের নামে রেজিস্ট্রেশন ও নামজারী এবং মঞ্জুরির তারিখ হতে ৯ মাসের মধ্যে উদ্যোক্তার ইক্যুইটির সম্পূর্ণ অংশ প্রকল্পে বিনিয়োগসহ অন্যান্য শর্তাদি পরিপালনপূর্বক ইইএফ সহায়তার জন্য আবেদন করা না হলে জারীকৃত মঞ্জুরি পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।
- কিন্তু প্রকল্প মঞ্জুর পরবর্তী প্রায় ২ বছরের বেশি সময় উদ্যোক্তা কর্তৃক ইক্যুইটি বাবদ টাকা ৫০৫.৭৭ লক্ষ বিনিয়োগে ব্যর্থ হয়। ইইএফ কর্তৃপক্ষ মঞ্জুরি পত্র বাতিল না করে ০৭/০৫/২০০৭ খ্রিঃ তারিখের আইসিবির বিশেষজ্ঞ টীম এর পরিদর্শন প্রতিবেদন মোতাবেক উদ্যোক্তার অংশের টাকা ১৭৯.২৩ লক্ষ ঘাটতি বিনিয়োগ থাকায় উদ্যোক্তা ও প্রকল্প মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান পিপলস লিজিং এন্ড ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিঃ(পিএলএফএস) এর আবেদনের প্রেক্ষিতে ইইএফ মঞ্জুরি বোর্ডের অনুমোদন ব্যতিরেকে প্রকল্প Down size করা হয়।
- পুনঃনির্ধারিত মোট প্রকল্প ব্যয় টাকা ৬৪০.২৭ লক্ষ। যার মধ্যে উদ্যোক্তার অংশ টাকা ৩২৬.৫৪ লক্ষ ও ইইএফ সহায়তা টাকা ৩১৩.৭৩ লক্ষ। প্রকল্পের অনুমোদিত ইউরোপিয়ান মেশিনারীজ এর পরিবর্তে অর্ধেক উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন চাইনীজ মেশিনারীজ আমদানি এবং চলতি মূলধন খাতে উল্লেখযোগ্য ব্যয় হ্রাস করা হয়।
- কিন্তু প্রকল্পে ব্যবহারযোগ্য কাঁচামাল ক্রয়ে পর্যাপ্ত চলতি মূলধনের প্রয়োজনীয়তা বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক বিবেচনা করা হয়নি। ফলে হ্রাসকৃত ইইএফ সহায়তার ৩য় কিস্তি পর্যন্ত টাকা ২,৭২,২১,৪৬৮ ছাড় পরবর্তী উদ্যোক্তা ও প্রকল্প মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান (পিএলএফএস) কর্তৃক প্রকল্পে কাঁচামাল ক্রয় বাবদ প্রতিমাসে টাকা ৪.৯৩ কোটি চলতি মূলধনের আবশ্যকতা থাকায় বাণিজ্যিক ব্যাংক হতে ঋণ গ্রহণের জন্য ইইএফ কর্তৃপক্ষের নিকট অনাপত্তি প্রদানের অনুরোধ করে।
- প্রকল্পের পূর্ণাংগ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের ইইএফ ইউনিট কর্তৃক Down size রোধ করে প্রকল্প ব্যয় পূর্বাবস্থায় অর্থাৎ টাকা ৯৯১.৭০ লক্ষ নির্ধারণ করা হয়। ইইএফ সহায়তার টাকা ৪৮৫.৯৩ লক্ষ এর মধ্যে ৩০/১২/২০০৭ খ্রিঃ হতে ০৫/০১/২০১০ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত প্রকল্পের অনুকূলে ৬ কিস্তিতে সর্বমোট টাকা ৪৪২.২১ লক্ষ ছাড় করা হয়।
- কিন্তু অর্থছাড় পরবর্তী সেপ্টেম্বর/২০১৫ পর্যন্ত সময়ে বিনিয়োগ চুক্তিপত্রের শর্তসমূহ পরিপালনের প্রমাণক নথিতে পাওয়া যায়নি। যেমন-প্রতি তিন মাসে একটি বোর্ড মিটিং এর কার্যবিবরণী, অগ্রগতি ও আয়-ব্যয়ের প্রতিবেদন, প্রকল্পের যন্ত্রপাতি ও স্থায়ী সম্পদের বীমার ডকুমেন্ট এবং কোম্পানী আইন অনুযায়ী সিএ ফার্ম কর্তৃক নিরীক্ষিত বার্ষিক আর্থিক বিবরণী কখনই ইইএফ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংগ্রহ করা হয়নি। যা গুরুতর অনিয়ম।
- আইসিবি ইইএফ রিকভারী ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক ১৬/০৫/২০১৫ খ্রিঃ তারিখের পরিদর্শন প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, প্রকল্পটি বাণিজ্যিক উৎপাদনে রয়েছে এবং এটি একটি সফল প্রকল্প। কিন্তু ইইএফ নীতিমালা অনুযায়ী প্রকল্প হতে অদ্যাবধি লভ্যাংশ আদায় হয়নি।

৭—

- প্রকল্পের জমির মূল দলিল ইইএফ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংগ্রহ করা হয়নি। ইইএফ নীতিমালা অনুযায়ী সুদবিহীন সরকারি অর্থ আদায় নিশ্চিত হয়নি। ফলে প্রকল্প চালু থাকলেও শেয়ার বাই-ব্যাক ব্যর্থতায় সুদবিহীন টাকা ৪৪২.২১ লক্ষসহ লভ্যাংশ আদায় অনিশ্চিত।

অনিয়মের কারণ :

- ইইএফ নীতিমালা অনুযায়ী প্রকল্পের ভূমি প্রকল্পের নামে রেজিস্ট্রেশন ব্যতিরেকেই ইইএফ এর অর্থ ছাড়, ইইএফ রিকোভারী ডিপার্টমেন্টের পরিদর্শন প্রতিবেদনে প্রকল্পটি একটি সফল ও লাভজনকব প্রকল্প হিসাবে মূল্যায়ন করার পরও লভ্যাংশসহ শেয়ার বাইব্যাক এর মাধ্যমে সরকারি অর্থ আদায় না করা।

ফলাফল :

- সরকারের আর্থিক ক্ষতি টাকা ৪৪২.২১ লক্ষ।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ০৫/১০/২০১০ খ্রিঃ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটের মাধ্যমে ২০১০ সালের ৫০নং আইনের ৬নং অনুচ্ছেদের ১২(১)নং উপ-অনুচ্ছেদের আলোকে পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন বা প্রকল্প গ্রহণ করা যাবে না মর্মে নির্দেশনা প্রকাশ করে।
- শেয়ারের ব্রেক আপ ভ্যালু নির্ণয়, ২৯/১২/২০১৫ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে শেয়ার বাই-ব্যাককরণ, প্রকল্পের ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন, বছরান্তে কোম্পানির নিরীক্ষিত স্থিতিপত্র ও লাভ-ক্ষতি হিসাব ইইএফ রিকভারি ডিপার্টমেন্ট, আইসিবিতে জরুরী ভিত্তিতে প্রেরণের জন্য গত ১৩/০৫/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর ধারা ১২ অনুযায়ী পরিবেশ ছাড়পত্র ব্যতিরেকে কোন এলাকায় কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন বা প্রকল্প গ্রহণ করা যাবে না।
- ইইএফ অর্থ ছাড় পরবর্তী প্রকল্পের ত্রৈমাসিক আয়-ব্যয় ও অগ্রগতি প্রতিবেদন এবং নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী ও বোর্ড সভার কার্যবিবরণী সংগ্রহে ইইএফ কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে। ফলে উক্ত প্রকল্পের প্রকৃত আর্থিক অবস্থা নিরীক্ষা দল কর্তৃক যাচাই করা সম্ভব হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৮/০২/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ২৫/০৪/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ১৫/০৪/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- ইইএফ নীতিমালা ভঙ্গ করে অনিয়মিতভাবে ইইএফ এর অর্থ ছাড়করনের জন্য দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করতঃ আপত্তিকৃত অর্থ আদায়পূর্বক প্রমাণকসহ নিরীক্ষা অধিদপ্তরকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ : ১৫

শিরোনাম : ২টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বিলুপ্ত করে গঠিত সম্পূর্ণ রপ্তানীমূখী নতুন কোম্পানীর পুরাতন মজুদকে গ্রস চলতি মূলধন দেখিয়ে ইইএফ সহায়তা প্রদান পরবর্তী চলতি মূলধনের অভাবে বন্ধ প্রকল্প হতে ছাড়কৃত সরকারি অর্থ আদায় অনিশ্চিত হওয়ায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি টাকা ১৭০০.৭৬ লক্ষ।

বিবরণ :

আইসিবি ইক্যুইটি এন্ড এনট্রাপ্র্যানারশীপ ফান্ড (ইইএফ) বিভাগের ২০০৯-২০১০ থেকে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের হিসাব ২৬/৭/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ হতে ১২/১১/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে বিশেষ নিরীক্ষাকালে কোয়ালিটি এগ্রো ফরেস্ট্রি লিঃ এর নথি পত্রাদি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- বাংলাদেশ ব্যাংকের ইইএফ ইউনিট এর ২৪/০৬/২০০৩ খ্রিঃ তারিখের মঞ্জুরি পত্র নং-ইইএফ/৩৬/২০০৩-১৯৩১ এর মাধ্যমে কোয়ালিটি এগ্রো ফরেস্ট্রি লিঃ, শিকলবাহা, কর্ণফুলী, চট্টগ্রামে স্থাপিত ১০০% রপ্তানিমুখী কাঠ প্রক্রিয়াজাত প্লান্ট এর অনুকূলে টাকা ১৭০৫.৬৯ লক্ষ এর সমমূলধন সহায়তা মঞ্জুরি প্রদান করা হয়।
- কোয়ালিটি টিম্বার ইন্ডাস্ট্রিজ লি: এর পক্ষে আলহাজ আফজাল হোসেন এবং আলফা এন্টারপ্রাইজ এর পক্ষে জনাবা উম্মে কুলসুম কোয়ালিটি এগ্রো ফরেস্ট্রি এর অনুকূলে জমি দানপত্র দলিল করে কোয়ালিটি এগ্রো ফরেস্ট্রি কোম্পানী গঠন করে।
- শর্তানুযায়ী মোট প্রকল্প ব্যয় টাকা ৩৪৮১.০০ লক্ষ এর মধ্যে উদ্যোক্তার ইক্যুইটির পরিমাণ ৫১% অর্থাৎ টাকা ১৭৭৫.৩১ লক্ষ সম্পূর্ণ অংশ প্রকল্পে বিনিয়োগ হওয়া সাপেক্ষে প্রকল্পের অনুকূলে ইইএফ সহায়তার অংশ ছাড়যোগ্য।
- ১৪/০৭/২০০৪ খ্রিঃ হতে ১২/১০/২০০৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে ৬ কিস্তিতে মোট টাকা ১৭০০.৭৬ লক্ষ প্রকল্পের অনুকূলে ইইএফ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু প্রকল্পের অনুমোদিত চলতি মূলধনের সম্পূর্ণ অংশ টাকা ৭৩১.০০ লক্ষ মূল্যের কাঁচামাল (পুরানো কাঠের মজুদ) দ্বারা আবৃত করা হয়েছে। ফলে নিরবিছিন্ন উৎপাদন কার্যক্রমে বেতন, ভাতা, মজুরী, বিদ্যুৎ বিল, স্টোর্স এন্ড স্পেয়ার্স, ওয়ার্ক ইন প্রগ্রেস, উৎপাদিত পণ্য, বিবিধ দেনাদার প্রভৃতি আইটেমের Tied-up period এর পর্যাপ্ত অর্থের সংস্থান রাখা হয়নি।
- বহি:নিরীক্ষক কর্তৃক সার্টিফাইড ৩১/১০/২০০৩ খ্রিঃ তারিখের Statement of Financial Position এ চলতি মূলধন খাতে ইনভেন্টরী খাতে প্রদর্শিত টাকা ৭,৩১,০১,৬২৬ মূল্যের পণ্য হিসাব বিজ্ঞানের মানদন্ড IAS-2 (Stock will be valued at lower of cost and net realizable value whichever is lowest) অনুসরণ না করায় পরবর্তী বছর সমূহে যেমন-২০০৪, ২০০৫ ও ২০০৬ এ সমপরিমাণ স্টক হিসাবভুক্ত হয়েছে। ফলে চলতি মূলধন overstated করা হয়েছে। বাস্তবে Risk of damaged, obsolescence, deterioration বিবেচনা না করায় হিসাব বিবরণী True & fair view প্রদর্শন করছে না। মূলতঃ উহা Mispresentation and manipulation করার মাধ্যমে Creative Accounting তৈরী করার প্রচেষ্টা।
- বিদেশী ক্রেতার চাহিদা অনুযায়ী প্রকল্পের মজুদ কাঠ ব্যবহার উপযোগী না হওয়ায় ২০০৮ সালেই উদ্যোক্তা কর্তৃক Back to Back L/C এর মাধ্যমে কাঠ আমদানির জন্য ব্যাংক হতে টাকা ৮.০০ কোটির কম্পোজিট লিমিট সুবিধা প্রাপ্তির লক্ষ্যে ইইএফ ইউনিট এর নিকট অনাপত্তির আবেদন করা হয়।
- ইইএফ লিগ্যাল অ্যাফেয়ার্স ডিপার্টমেন্ট রিকোভারী সেল এর পরিদর্শন দল কর্তৃক ২৭/০৯/২০১২ খ্রিঃ তারিখের সরেজমিন পরিদর্শন প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, বাণিজ্যিক উৎপাদন কার্যক্রম ২০০৯ সালে শুরু হয় কিন্তু চলতি মূলধনের অভাবে প্রকল্পটি বন্ধ হয়ে যায়। প্রকল্পের নামে জমির মূল দলিল ইইএফ ইউনিটে পাওয়া যায়নি।
- নিরীক্ষা দল কর্তৃক আইসিবি ইইএফ বিভাগের কর্মকর্তাসহ প্রকল্পটি সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়েছে। উক্ত পরিদর্শনকালে প্রকল্পটিকে সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়। প্রকল্প সীমানার মধ্যে কিছু জায়গা বেদখল হওয়ার চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায় এবং দখলদারের নামের সাইনবোর্ডও ঝুলতে দেখা যায়। প্রকল্পের গুদাম ও কারখানা সমূহ তালাবদ্ধ থাকায় স্থানীয় ও আমদানিকৃত মেশিনারীজসমূহ দেখা সম্ভব হয়নি। তবে বাহিরে সামান্য স্লাইস কাঠের মজুদ দেখতে পাওয়া যায়(ছবি সংযুক্ত)।

- প্রকল্পটির লিয়েন ব্যাংক ইসলামিক ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেষ্টমেন্ট লিঃ ও ইইএফ ইউনিট কর্তৃক প্রকল্পের কার্যক্রম মনিটরিং করা হয়নি। ইইএফ নীতিমালা অনুযায়ী ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন, আয়-ব্যয় বিবরণী, বীমা কাভারেজ এবং কোম্পানি আইন অনুযায়ী বার্ষিক নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী, বোর্ড সভার কার্যবিবরণী, লিয়েন ব্যাংক ও ইইএফ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়েছে।
- ১৩/০৭/২০১২ খ্রিঃ তারিখে শর্ত অনুযায়ী ৮ বছর পূর্ণ হলেও সুদবিহীন সরকারি অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে উদ্যোক্তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি এবং ধার্য্যযোগ্য সুদ নির্ণয় করা হয়নি। ফলে আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত সরকারি কর্মসূচির উদ্দেশ্য পূরণ হয়নি এবং সুদবিহীন টাকা ১৭০০.৭৬ লক্ষ বন্ধ প্রকল্প হতে সুদসহ আদায় অনিশ্চিত হওয়ায় সরকারের ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

অনিয়মের কারণ :

- ইইএফ নীতিমালার ব্যত্যয় ঘটিয়ে প্রকল্পের নামে রেজিষ্ট্রিকৃত জমির দলিল ইইএফ বিভাগের নিয়ন্ত্রনে না নিয়ে মঞ্জুরিকৃত অর্থ ছাড়।
- বহিঃ নিরীক্ষক কর্তৃক প্রণীত Statement of Financial position এ চলতি মূলধন এর পরিমাণকে অতিমূল্যায়িত করা সত্ত্বেও ইইএফ এর অর্থ ছাড়।
- ইইএফ এর অর্থ ছাড়ের লক্ষ্যে আইসিবি ও বাংলাদেশ ব্যাংকের যৌথ পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক প্রকল্পের উদ্যোক্তার বিনিয়োগ নিশ্চিত না হয়েই পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রদান ও অর্থ ছাড়।

ফলাফল :

- সরকারের আর্থিক ক্ষতি টাকা ১৭০০.৭৬ লক্ষ।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- প্রকল্পটিতে ইইএফ নীতিমালা সম্পূর্ণ পরিপালন করা সাপেক্ষে টাকা ১৭০০.৭৬ লক্ষ যথাযথ নিয়মাচার এবং বিনিয়োগ নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে বিতরণ করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পটি মনিটরিং এর আওতায় ০৮/০২/২০১২ খ্রিঃ, ১৭/০৯/২০১২ খ্রিঃ এবং ১৮/১২/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে বাইব্যাক এর তাগাদা পত্র প্রদান করা হয়েছে। সরকারের নামে ইস্যুকৃত শেয়ার বাই ব্যাকের মেয়াদ ইতোমধ্যে ৮ বছর অতিক্রান্ত হওয়ায় প্রকল্প হতে সরকারের বিনিয়োগকৃত অর্থের শেয়ার বাই-ব্যাক বাবদ টাকা ১৭০০.৭৬ লক্ষ আদায় প্রক্রিয়া ব্যাহত হলে আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অর্থ আদায় করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- আপত্তিতে বর্ণিত অনিয়মের পয়েন্ট ভিত্তিক জবাব প্রদান করা হয়নি। প্রকল্পে উৎপাদন শুরুর পূর্বেই পুরানো কাঠের মজুদকে প্রকল্পের অনুমোদিত গ্রস চলতি মূলধন হিসেবে বিবেচনা করার কারণ জবাবে উল্লেখ করা হয়নি। ১৩/০৭/২০১২ খ্রিঃ তারিখে শর্ত অনুযায়ী ৮ বছর পূর্ণ হলেও সুদবিহীন সমুদয় সরকারি অর্থ নিরীক্ষাকালীন (১৭ নভেম্বর/২০১৫) পর্যন্ত আদায় হয়নি এবং আইনানুগ ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৮/০২/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ২৫/০৪/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ১৫/০৪/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- ইইএফ নীতিমালা লঙ্ঘন করে ইইএফ এর অর্থ ছাড়ের জন্য দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করতঃ আপত্তিকৃত অর্থ আদায়পূর্বক প্রমাণকসহ নিরীক্ষা অধিদপ্তরকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

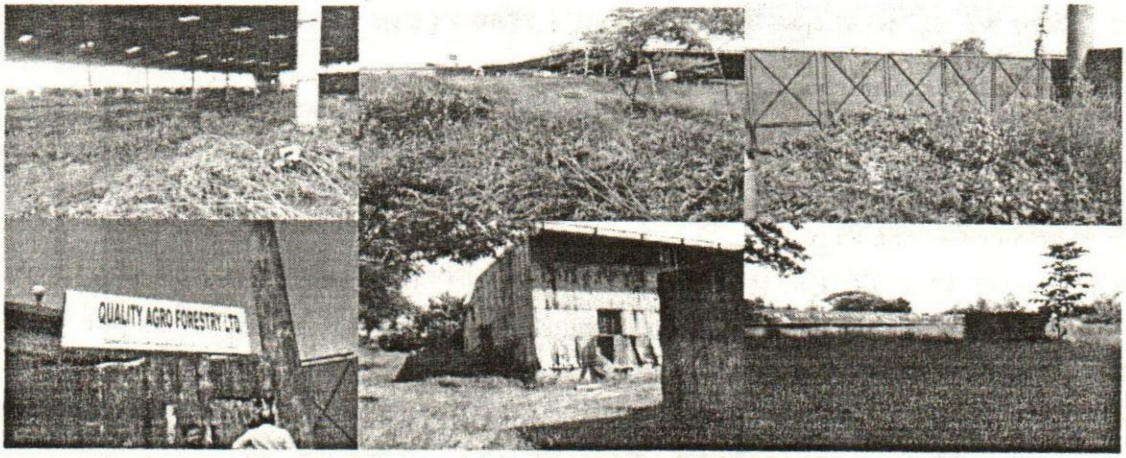
QUALITY AGRO FORESTRY LTD

অনুচ্ছেদ : ১৬

শিরোনাম : ইইএফ অর্থ ছাড় পরবর্তী প্রকল্প বন্ধ এবং মেয়াদোত্তীর্ণ ইইএফ সহায়তার সুদবিহীন সরকারি অর্থ আদায় না হওয়ায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি টাকা ৫৯৭.৬৩ লক্ষ।

বিবরণ :

আইসিবি ইক্যুইটি এন্ড এনট্রাপ্র্যানারশীপ ফান্ড (ইইএফ) বিভাগের ২০০৯-২০১০ থেকে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের হিসাব ২৬/৭/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ হতে ১২/১১/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে বিশেষ নিরীক্ষাকালে লালমনি ফিশারীজ, হ্যাচারী এন্ড ফিড মিলস লিঃ এর নথিপত্রাদি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- বাংলাদেশ ব্যাংকের ইইএফ ইউনিট এর ১৮/০৩/২০০৪ খ্রিঃ তারিখের মঞ্জুরিপত্র নং-ইইএফ/৩৮ (৬৬)/ ২০০৪-৩০১ এর মাধ্যমে লালমনি ফিশারীজ, হ্যাচারী এন্ড ফিড মিলস লিঃ, মাহেন্দ্রনগর, লালমনিরহাট প্রকল্প এর অনুকূলে ৫৯৭.৬৩ লক্ষ টাকার সমমূলধন সহায়তা মঞ্জুরি প্রদান করা হয়।
- শর্তানুযায়ী মোট প্রকল্প ব্যয় টাকা ১২১৯.৬৬ লক্ষ এর মধ্যে উদ্যোক্তার ইক্যুইটির পরিমাণ ৫১% অর্থাৎ টাকা ৬২২.০৩ লক্ষ সম্পূর্ণ অংশ প্রকল্পে বিনিয়োগ হওয়ার পরেই প্রকল্পের অনুকূলে ইইএফ সহায়তার অংশ ছাড়যোগ্য।
- প্রকল্প মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে প্রকল্পে ৬২ জনের কর্মসংস্থান হবে ও দেশের জিডিপিতে বার্ষিক টাকা ৩৭৯.৩০ লক্ষ যোগান দেবে। ১০০% উৎপাদন ক্ষমতায় প্রকল্পটিতে বছরে ১,০০০ কেজি রেনু পোনা,৭০.৯০ লক্ষ পিস ধানী পোনা, ৬১,০৪০ কেজি খাদ্যোপযোগী মাছ এবং ২৪,০০০ টন মাছ ও হাস-মুরগীর খাবার উৎপাদন হবে। কিন্তু ইইএফ অর্থ ছাড় পরবর্তী প্রকল্প বন্ধ রয়েছে।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের ইইএফ ইউনিট কর্তৃক প্রকল্পে সমমূলধন সহায়তার অংশ হিসেবে ১৯/০৬/২০০৫ খ্রিঃ তারিখে ১ম কিস্তি বাবদ টাকা ৩৮১.৭০ লক্ষ, ১১/০৭/২০০৫ খ্রিঃ তারিখে ২য় কিস্তি বাবদ টাকা ১০০.০০ লক্ষ, ০৬/১২/২০০৭ খ্রিঃ তারিখে ৩য় কিস্তি বাবদ টাকা ৭০.০০ লক্ষ, ৩১/০৩/২০০৮ খ্রিঃ তারিখে ৪র্থ ও শেষ কিস্তি বাবদ টাকা ৪৫.৯৩ লক্ষসহ মোট টাকা ৫৯৭.৬৩ লক্ষ প্রকল্পের অনুকূলে ছাড় করা হয়েছে।
- প্রতিটি কিস্তি ছাড়ের পূর্বে ইইএফ ইউনিট কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শনে প্রকল্পের প্রকৃত বিনিয়োগ অবস্থা যাচাই করে প্রতিবেদন সন্তোষজনক প্রতীয়মান হয়েছে। তবে শেষ কিস্তি ছাড়ের পর সরেজমিন প্রকল্প পরিদর্শন না হওয়ায় এবং বিনিয়োগ সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্ট ইইএফ ইউনিটে সংরক্ষিত না থাকায় উক্ত অর্থ প্রকল্পে বিনিয়োগের সঠিকতা নিশ্চিত হওয়া যায়নি।
- প্রকল্পে ৩১/০৩/২০০৮ খ্রিঃ তারিখে ৪র্থ ও শেষ কিস্তি ছাড়ের পর হতে ২৭/০৯/২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত অর্থাৎ ৪ বছর ৬ মাস প্রকল্পের সাথে ইইএফ বিভাগের কোন যোগাযোগ ছিলনা। ইইএফ বিভাগের ২৮/০৯/২০১২ খ্রিঃ তারিখের সরেজমিন পরিদর্শন প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, প্রকল্পটির হ্যাচারী ইউনিট ও ফিড মিলের উৎপাদন সম্পূর্ণ বন্ধ রয়েছে এবং ২৫টি পুকুরের মধ্যে ৪/৫টিতে কিছু পোনামাছ রয়েছে। প্রকল্প চালু না থাকায় মূল্যবান মেশিনারীজ অকেজো অবস্থায় পড়ে রয়েছে।
- প্রকল্পটির লিয়েন ব্যাংক মাইডাস ফাইন্যান্স ও ইইএফ ইউনিট কর্তৃক প্রকল্পের কার্যক্রম মনিটরিং করা হয়নি। কোম্পানির নামে ক্রয়কৃত জমির মূল দলিলসহ ইইএফ নীতিমালা অনুযায়ী ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন, আয়-ব্যয় বিবরণী, বীমা কভারেজ এবং কোম্পানি আইন অনুযায়ী বছরে ন্যূনতম ৪টি বোর্ড সভার কার্যবিবরণী, বার্ষিক নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী, লিয়েন ব্যাংক ও ইইএফ কর্তৃপক্ষ সংগ্রহ করেনি।
- চুক্তিপত্রের শর্ত ভংগ হওয়ায় এবং ১৮/০৬/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে শর্ত অনুযায়ী ইইএফ সহায়তার ৮ বছর পূর্ণ হলেও সুদবিহীন সরকারি অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে উদ্যোক্তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।
- ফলে আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত সরকারি কর্মসূচির উদ্দেশ্য পূরণ হয়নি এবং সুদবিহীন টাকা ৫৯৭.৬৩ লক্ষ আদায় অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

অনিয়মের কারণ :

- ইইএফ নীতিমালা অনুযায়ী প্রকল্পের নামে রেজিষ্ট্রিকৃত ভূমির দলিল ইইএফ বিভাগের নিয়ন্ত্রণে না নিয়েই অর্থ ছাড়।
- প্রকল্পে উদ্যোক্তার ইক্যুইটির অংশ বিনিয়োগ নিশ্চিত না হয়েই ইইএফ এর অর্থ মঞ্জুরি ও ছাড় এবং প্রকল্পটি যথাযথ মনিটরিং না করা।

ফলাফল :

- সরকারের আর্থিক ক্ষতি টাকা ৫৯৭.৬৩ লক্ষ।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- কিস্তির অর্থ বিনিয়োগ সম্পন্ন হওয়ার পর হঠাৎ করে প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মৃত্যুবরণ করলে প্রকল্পটি স্থবির হয়ে পড়ে। প্রকল্পের উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। প্রকল্পটি ছিল মূলত ব্যবস্থাপনা পরিচালক নির্ভর।
- সরকারের শেয়ার বাইব্যাকের জন্য ২৩/০৭/২০১২, ২৭/০৯/২০১২ ও ০৭/০৫/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে পত্র দেয়া হয়েছে। ইইএফ নীতিমালা অনুযায়ী ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন, আয়-ব্যয় বিবরণী, বীমা কভারেজ, বছরে ৪টি বোর্ড মিটিং করে তা আইসিবিতে জমাদানের জন্য পত্র দেয়া হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ উক্ত প্রকল্পে সরকারি মালিকানা ৪৯% হওয়া সত্ত্বেও দীর্ঘ সাড়ে ৪ বছর প্রকল্পটির লিয়েন ব্যাংক মাইডাস ফাইন্যান্স ও ইইএফ ইউনিট কর্তৃক প্রকল্পের কার্যক্রম মনিটরিং না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৮/০২/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ২৫/০৪/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ১৫/০৪/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- ইইএফ নীতিমালা লঙ্ঘন করে ইইএফ এর অর্থ ছাড়করণের জন্য দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করতঃ আপত্তিকৃত অর্থ আদায়পূর্বক প্রমাণকসহ নিরীক্ষা অধিদপ্তরকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ : ১৭

শিরোনাম : মিশ্রসার উৎপাদনের ক্ষেত্রে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট হতে নিবন্ধন গ্রহণ ব্যাতিরেকে ইইএফ সহায়তার টাকা বিতরণ, প্রকল্পটি বাণিজ্যিক উৎপাদনে যেতে ব্যর্থ হওয়ায় এবং শেয়ার বাই ব্যাক না করায় ইইএফ তহবিলের ক্ষতি টাকা ৩৩১.৬০ লক্ষ।

বিবরণ :

আইসিবি ইক্যুইটি এন্ড এনট্রাপ্র্যানারশীপ ফান্ড (ইইএফ) বিভাগের ২০০৯-২০১০ থেকে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের হিসাব ২৬/৭/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ হতে ১২/১১/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে বিশেষ নিরীক্ষাকালে মেসার্স গ্রাম বাংলা এনপিকে ফার্টিলাইজার এন্ড এগ্রো লিঃ এর নথিপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, বাংলাদেশ ব্যাংক ইইএফ ইউনিট বিভাগের ১০/১১/২০০৪ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং-ইইএফ/৩৮ (১৬০)/২০০৪/১৫৩০ এর মাধ্যমে ৮ বছর মেয়াদে পরিশোধের শর্তে মোট প্রকল্প ব্যয়ের টাকা ৬৭৬.৮৪ লক্ষ এর ৪৯% বাবদ টাকা ৩৩১.৬০ লক্ষ ইইএফ সহায়তা মঞ্জুর করা হয়। সার ব্যবস্থাপনা আইন ২০০৬ অনুসারে মিশ্রসার উৎপাদনের ক্ষেত্রে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট হতে নিবন্ধন গ্রহণ করতে হবে মর্মে উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও নিবন্ধন গ্রহণ ছাড়াই টাকা ৩৩১.৬০ লক্ষ ছাড় করা হয়েছে যা গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসাবে গণ্য।

- মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান জনতা ব্যাংক ভবন কর্পোরেট শাখা কর্তৃক প্রকল্প ঋণ টাকা ৬৭৬.৮৫ লক্ষ ও উদ্যোক্তার ইক্যুইটি বাবদ টাকা ৩৪৫.১৯ লক্ষ সম্পূর্ণ অংশ ব্যয় নিশ্চিত হওয়ার পরই ইইএফ সহায়তা প্রদানের নিয়ম। প্রকল্প বাস্তবায়ন হলেও উদ্যোক্তা কর্তৃক প্রকল্পের বাণিজ্যিক উৎপাদনে যেতে ব্যর্থ হওয়ায় সরকারী তহবিলের টাকা ৩৩১.৬০ লক্ষ ক্ষতি সাধিত হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট ''০৯" এ প্রদর্শিত হলো।
- মঞ্জুরিপত্রে সারের গুণগত মান বজায় রাখার জন্য প্রকল্পে স্বয়ংক্রিয় মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরী স্থাপন ও দক্ষ কেমিষ্ট নিয়োগের শর্ত থাকলেও উদ্যোক্তা ল্যাবরেটরী স্থাপন করেনি এবং দক্ষ কেমিষ্টও নিয়োগ করেনি। বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শন প্রতিবেদনে উক্ত শর্তদ্বয় পরিপালনের বিষয় উল্লেখ করা হয়নি। ফলে সার ব্যবস্থাপনা আইন-২০০৬ এর শর্ত পরিপালন না করেই ইইএফ সহায়তার টাকা ৩১০.০০ লক্ষ বিতরণ করা উক্ত আইনের পরিপন্থী ।
- আইসিবি ইইএফ বিভাগের ৩০/৫/২০১৫ খ্রিঃ তারিখের পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আলোচ্য প্রকল্পটি বন্ধ রয়েছে।
- ইইএফ সহায়তার প্রথম কিস্তির টাকা ২৪/৮/২০০৬ খ্রিঃ তারিখে বিতরণ করা হয়েছে। আর সার ব্যবস্থাপনা আইন জারী হয়েছে মার্চ/২০০৬ মাসে। এ ক্ষেত্রে উপর্যুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট হতে অনুমোদন গ্রহণ না করে অর্থ বিতরণ করা গুরুতর অনিয়ম।
- আলোচ্য প্রকল্পের সম্পদের বাজার মূল্য নিরুপণ করে যা বেশী তা ২৩/৮/২০১৪ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে শেয়ার বাই ব্যাক করার শর্ত থাকলেও অদ্যাবধি শেয়ার বাইব্যাক করার জন্য আইসিবি হতে কোন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।
- প্রকল্পের উদ্যেক্তাগণের মালিকানা পরিবর্তন করা হলেও আইসিবি ইইএফ ইউনিট হতে অনুমোদন গ্রহণ করা হয়নি। যা ইইএফ নীতিমালার পরিপন্থী ।
- প্রকল্প বাণিজ্যিক উৎপাদনে যেতে ব্যর্থ হওয়ায় এবং প্রকল্পটি বন্ধ থাকায় সরকারের উক্ত অর্থ আদায় অনিশ্চিত।
- মিশ্রসার উৎপাদনের নিমিত্ত উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট হতে নিবন্ধন আদেশ ছাড়াই উক্ত অর্থ ছাড়ের সাথে জড়িত কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করাও গুরুতর অনিয়ম হিসাবে গণ্য।
- উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট হতে নিবন্ধন গ্রহণ ব্যতিরেকে আলোচ্য প্রকল্পে অর্থ বিতরণ করা এবং উৎপাদন বন্ধ ও বাজারজাতকরণে ব্যর্থ হওয়ায় সরকারের ইইএফ সহায়তার প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যহত এবং ছাড়কৃত অর্থ আদায় অনিশ্চিত।

অনিয়মের কারণ :

- সার ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৬ অনুযায়ী সার উৎপাদনের নিবন্ধন ছাড়াই ইইএফ এর অর্থ ছাড়।
- মঞ্জুরি পত্রের শর্ত পরিপালন না করা সত্ত্বেও অর্থ ছাড় এবং ইইএফ নীতিমালা ব্যত্যয় করে ইইএফ সহায়তা প্রদান এবং সরকারি তহবিলের অর্থ আদায়ে ব্যর্থতা।

ফলাফল :

- সরকারের আর্থিক ক্ষতি টাকা ৩৩১.৬০ লক্ষ।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- প্রথম কিস্তি বিতরণের পর ৯ বছর অতিবাহিত হয়েছে। উদ্যোক্তাগণকে ইইএফ সহায়তার অর্থ ফেরৎ প্রদানের জন্য একাধিকবার পত্র ও তাগিতপত্র দেওয়া হয়েছে। প্রকল্পের অবকাঠামো যথাযথ রয়েছে। বর্তমানে উদ্যোক্তাগণের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ সার ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০০৬ অনুসারে সার উৎপাদনের ক্ষেত্রে উপর্যুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট হতে নিবন্ধন গ্রহণ করা হয়নি এবং প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ থাকায় ইইএফ সহায়তার অর্থ ছাড়ের উদ্দেশ্য ব্যহত হওয়া সত্ত্বেও এ বিষয়ে কোন বক্তব্য প্রদান করা হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৮/০২/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ২৫/০৪/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ১৫/০৪/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- সার ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৬ ও ইইএফ নীতিমালা লঙ্ঘন করে ইইএফ এর অর্থ ছাড়করনের জন্য দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করতঃ আপত্তিকৃত অর্থ আদায়পূর্বক প্রমাণকসহ নিরীক্ষা অধিদপ্তরকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ : ১৮

শিরোনাম : ইইএফ নীতিমালা ভংগ করে রয়েস এগ্রো ফার্মস লিঃ ও উহার সহযোগী প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা প্রদান এবং আদায় অনিশ্চিত হওয়ায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি টাকা ৫৬৬.৯২ লক্ষ।

বিবরণ :

আইসিবি ইক্যুইটি এন্ড এনট্রাপ্র্যানারশীপ ফান্ড (ইইএফ) বিভাগের ২০০৯-২০১০ থেকে ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের হিসাব ২৬/৭/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ হতে ১২/১১/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে বিশেষ নিরীক্ষাকালে রয়েস এ্যাগ্রো ফার্মস লিঃ এর নথিপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, সুপারির চাষ এবং প্রক্রিয়াকরণের জন্য আইসিবি ইইএফ ইউনিটের ১৬/৩/২০১১ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং-আইসিবি/ইইএফ/৪৯(০১)/২০১১/৪৮১(ক)/২৯৮০ এর মাধ্যমে ৮ বছর মেয়াদে পরিশোধের শর্তে মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৪৯% বাবদ টাকা ২৫৫.০০ লক্ষ ইইএফ সহায়তা মঞ্জুর করা হয়।

- ইইএফ সহায়তার প্রথম কিস্তি বিতরণ করা হয় ১৯/৭/২০১১ খ্রিঃ তারিখে। প্রথম কিস্তি বিতরণের তৃতীয় বছর উত্তীর্ণ হওয়ার পর ৪র্থ বছর হতে মোট বিতরণকৃত টাকার ২০% হিসাবে টাকা ৫১.০০ লক্ষ আদায়যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও উক্ত অর্থ আদায়ের কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।
- সুপারী চাষের মাধ্যমে চারা উৎপাদন ও তা হতে সুপারী আহরণপূর্বক প্রক্রিয়াকরণ একটি দীর্ঘমেয়াদী কার্যক্রম হওয়া সত্ত্বেও এবং সর্বনিম্ন ৮ বছরের মধ্যে বাণিজ্যিক কার্যক্রমে যাওয়া সম্ভব না হওয়া সত্ত্বেও প্রাক্কলনে প্রথম বছর ৭০%, ২য় বছর ৮০%, তৃতীয় বছর ৮৫% এবং ৪র্থ বছর ৯০% আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন করা হয়েছে; যা সম্পূর্ণ অবাস্তব। কারণ সুপারির চারা উৎপাদন, রোপন ও সুপারী ফলনের জন্য কমপক্ষে ৬ বছর সময় প্রয়োজন। এ ধরনের প্রকল্পে অর্থ সহায়তা প্রদান করা ঝুঁকিপূর্ণ ও অপচয় হওয়ার আশংকা রয়েছে।
- সুপারী প্রক্রিয়াকরণের জন্যই স্থানীয় যন্ত্রপাতি ও যানবাহন ব্যবহার হবে সুপারী উৎপাদন হওয়ার পরে। অথচ উক্ত খাতের ব্যয় বাবদ টাকা (৬৪.২০+১৪.০০)=টাকা ৭৮.২০ লক্ষ এর ৪৯% বাবদ টাকা ৩৮.৩২ লক্ষ বিতরণযোগ্য না হওয়া সত্ত্বেও বিতরণ করা হয়েছে। ফলে উক্ত টাকা সঠিক কাজে ব্যবহার হয়নি। যা আর্থিক শৃঙ্খলার পরিপন্থী ।
- ২০১০ সনে প্রকল্পের জন্য ২০.০০ একর জমি দলিল মূল্য অনুযায়ী ২৮.৮৩ লক্ষ টাকায় ক্রয় করা হয় অথচ উক্ত জমি ক্রয়ের জন্য ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয় টাকা ১৮০.০০ লক্ষ। এ ক্ষেত্রে জমির ক্রয়মূল্যের ৬.২৪ গুণ অতিমূল্যায়ন করা হয়েছে।
- জমি রেজিষ্ট্রি বাবদ মোট ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে টাকা ৯.০০ লক্ষ। অথচ জমি রেজিষ্ট্রি বাবদ প্রকৃত ব্যয় হয়েছে (দলিলে উল্লিখিত ব্যয়) টাকা ১.৪৮ লক্ষ। এ ক্ষেত্রে অতিরিক্ত বিতরণ করা হয়েছে (৯.০০×৪৯%-১.৪৮×৪৯%)=(৪.৪১-০.৭৩)= টাকা ৩.৬৮ লক্ষ।

খ) সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অপর সহযোগী প্রতিষ্ঠান রয়েস হর্টিকালচার ফার্মস লিঃ কে হলুদ ও মরিচের গুড়া উৎপাদনের জন্য মোট প্রকল্প ব্যয়ের টাকা ৬৩৬.৫৭ লক্ষ এর ৪৯% বাবদ টাকা ৩১১.৯২ লক্ষ আট বছর মেয়াদে পরিশোধের শর্তে আইসিবি ইইএফ ইউনিটের ১৩/৫/২০১৩ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং-আইসিবি/ইইএফ/৪৯(০১)/২০১৩/১১৭৯/১০৩৬ এর মাধ্যমে মঞ্জুর করা হয়। নথি পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে, তেতুলিয়া উপজেলার সিপাইপাড়া মৌজায় অবস্থিত ৫ একর জমি ১৩.৬৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১১/২০১৩ মাসে দলিলের মাধ্যমে ক্রয় করা হয়েছে। অথচ উক্ত জমির ক্রয় মূল্য প্রাক্কলন প্রতিবেদনে ৬০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে জমির মূল্য ৪.৪৯ গুণ অতিমূল্যায়ন করা হয়েছে। জমির ক্রয় মূল্যের ৪৯% বাবদ টাকা ২৯.০০ লক্ষ সরকারী তহবিল হতে পরিশোধ করা হয়েছে। উক্ত এলাকার সাব রেজিষ্ট্রি অফিস কর্তৃক নির্ধারিত দর অপেক্ষা অতিরিক্ত মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে।

- হলুদ ও মরিচের গুড়া প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য আধুনিক পদ্ধতিতে প্রকল্প স্থাপনের জন্য ২.০০ একর এর উর্ধ্বে জমির প্রয়োজন নেই। এ ক্ষেত্রে ৩.০০ একর জমি প্রাক্কলনের সাথে অতিরিক্ত ভূমি সম্পৃক্ত করে টাকা ৩৬.০০ লক্ষ অতিরিক্ত ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছে। ৪৯% হিসেবে টাকা ১৭.৩৬ লক্ষ উক্ত উদ্যোক্তাকে অতিরিক্ত সুবিধার জন্য প্রদান করা হয়েছে।

- দলিলে জমির ক্রয় মূল্য ১৩.৩৬ লক্ষ টাকা উল্লেখ থাকায় উক্ত জমির রেজিস্ট্রেশন খরচ টাকা ০.৬৬ লক্ষ। অথচ উক্ত জমির রেজিস্ট্রেশন ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছে টাকা ৭.২০ লক্ষ। এ ক্ষেত্রেও রেজিস্ট্রেশন ব্যয় অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে টাকা (১৩.৩৬×৪৯%-০.৬৬×৪৯%)=টাকা (৩.৫৩-০.৩২)=টাকা ৩.২১ লক্ষ।

- সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের চলতি মূলধন খাতে টাকা ৮৬.৯৫ লক্ষ ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়। উক্ত ব্যয় বরাদ্দের মধ্যে টাকা ৬.০০ লক্ষ বেতন ভাতাদি বাবদ ব্যয় করা হয়। অবশিষ্ট ৮০.৯৫ লক্ষ টাকার ৪৯% বাবদ টাকা ৩৯.৬৬ লক্ষ হলুদ ও মরিচ ক্রয়ের জন্য পরিশোধ করা হয়েছে। অথচ বিএসটিআই কর্তৃক (উৎপাদিত পণ্যের মানের) অনুমোদন ছাড়া উক্ত অর্থ ছাড় করা সম্পূর্ণ বিধি বর্হিভূত কর্মকান্ড হিসাবে গণ্য। কারণ উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে বিএসটিআই এর অনুমোদন না থাকায় তা বাজারজাতকরণ সম্ভব নয়।
- সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মিসেস রুম্পা রায় যিনি জনাব সুপন রায়ের স্ত্রী। জনাব সুপন রায় রয়েস এগ্রো ফার্মস লিঃ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক। উক্ত দুটি প্রতিষ্ঠানের মালিকানা স্বামী ও স্ত্রীর নামে রয়েছে। ইইএফ আদেশ নং ৩৪/২০১০ অনুসারে একই পরিবারের সদস্যগণ একাধিক প্রকল্পের ইইএফ সহায়তা প্রাপ্য নয়। জনাব সুপন রায় রয়েস এ্যাগ্রো লিঃ এর মালিক হওয়া সত্ত্বেও তার স্ত্রীর নামে ১৩/৫/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে ইইএফ সহায়তা প্রদান করা হয়। ৯/৪/২০১৩ খ্রিঃ তারিখের ইইএফ আদেশ নং-৩৪ এর মাধ্যমে বিধি নিষেধ আরোপ করা সত্ত্বেও টাকা ৩১১.৯২ লক্ষ মঞ্জুর করা, যা উক্ত আদেশের পরিপন্থী ।
- রয়েস এ্যাগ্রো লিঃ এর প্রথম কিস্তির অর্থ ছাড় করা হয় ১৯/৭/২০১১ খ্রিঃ তারিখে। সেই হিসেবে ১৮/৭/২০১৫ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে ২০% হিসাবে ৫১.০০ লক্ষ টাকা আদায় না করে উহার সহযোগী প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে সম্পূর্ণ অর্থ ছাড় গুরুতর আর্থিক অনিয়ম।
- ২টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে টাকা (২৫৫.০০ লক্ষ+৩১১.৯২ লক্ষ)=টাকা ৫৬৬.৯২ লক্ষ ইইএফ নীতিমালা লঙ্ঘন করে বিতরণ করা হয়েছে। সরকার যে উদ্দেশ্যে ইইএফ সহায়তা প্রদান করেছে আলোচ্য ক্ষেত্রে সেই উদ্দেশ্য ব্যহত হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট ''১০" এ প্রদর্শিত হলো।
- উদ্যোক্তার ইক্যুইটির টাকা ও ইইএফ এর অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে সকল ব্যয় ক্যাশ বহিতে লিপিবদ্ধ সাপেক্ষে ব্যয়ের বিধান থাকলেও আলোচ্য ক্ষেত্রে তা পরিপালন করা হয়নি।
- ২ টি প্রতিষ্ঠানের প্রকল্পের অগ্রগতির আয়-ব্যয়ের উপর উদ্যোক্তা ও আইসিবি কর্তৃক ত্রৈমাসিক সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। যা ইইএফ নীতিমালার পরিপন্থী।

অনিয়মের কারণ :

- আইন অমান্য করে ও ইইএফ নীতিমালা ব্যত্যয় করে ইইএফ সহায়তা প্রদান এবং সরকারি তহবিলের অর্থ আদায়ে ব্যর্থতা।

ফলাফল :

- সরকারের আর্থিক ক্ষতি টাকা ৫৬৬.৯২ লক্ষ।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- প্রকল্পটি একটি ব্যতিক্রমধর্মী প্রকল্প। ২০.০০ একর জমিতে ২০ হাজার সুপারি গাছ রোপন করা হয়েছে। সুপারী প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য ফ্যাক্টরীসহ যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অপর সহযোগী প্রতিষ্ঠান রয়েস হটিকালচার এ পরীক্ষামূলকভাবে হলুদ ও মরিচের গুড়া উৎপাদন শুরু করা হয়েছে এবং বিএসটিআই এর অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন আছে। ফলে আর্থ সামাজিক উন্নয়নে প্রকল্প ২টি অবদান রাখছে। জমির মৌজা মূল্য অপেক্ষা বাজার মূল্য বেশী হওয়ায় বাজার মূল্যে জমির মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ প্রকল্পে সুপারি প্রক্রিয়াজাতকরণ শুরু না হওয়া সত্ত্বেও টাকা ৩৮.৩২ লক্ষ পরিশোধ করা আর্থিক শৃঙ্খলার পরিপন্থী। সরকারী তহবিলের টাকা দ্বারা জমির মূল্য পরিশোধের ক্ষেত্রে সাবরেজিষ্ট্রি অফিসের নির্ধারিত মূল্য অপেক্ষা অতিরিক্ত মূল্য পরিশোধযোগ্য নয়। ৪র্থ বছর শেষ হলেও ২০% অর্থ আদায় হয়নি। ইইএফ নীতিমালা উপেক্ষা করে সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তার পরিবারকে রয়েস হটিকালচার ফার্ম লিঃ এর অনুকূলে টাকা ৩১১.৯২ লক্ষ পরিশোধ করা

হয়েছে এবং পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিএসটিআই এর অনুমোদন ছাড়া চলতি মূলধন পরিশোধ করা আর্থিক শৃঙ্খলার পরিপন্থী ।

- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৮/০২/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ২৫/০৪/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ১৫/০৪/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- ইইএফ নীতিমালা লঙ্ঘন করে ইইএফ এর অর্থ ছাড়করণের জন্য দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করতঃ আপত্তিকৃত অর্থ আদায়পূর্বক প্রমাণকসহ নিরীক্ষা অধিদপ্তরকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ :১৯

শিরোনাম : জাল নামজারী পর্চা এবং অসত্য পরিদর্শন প্রতিবেদনের ভিত্তিতে প্রকল্পে সরকারি তহবিলের অর্থ ছাড় করা হলেও ছাড়কৃত অর্থ আদায়ে ব্যর্থতায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি টাকা ৩৫০.০০ লক্ষ।

বিবরণ :

আইসিবি ইক্যুইটি এন্ড এনট্রাপ্রানারশীপ ফান্ড (ইইএফ) বিভাগের ২০০৯-২০১০ থেকে ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের হিসাব ২৬/৭/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ হতে ১২/১১/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে বিশেষ নিরীক্ষাকালে সিটি এগ্রো কমপ্লেক্স লিঃ এর নথিপত্রাদি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- বাংলাদেশ ব্যাংকের ইইএফ ইউনিট এর ২৩/০৯/২০০৪ খ্রিঃ তারিখের মঞ্জুরিপত্র নং-ইইএফ/ ৩৮(১৩৯)/২০০৪-১২১৫ এর মাধ্যমে সিটি এগ্রো কমপ্লেক্স লিঃ, ইটাগাছা, সাতক্ষীরায় মাছের হ্যাচারী ও মাছ চাষ প্রকল্প এর অনুকূলে টাকা ৪৮৮.৭৭৯ লক্ষ (৪৯%) এর সমমূলধন সহায়তা মঞ্জুরি প্রদান করা হয়।
- শর্তানুযায়ী মোট প্রকল্প ব্যয় টাকা ৯৯৭.৫১ লক্ষ এর মধ্যে উদ্যোক্তার ইক্যুইটির পরিমাণ ৫১% অর্থাৎ টাকা ৫০৮.৭৩১ লক্ষ সম্পূর্ণ অংশ প্রকল্পে বিনিয়োগ হওয়া সাপেক্ষে প্রকল্পের অনুকূলে ইইএফ সহায়তার অংশ ছাড়যোগ্য।
- প্রকল্পের মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান বেসিক ব্যাংক লিঃ কর্তৃক বিনিয়োগ চুক্তি সম্পাদনসহ ইইএফ নীতিমালা অনুসরণপূর্বক প্রকল্পে উদ্যোক্তার ইক্যুইটির বিনিয়োগ প্রতিয়মান হওয়ায় ইইএফ এর অর্থ ছাড়ের অনুরোধ করা হয়। বেসিক ব্যাংকের উক্ত প্রতিবেদন সঠিক নয় কারণ উদ্যোক্তার জমির সব ডকুমেন্ট ভুয়া ছিল, যা ইইএফ বিভাগের উপপরিচালক এর ১৮/০৩/২০০৭ খ্রিঃ ও ১১/০৩/২০০৭ খ্রিঃ তারিখের পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের ইইএফ ইউনিট কর্তৃক প্রকল্পে সমমূলধন সহায়তার ১ম কিস্তির অর্থ ছাড়ের পূর্বে বাংলাদেশ ব্যাংকের জনাব মোঃ ইউনুস আলী, যুগ্ম পরিচালক, আইসিবি এর উপমহাব্যবস্থাপক জনাব নাজমুল ইসলাম ও বার্ক এর মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা জনাব ডঃ খবীর আহমেদ সমন্বয়ে গঠিত পরিদর্শন দল কর্তৃক ২৪/১১/২০০৪ খ্রিঃ তারিখে সরেজমিন প্রকল্প পরিদর্শন করা হয়।
- উক্ত পরিদর্শন প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রকল্পে উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগ টাকা ৫৭০.৪৯ লক্ষ। এক্ষেত্রে উদ্যোক্তার অংশে বেশী বিনিয়োগ হয়েছে টাকা ৬১.৭৫৯ লক্ষ। প্রকল্পের নামে ৩৩.২০ একর জমি রেজিস্ট্রি করা হয়েছে। ক্রয়কৃত জমির নাম জারি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। পুকুর খনন প্রায় ২৫% শেষ হয়েছে।
- জমির দলিলাদির সঠিকতা নিশ্চিত না হয়েই উক্ত পরিদর্শন প্রতিবেদনের ভিত্তিতে জনাব মোঃ ইউনুস আলী, যুগ্ম পরিচালক কর্তৃক নথিতে ২৪/১১/২০০৪ খ্রিঃ তারিখে প্রকল্পের অনুকূলে ইইএফ সহায়তার ১ম কিস্তি বাবদ টাকা ৩০০.০০ লক্ষ ছাড়ের সুপারিশ করা হয় এবং ২৫/১১/২০০৪ খ্রিঃ তারিখে নির্বাহী পরিচালক-৫ কর্তৃক টাকা ২০০.০০ লক্ষ ছাড়ের অনুমোদন ও চেক ইস্যু করা হয়।
- ২য় কিস্তি ছাড়ের পূর্বে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শন দলের ২৬/০১/২০০৫ খ্রিঃ তারিখে সরেজমিন প্রকল্প পরিদর্শন প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, জমির নামজারী হয়নি এবং সীমানা বেষ্টনীও নেই। প্রকল্প ব্যয় নির্ণীত হয় ৬২১.৭২ লক্ষ। ফলে বিনিয়োগ ঘাটতি থাকে (৫০৮.৭৩১+২০০.০০)=৭০৮.৭৩১-৬২১.৭২০=টাকা ৮৭.০১১ লক্ষ।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের ২৫/০২/২০০৫ খ্রিঃ তারিখে সরেজমিন প্রকল্প পরিদর্শন প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, প্রকল্পের নামে জমি সাফকবলা রেজিস্ট্রি হয়েছে(দলিল নং-৯১৭৬/২০০৪, তারিখঃ ২৬/০৯/২০০৪ খ্রিঃ) এবং খারিজ/মিউটেশন সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু পরিদর্শন দল কর্তৃক সরেজমিন রেজিস্ট্রি অফিস, এসি ল্যান্ড অফিস ও তহশীল অফিসে বর্ণিত দলিলাদির সঠিকতা যাচাই করা হয়নি। উক্ত পরিদর্শন কালেও প্রকল্পে বিনিয়োগ ঘাটতি থাকে টাকা (৫০৮.৭৩১+২০০.০০)=টাকা ৭০৮.৭৩১-৬৮০.৬৭০ লক্ষ= টাকা ২৮.০৬১ লক্ষ।
- বর্ণিত বিনিয়োগ ঘাটতি পূরণ এবং জমির দলিলাদির সঠিকতা নিশ্চিত না করেই বাংলাদেশ ব্যাংকের ইইএফ ইউনিট কর্তৃক ১০/০৪/২০০৫খ্রিঃ তারিখে প্রকল্পে সমমূলধন সহায়তার ২য় কিস্তির টাকা ১৫০.০০ লক্ষ ছাড় করা হয়।
- ছাড়কৃত অর্থ প্রকল্পে বিনিয়োগের অবস্থা সরেজমিন ২২/০৮/২০০৫ খ্রিঃ ও ২৩/০৮/২০০৫ খ্রিঃ তারিখের পরিদর্শন প্রতিবেদন অনুযায়ী ২৩/০৮/২০০৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত প্রকল্পে গৃহীত মোট বিনিয়োগ টাকা ৭৩১.৯৫ লক্ষ কিন্তু মোট বিনিয়োগযোগ্য অর্থ টাকা (৫০৮.৭৩+২০০.০০+১৫০.০০)=টাকা ৮৫৮.৭৩ লক্ষ। ফলে বিনিয়োগ ঘাটতি টাকা ১২৬.৭৮ লক্ষ।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের ইইএফ বিভাগ ও আইসিবি এর কর্মকর্তা সমন্বয়ে গঠিত বিশেষ পরিদর্শন দলের ১৮/০৩/২০০৭ খ্রিঃ ও ১৯/০৩/২০০৭ খ্রিঃ তারিখের পরিদর্শন প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে,পরিদর্শন দল কর্তৃক সরেজমিন রেজিস্ট্রি অফিস, এসি

ল্যান্ড অফিস ও তহশীল অফিসে বর্ণিত দলিলাদির সঠিকতা যাচাই করা হলে প্রকল্পের নামে জমির মিউটেশন ভুয়া/জাল প্রমাণিত হয়। যদি নামজারী সম্পন্ন হয় তাহলে জমি ক্রয়মূল্যসহ প্রকল্পের মোট বিনিয়োগ দাঁড়াবে টাকা ৬৯৬.২৫ লক্ষ যা প্রকল্পের বিনিয়োগতব্য টাকা (৫০৮.৭৩+২০০.০০+১৫০.০০)=টাকা ৮৫৮.৭৩ লক্ষ অপেক্ষা ১৬২.৪৮ লক্ষ টাকা কম। প্রকল্পে হ্যাচারী ইউনিট চালু করা হয়নি। উপরন্তু মাছ চাষের পাশাপাশি হ্যাচারী ইউনিট শেডে ইইএফ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিরেকে বাণিজ্যিকভাবে মুরগি পালন শুরু করা হয়েছে। উদ্যোক্তা প্রকল্প সংশ্লিষ্ট হিসাবের কোন কাগজপত্র সরবরাহ করেনি।

- প্রকল্পে অর্থ ছাড়ের পূর্বে জমির দলিলাদির সঠিকতা নিশ্চিত না করে এবং অসত্য পরিদর্শন প্রতিবেদন দাখিলের মাধ্যমে প্রকল্পে সমমূলধন সহায়তার অর্থ ছাড়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। তাছাড়া ভুয়া/জাল মিউটেশন জমা ও ছাড়কৃত সরকারি অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে লিয়েন ব্যাংক ও উদ্যোক্তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।
- ফলে আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত সরকারি কর্মসূচির উদ্দেশ্য পূরণ হয়নি এবং সুদবিহীন টাকা ৩৫০.০০ লক্ষ দীর্ঘদিনেও আদায় নিশ্চিত না হওয়ায় সরকারের ক্ষতি নিশ্চিত হয়েছে।

অনিয়মের কারণ :

- ইইএফ নীতিমালা ব্যত্যয় করে জাল কাগজপত্র এবং অসত্য পরিদর্শন প্রতিবেদনের মাধ্যমে ইইএফ সহায়তা প্রদান এবং উক্ত নীতিমালা অনুযায়ী উদ্যোক্তার ইক্যুইটি ৫১% বিনিয়োগ নিশ্চিত না হয়েই ইইএফ এর সহায়তার অর্থ ছাড় করা হয়েছে। ফলে সরকারি তহবিলের অর্থ আদায় অনিশ্চিতজনিত ক্ষতি।

ফলাফল :

- সরকারের আর্থিক ক্ষতি টাকা ৩৫০.০০ লক্ষ

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- বর্তমান প্রেক্ষাপটে প্রকল্পের অনুকূলে ক্রয়কৃত ভূমির দলিলাদি সরেজমিনে যাচাই বাছাই ও বিনিয়োগ চিত্রের যথার্থতা পরীক্ষণ সম্পাদনান্তে প্রকল্পের অনুকূলে একাধিক কিস্তিতে ইইএফ সহায়তার অর্থ ছাড় করা হয়ে থাকে। পরিদর্শন প্রতিবেদন অনুকূল না হওয়ায় অবশিষ্ট অর্থ ছাড় করা হয়নি। সর্বশেষ পরিদর্শন প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রকল্পটির অবকাঠামো যথাযথ রয়েছে। বর্তমানে হ্যাচারী ইউনিটটি বন্ধ থাকলেও প্রকল্পটিতে মাছ চাষ হচ্ছে। ইইএফ এর অর্থ ফেরৎ প্রদানে উদ্যোক্তাগণ ব্যর্থ হলে প্রকল্প কর্তৃপক্ষের বিরূদ্ধে আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা রয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ অনিয়মিতভাবে ইইএফ অর্থ ছাড় পরবর্তী প্রকল্পের ত্রৈমাসিক আয়-ব্যয় ও অগ্রগতি প্রতিবেদন এবং নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী ও বোর্ড সভার কার্যবিবরণী সংগ্রহে ইইএফ বিভাগ ব্যর্থ হয়েছে। ফলে উক্ত প্রকল্পের প্রকৃত আর্থিক অবস্থা নিরীক্ষা দল কর্তৃক যাচাই করা সম্ভব হয়নি। ২৪/১১/২০১২ খ্রিঃ তারিখের শর্ত অনুযায়ী ৮ বছর পূর্ণ হলেও সুদবিহীন সমুদয় সরকারি অর্থ নিরীক্ষাকালীন (অক্টোবর/২০১৫) পর্যন্ত আদায় হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৮/০২/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ২৫/০৪/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ১৫/০৪/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- ইইএফ নীতিমালার ব্যত্যয় ঘটিয়ে উদ্যোক্তার ইক্যুইটি নিশ্চিত না হয়ে ইইএফ সহায়তার অর্থ ছাড়করণের জন্য দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করতঃ আপত্তিকৃত অর্থ আদায়পূর্বক প্রমাণকসহ নিরীক্ষা অধিদপ্তরকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ : ২০

শিরোনাম : প্রতিষ্ঠানের কোন অস্তিত্ব না থাকায় এবং প্রকল্পের নামে কোন সহায়ক জামানত না থাকায় ও আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি টাকা ১৭৫.৬২ লক্ষ।

বিবরণ :

আইসিবি ইক্যুইটি এন্ড এনট্রাপ্র্যানারশীপ ফান্ড (ইইএফ) বিভাগের ২০০৯-২০১০ থেকে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের হিসাব ২৬/৭/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ হতে ১২/১১/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে বিশেষ নিরীক্ষাকালে ৪টি আইটি প্রতিষ্ঠানের নথি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে,

- বাংলাদেশ ব্যাংক ইইএফ ইউনিটের ৯/১২/২০০৩ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং-ইইএফ/৩৬/২০০৩/২৫২২ এর মাধ্যমে মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৪৯% বাবদ ৮৬.৭৯ লক্ষ সমমূলধন সহায়তা মেসার্স ইনফরমেশন টেকনোলজী ম্যাট্রিক্স বাংলাদেশ লিঃ সফটওয়্যার তৈরীর জন্য অনুমোদন করা হয়। ইইএফ এর অর্থ ছাড়করণের পূর্বে ৬/৪/২০০৪ খ্রিঃ তারিখে উদ্যোক্তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে উদ্যোক্তার অংশের টাকা ৯৪.৭৯ লক্ষ ব্যয় হয়েছে মর্মে প্রতিবেদনে উল্লেখ করায় ২৪/৪/২০০৪ খ্রিঃ তারিখে টাকা ৫০.০০ লক্ষ ছাড় করা হয়।
- পরবর্তীতে বাংলাদেশ ব্যাংকের ৭/২/২০০৬ খ্রিঃ তারিখের পরিদর্শন প্রতিবেদন অনুযায়ী ৫৮ টি কম্পিউটারের পরিবর্তে ১২টি কম্পিউটার পাওয়া যায়। মোট টাকা ১৭৭.১৩ লক্ষ এর মধ্যে মাত্র টাকা ৫৫.১১ লক্ষ ব্যয় হয়েছে। ফলে উদ্যোক্তার আলোচ্য প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম সন্তোষজনক না হওয়ায় অবশিষ্ট অর্থ ছাড় করা যুক্তিযুক্ত নয় মর্মে উল্লেখ করা হয়।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের ১০/৬/২০০৬ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং-ই ই এফ/৩৮(৪৮)২০০৬-২৬৯৫ হতে দেখা যায় যে গ্রাহক কর্তৃক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ধানমন্ডি হতে উত্তরায় স্থানান্তর করা হয়েছে। যা বাংলাদেশ ব্যাংক হতে পূর্বানুমোদন নেওয়া হয়নি।
- জনাব সেলিম রেজা কর্তৃক ১৭/১১/২০০৩ খ্রিঃ তারিখে ভুয়া তথ্য প্রদানের মাধ্যমে ইইএফ তহবিল হতে অর্থ আত্মসাৎ করা হচ্ছে মর্মে অবহিত করা হলেও বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক উক্ত আবেদন পত্র বিবেচনা না করেই টাকা ৫০.০০ লক্ষ ছাড় করা হয়েছে। বর্তমানে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব না থাকায় সরকারের উক্ত অর্থ ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

(খ) বাংলাদেশ ব্যাংকে ইক্যুইটি এন্ড এনট্রাপ্র্যানারশীপ ফান্ড (ইইএফ) বিভাগের ২৭/৬/২০০৪ তারিখের পত্র নং-ইইএফ/ ৩৮ (১০২)/২০০৪-৭৪০ এর মাধ্যমে মেসার্স ক্রিষ্টাল ইনফরমেটিকস লিঃ কে মোট ব্যয়ের ৪৯% বাবদ টাকা ১৫৫.৯৭ লক্ষ সফটওয়্যার তৈরী ও বাজারজাত করণের জন্য ইইএফ সহায়তা মঞ্জুরি প্রদান করা হয়। অর্থ ছাড়ের পূর্বে ২৩/১১/২০০৪ খ্রিঃ তারিখের বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শন প্রতিবেদনে উদ্যোক্তার সফটওয়্যার শিল্প সম্পর্কে শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বাস্তব অভিজ্ঞতা নেই মর্মে মন্তব্য থাকা সত্ত্বেও অর্থ ছাড়ের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। যা বিধি সম্মত নয়।

- বাড়ী ভাড়ার চুক্তিপত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব জাকিউল ইসলাম কর্তৃক তার পিতার বাসা ৮ বছরের জন্য ভাড়া নেওয়ার চুক্তি সম্পাদন করে। উক্ত চুক্তিপত্রটি অবাস্তব, কারণ ৮ বছরের জন্য সাধারণত একই হারে ভাড়া নির্ধারণ করা হয় না। অফিস ভাড়া ও কর্মকর্তা কর্মচারীগণের বেতন যে ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে প্রদান করা হয় সে ব্যাংকের হিসাব বিবরণী প্রদান করা হয়নি।
- ১৭/১০/২০০৬খ্রিঃ তারিখের বাংলাদেশ বাংকের পরিদর্শন প্রতিবেদনে উক্ত প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি মর্মে উল্লেখ করা হয়। মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান ও অর্থ ছাড়ের সাথে জড়িত কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে অদ্যাবধি আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।
- ইইএফ তহবিল হতে ১৭/২/২০০৫খ্রিঃ তারিখে বিতরণকৃত টাকা ৩৫.৬২ লক্ষ আদায় করা সম্পূর্ণ অনিশ্চিত।

গ) মেসার্স আলফা সফট সিস্টেমস লিঃ কে বাংলাদেশ ব্যাংক ইইএফ ইউনিট এর ১৮/৫/২০০৫ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং- ইইএফ/৩৮/ (২৫৬)/২০০৫ এর মাধ্যমে সফটওয়্যার তৈরী ও বাজারজাতকরণের জন্য ৮ বছর মেয়াদে পরিশোধের শর্তে মোট ব্যয়ের ৪৯% বাবদ টাকা ৫০.০০ লক্ষ মঞ্জুর করা হয়। অর্থ ছাড়ের পূর্বে ২৫/৮/২০০৫ খ্রিঃ তারিখের বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শন প্রতিবেদন অনুযায়ী উদ্যোক্তার মোট টাকা ৫৮.০৮ লক্ষ ব্যয় হয়েছে। কিন্তু ব্যয়ের স্বপক্ষে ব্যাংক হিসাবের বিবরণী প্রদান করা হয়নি।

- সরকার যে উদ্দেশ্যে ইইএফ সহায়তা (সুদ বিহীন) প্রদান করেছে সে উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে বাংলাদেশ ব্যাংক ও মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান ব্যর্থ হওয়ায় সরকারের উক্ত অর্থ অপচয় হয়েছে।
- বাংলাদেশ বাংকের ইইএফ ইউনিট ও বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এর প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটির ১৬/৩/২০০৬ খ্রিঃ তারিখের পরিদর্শন প্রতিবেদনে মোট টাকা ৬৯.৬১ লক্ষ ব্যয় হয়েছে মর্মে উল্লেখ করা হয়। ফলে প্রমাণিত হয় যে ইইএফ এর ও উদ্যোক্তার সম্পূর্ণ অর্থ ব্যয় হয়নি।

- প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ থাকায় এবং বাংলাদেশ বাংকের ৫/১২/২০০৬ খ্রিঃ তারিখের পরিদর্শন প্রতিবেদনে মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শন করে প্রতিষ্ঠানের কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে।
- প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব না থাকা সত্ত্বেও এবং দীর্ঘ ১০ বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও উদ্যোক্তার বিরুদ্ধে কোন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় সরকারের টাকা ৫০.০০ লক্ষ ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

ঘ) মেসার্স ইলেকট্রনিক ডিজিটাল সিস্টেমস লিঃ কে সফটওয়্যার তৈরী ও বাজারজাত করণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের ইইএফ ইউনিটের ১১/৫/২০০৫ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং- ইইএফ/৩৮(২৬৭)/২০০৫/২৭১৯ এর মাধ্যমে মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৪৯% বাবদ টাকা ৬৪.৮৪ লক্ষ ৮ বছর মেয়াদে পরিশোধের শর্তে ইইএফ সহায়তা মঞ্জুর করা হয়। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও পরিচালকগণের সফটওয়্যার বিষয়ে কোন শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বাস্তব অভিজ্ঞতা নেই। একজন অনভিজ্ঞ ব্যক্তির প্রতিষ্ঠানকে ইইএফ তহবিল হতে ২৫/৬/২০০৬ খ্রিঃ তারিখে টাকা ৫০.০০ লক্ষ ছাড় করা হয়। ইইএফ সহায়তা প্রদানের পূর্বে বাংলাদেশ ব্যাংকের ৩১/৭/২০০৬ খ্রিঃ তারিখের পরিদর্শন প্রতিবেদন অনুযায়ী মোট ব্যয় টাকা ৭০.৭৮ লক্ষ। কিন্তু উক্ত ব্যয়ের সমর্থনে ব্যাংক হিসাবের লেনদেনের বিবরণী উদ্যোক্তা প্রদান করেনি। প্রকল্প অফিস ৭৮ কাজী নজরুল ইসলাম এ্যাভিনিউ ফার্মগেট এলাকায় ৬০০ বর্গফুট ১/২/২০০৪ খ্রিঃ হতে ৩১/১/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত মাসিক টাকা ১৫০০০ হিসাবে ১০ বছরের জন্য ভাড়া নেয়া হয় এবং টাকা ১২.০০ লক্ষ অগ্রিম পরিশোধ করা হয়। অফিস ভাড়া সাধারণত ৩ বছর হতে ৫ বছরের জন্য ভাড়া নেয়া হয়। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে ১০ বছরের জন্য চুক্তি করা অস্বাভাবিক এবং উক্ত ভাড়া অগ্রিম পরিশোধের প্রমাণ যাচাইয়ের জন্য ব্যাংক হিসাব বিবরণী পাওয়া যায়নি।

- সর্বশেষ পরিদর্শন প্রতিবেদন অনুসারে দেখা যায় যে প্রকল্পের কোন অস্তিত্ব নেই। বাংলাদেশ ব্যাংক ও আইসিবি হতে অদ্যাবধি উদ্যোক্তাগণের স্থায়ী ঠিকানায় পরিদর্শন করে উদ্যোক্তাগণের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় সরকারের টাকা ৫০.০০ লক্ষ ক্ষতি সাধিত হয়েছে।
- প্রতিষ্ঠান সমূহের অস্তিত্ব না থাকা সত্ত্বেও মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান অসত্য পরিদর্শনের সাথে জড়িত কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় সরকারের টাকা (৫০+৩৫.৬২+৫০+৪০)=টাকা ১৭৫.৬২ লক্ষ ক্ষতি সাধিত হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট "১১" এ প্রদর্শিত হলো।

অনিয়মের কারণ :

- সরকারি অর্থ বিতরণের দীর্ঘদিন পরও ইইএফ সহায়তার টাকা সঠিকভাবে ব্যবহার এবং প্রকল্পের অগ্রগতি, বিতরণকৃত টাকা আদায়ের জন্য নিয়মিত তদারকি করা হয়নি। ফলে সরকারের উক্ত টাকা ক্ষতি সাধিত হয়েছে।
- অসত্য পরিদর্শন প্রতিবেদনের মাধ্যমে ইইএফ সহায়তা প্রদান এবং সরকারি তহবিলের অর্থ আদায়ে ব্যর্থতা।

ফলাফল :

- সরকারের আর্থিক ক্ষতি টাকা ১৭৫.৬২ লক্ষ।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- নিবিড় মনিটরিং এর আওতায় ইইএফ সহায়তার ছাড়কৃত অর্থ আদায়ের চেষ্টা অব্যাহত আছে। শেয়ার বাইব্যাক করার জন্য বারবার তাগিদ পত্র ইস্যু করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ উদ্যোক্তাগণের ব্যবসায়িক সামর্থ যাচাই না করে প্রতিষ্ঠানের নামে কোন সম্পত্তি রেজিষ্ট্রেশন ব্যতিরেকে অর্থ ছাড়করণ করা ও দীর্ঘ ১১ বছর যাবৎ উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব না থাকা সত্ত্বেও প্রদত্ত অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে উদ্যোক্তাগণের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসাবে গণ্য।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৮/০২/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ২৫/০৪/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ১৫/০৪/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- ইইএফ নীতিমালা লঙ্ঘন করে এবং অসত্য পরিদর্শন প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ইইএফ সহায়তা তহবিলের অর্থ ছাড়করণের জন্য দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করতঃ আপত্তিকৃত অর্থ আদায়পূর্বক প্রমাণকসহ নিরীক্ষা অধিদপ্তরকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ : ২১

শিরোনাম : আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত সরকারি কর্মসূচির ছাড়কৃত সুদবিহীন অর্থ দিয়ে পোল্ট্রি হ্যাচারী প্রকল্প বাস্তবায়ন না করে উদ্যোক্তা কর্তৃক আত্মসাৎ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি টাকা ২৫০.০০ লক্ষ।

বিবরণ :

আইসিবি ইক্যুইটি এন্ড এনট্রাপ্র্যানারশীপ ফান্ড (ইইএফ) বিভাগের ২০০৯-২০১০ থেকে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের হিসাব ২৬/৭/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ হতে ১২/১১/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে বিশেষ নিরীক্ষাকালে ফরচুন পোলট্রি হ্যাচারী লিঃ এর নথিপত্রাদি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- বাংলাদেশ ব্যাংকের ইইএফ ইউনিট এর ২১/১২/২০০৫ খ্রিঃ তারিখের মঞ্জুরি পত্র নং-ইইএফ/ ৩৮ (৩০০)/২০০৫-৪৯৬৩ এর মাধ্যমে ফরচুন পোলট্রি হ্যাচারী লিঃ, আলীরজাহাল, ঝিলঞ্জা, কক্সবাজারে একদিন বয়সের ব্রয়লার মুরগীর বাচ্চা, টেবল এগ এবং কালড বার্ড উৎপাদন প্রকল্প এর অনুকূলে টাকা ৩০৯.৯২ লক্ষ (৪৯%) এর সমমূলধন সহায়তা ৮ বছর মেয়াদে মঞ্জুরি প্রদান করা হয়।
- প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ৩৯ জনের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং দেশের জিডিপিতে বার্ষিক অবদানের পরিমাণ হবে টাকা ৩৩৭.৭২ লক্ষ। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি।
- শর্তানুযায়ী মোট প্রকল্প ব্যয় টাকা ৬৩২.৪৯ লক্ষ এর মধ্যে উদ্যোক্তার ইক্যুইটির পরিমাণ ৫১% অর্থাৎ ৩২২.৫৭ লক্ষ সম্পূর্ণ অংশ প্রকল্পে বিনিয়োগ হওয়া সাপেক্ষে প্রকল্পের অনুকূলে ইইএফ সহায়তার অংশ ছাড়যোগ্য।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের ইইএফ ইউনিট কর্তৃক ২৯/০৯/২০০৬ খ্রিঃ হতে ২৪/০৩/২০০৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত প্রকল্পটির অনুকূলে ৩ কিস্তিতে মোট টাকা ২৫০.০০ লক্ষ এর সমমূলধন সহায়তার অর্থ ছাড় করা হয়।
- উদ্যোক্তার অনুকূলে তৃতীয় কিস্তির টাকা বিতরণের পর উক্ত টাকা প্রকল্পে বিতরণ করা হয়েছে কিনা উহা বাংলাদেশ ব্যাংক ও আইসিবি কর্তৃক সময়মত যাচাই করা হয়নি এবং নিয়মিত ত্রৈমাসিক সভা আহ্বান করে প্রকল্পের সঠিক অগ্রগতির কোন সভা করা হয়নি। যা ইইএফ নীতিমালার পরিপন্থী।
- আইসিবি, ইইএফ বিভাগের ০১/০৫/২০১০ খ্রিঃ তারিখে প্রকল্প সরেজমিন পরিদর্শন প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রকল্পে মোট বিনিয়োগ টাকা ৪৭৮.৫১ লক্ষ যা মোট বিনিয়োগতব্য (উদ্যোক্তা ৩২২.৫৭+ইইএফ ২৫০.০০)= টাকা ৫৭২.৫৭ লক্ষ এর চেয়ে টাকা ৯৪.০৬ লক্ষ কম। অর্থাৎ ২৪/০৩/২০০৮ খ্রিঃ তারিখে ইইএফ সহায়তার ছাড়কৃত ৩য় কিস্তির টাকা ১.০০ কোটি উদ্যোক্তাগণ প্রকল্পে বিনিয়োগ করেনি। তাছাড়া প্রকল্পের আমদানিকৃত মূল্যবান মেশিনারিজ ও যন্ত্রপাতি, যানবাহন, সিলিং ফ্যান এবং মজুদ নির্মাণ সামগ্রী উদ্যোক্তাগণ কর্তৃক বিক্রয় করে অর্থ আত্মসাৎ করা হয়েছে। উক্ত পরিদর্শনের সময় প্রকল্পের চেয়ারম্যান জনাব নুরুল আমিন এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব নুরুল আজিম ফরাজী উপস্থিত ছিলেন।
- সরকারি অর্থ আত্মসাৎ ও ইইএফ বিভাগ এর অনুমতি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মূল্যবান মেশিনারিজ ও যন্ত্রপাতি, যানবাহন, সিলিং ফ্যান এবং মজুদ নির্মাণ সামগ্রী উদ্যোক্তাগণ কর্তৃক বিক্রয় করা হলেও ইইএফ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উদ্যোক্তাদের বিরুদ্ধে জরুরি ভিত্তিতে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করে শেয়ার বাইব্যাক করার জন্য অনুরোধ করা হয়।
- কোম্পানির নামে রেজিস্ট্রিকৃত জমির মূল দলিল ইইএফ বিভাগ কর্তৃক সংগ্রহ করা হয়নি এবং উদ্যোক্তা কর্তৃক বিনিয়োগ চুক্তির শর্ত ভংগ করলেও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। আইসিবি ইইএফ বিভাগ হতে ২১/০৮/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে সরকারের নামে ইস্যুকৃত শেয়ার বাইব্যাকের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণেব লক্ষ্যে পুনরায় অনুরোধ করা হয়েছে।
- সুতরাং আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত সরকারি কর্মসূচির সুদবিহীন অর্থ আত্মসাৎকারীদের নিকট হতে দীর্ঘদিনেও আদায় নিশ্চিত না হওয়ায় সরকারি ২৫০.০০ লক্ষ টাকা ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

অনিয়মের কারণ :

- ইইএফ নীতিমালা লঙ্ঘন করে কোম্পানির নামে রেজিষ্ট্রিকৃত জমির দলিল ইইএফ বিভাগের হেফাজতে না নিয়েই ইইএফ এর সহায়তার অর্থ ছাড়।
- অসত্য পরিদর্শন প্রতিবেদনের ভিত্তিতে অর্থ ছাড়।
- যথাযথভাবে প্রকল্পটি মনিটরিং এবং আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা ।

:৯—

ফলাফল :

- সরকারের আর্থিক ক্ষতি টাকা ২৫০.০০ লক্ষ।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- কোম্পানির নামে রেজিস্ট্রিকৃত দলিলাদি সংগ্রহ করার লক্ষ্যে মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান পিপলস্ লিজিং এন্ড ফিন্যানশিয়াল সার্ভিসেস লিঃ কে পত্র দেয়া হয়েছে এবং টেলিফোনে তাগাদা প্রদান করা হয়েছে।
- প্রকল্প উদ্যোক্তাগণের বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক এর মতামত নেয়া হয়েছে এবং বর্তমানে বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। তবে অর্থ আদায় সম্ভব না হল, এ বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ প্রকল্পের নামে রেজিষ্ট্রিকৃত ভূমির দলিল ইইএফ বিভাগের হিফাজতে না নিয়ে ইইএফ সহায়ক তহবিলের অর্থ ছাড়ের বিষয়ে কোন মন্তব্য প্রদান করা হয়নি। এছাড়া বিতরণকৃত টাকা ব্যবহারের সঠিকতা তদারকি না করায় সরকারি অর্থ আত্মসাৎ এবং প্রকল্পের মালামাল বিক্রি করার সুবিধা পেয়েছে এবং সময়মত ফৌজদারী মামলা না করায় সরকারের উক্ত টাকা ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৮/০২/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ২৫/০৪/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ১৫/০৪/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- ইইএফ নীতিমালা লঙ্ঘন করে এবং অসত্য পরিদর্শন প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ইইএফ সহায়তা তহবিলের অর্থ ছাড়করণের জন্য দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করতঃ আপত্তিকৃত অর্থ আদায়পূর্বক প্রমাণকসহ নিরীক্ষা অধিদপ্তরকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ : ২২

শিরোনাম : কোম্পানির নামে জমি রেজিস্ট্রেশন দলিল সংগ্রহ ব্যতিরেকে এবং প্রকল্পে ঘাটতি বিনিয়োগ সত্ত্বেও ইইএফ তহবিলের অর্থ ছাড় করার পর আদায় অনিশ্চিত হওয়ায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি টাকা ৩৪০.০০ লক্ষ।

বিবরণ :

আইসিবি ইক্যুইটি এন্ড এনট্রাপ্র্যানারশীপ ফান্ড (ইইএফ) বিভাগের ২০০৯-২০১০ থেকে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের হিসাব ২৬/৭/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ হতে ১২/১১/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে বিশেষ নিরীক্ষাকালে ইফাডাপ এ্যাকুয়া লিঃ এর নথিপত্রাদি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- বাংলাদেশ ব্যাংকের ইইএফ ইউনিট এর ০১/০৮/২০০৪ খ্রিঃ তারিখের মঞ্জুরি পত্র নং-ইইএফ/ ৩৮(১১৯)/ ২০০৪-৯৪৪ এর মোতাবেক ইফাডাপ এ্যাকুয়া লিঃ, কদমা, আদমদিঘী, বগুড়ায় মাছের হ্যাচারী ও মাছ চাষ প্রকল্প এর অনুকূলে টাকা ৩৮০.০০ লক্ষ (৪৯%) সমমূলধন সহায়তা ৮ বছর মেয়াদে মঞ্জুরি প্রদান করা হয়। প্রকল্পে ৬৪ জনের কর্মসংস্থান হবে এবং বার্ষিক টাকা ১১.৩৭ কোটি মূল্যের মাছ ও পোনা উৎপাদনসহ জিডিপিতে বার্ষিক টাকা ৪৬৬.৫০ লক্ষ যোগান হবে মর্মে পরিকল্পনা তৈরী করা হয়। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি।
- মঞ্জুরিপত্রের ১নং শর্তানুযায়ী মোট প্রকল্প ব্যয় টাকা ৭৭৫.৫০ লক্ষ এর মধ্যে উদ্যোক্তার ইক্যুইটির পরিমাণ ৫১% অর্থাৎ টাকা ৩৯৫.৫০ লক্ষ সম্পূর্ণ অংশ প্রকল্পে বিনিয়োগ হওয়া সাপেক্ষে প্রকল্পের অনুকূলে ইইএফ সহায়তার অংশ ছাড়যোগ্য এবং ৫নং শর্তানুযায়ী প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত ৪০.৫০ একর জমির মালিকানা কোম্পানির নামে রেজিস্ট্রিকরণ এবং কোম্পানির Memorandum & Articles of Association সংশোধনযোগ্য। কিন্তু প্রকল্প মূল্যায়নকারী মাইডাস ফাইন্যান্স কর্তৃক কোম্পানির নামে জমির রেজিস্ট্রেশন দলিল সংগ্রহ না করেই উদ্যোক্তার ইক্যুইটি বিনিয়োগ হয়েছে মর্মে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংককে অনুরোধ জানানো হয়।
- ১ম কিস্তির অর্থ ছাড়ের পূর্বে ইইএফ ইউনিট বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ০৮/০৫/২০০৫ খ্রিঃ তারিখে সরেজমিন প্রকল্প পরিদর্শন প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রকল্পের নামে ৪০.৫০ একর জমির মধ্যে ৩৫.২৪ একর জমি রেজিস্ট্রি করা হয়েছে। পুকুর খনন ৩০টির মধ্যে প্রায় ১২টি শেষ হয়েছে। কোম্পানির নামে সম্পূর্ণ জমি ক্রয় না হলেও অনুমোদিত জমির সম্পূর্ণ মূল্য পরিদর্শন দল কর্তৃক গ্রহণ অযৌক্তিক হয়েছে।
- কোম্পানির নামে সম্পূর্ণ জমি ক্রয়ের দলিলাদির সঠিকতা নিশ্চিত না হয়েই এবং ত্রুটিপূর্ণ পরিদর্শন প্রতিবেদন থাকা সত্ত্বেও ০৬/০৬/২০০৫ খ্রিঃ তারিখে ইইএফ হতে টাকা ২০০.০০ লক্ষ প্রকল্পের অনুকূলে ছাড়ের অনুমোদন ও চেক ইস্যু করা হয়।
- ২য় কিস্তি ছাড়ের পূর্বে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শন দলের ০৪/০১/২০০৬ খ্রিঃ তারিখে প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, ৪০.৫০ একর জমি কোম্পানির নামে ক্রয়ের মূল দলিল, নামজারী পর্চার সার্টিফাইড কপি ও খাজনা পরিশোধের রশিদ পাওয়া যায়নি এবং বিনিয়োগ ঘাটতি টাকা (৫৯৫.৫০-৫৬৩.৩০)=টাকা ৩২.২০ লক্ষ।
- বর্ণিত বিনিয়োগ ঘাটতি পূরণ এবং জমির দলিলাদির সঠিকতা নিশ্চিত না করেই বাংলাদেশ ব্যাংকের ইইএফ ইউনিট কর্তৃক ২৮/০২/২০০৬ খ্রিঃ তারিখে প্রকল্পে সমমূলধন সহায়তার ২য় কিস্তির টাকা ৮০.০০ লক্ষ ছাড় করা হয়।
- হাজী মোঃ আলতাফ উদ্দিন কর্তৃক ইইএফ ইউনিটের নির্বাহী পরিচালককে ২১/০৮/২০০৬ খ্রিঃ তারিখে লিখিত অভিযোগপত্রে উল্লেখ করা হয় যে, সরকারি কিছু খাস জমিতে ইফাডাপ নামে মাছের খামার নিজেদের নামে দেখিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের ইইএফ ইউনিট হতে অর্থ উত্তোলন করা হয়েছে।
- কিন্তু ইইএফ ইউনিট কর্তৃক উক্ত অভিযোগের সত্যতা যাচাই ব্যতিরেকে পুনরায় বর্ণিত বিনিয়োগ ঘাটতি পূরণ এবং জমি ক্রয় দলিলাদির সঠিকতা নিশ্চিত না করেই ২২/০৮/২০০৬ খ্রিঃ তারিখে প্রকল্পে সমমূলধন সহায়তার ৩য় কিস্তি বাবদ টাকা ৬০.০০ লক্ষ ছাড় করা হয়।
- ৩য় কিস্তি ছাড়ের পর প্রায় ৬ বছর বাংলাদেশ ব্যাংকের ইইএফ ইউনিট ও আইসিবি এর ইইএফ বিভাগ এবং লিয়েন ব্যাংক মাইডাস ফাইন্যান্স এর সাথে প্রকল্পের যোগাযোগ বন্ধ থাকায় ইইএফ নীতিমালা ও কোম্পানী আইন পরিপালন নিশ্চিত হয়নি। যার দায় ইইএফ বিভাগ তথা আইসবি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এড়ানোর সুযোগ নেই।

- আইসিবি কর্তৃক ২০/০৭/২০১২ খ্রিঃ, ১৯/০৭/২০১৩ খ্রিঃ ও ১৩/১২/২০১৪ খ্রিঃ তারিখের পরিদর্শন প্রতিবেদন হতে দেখা যায়, প্রকল্পের হ্যাচারী ইউনিটটা চালু করা হয়নি এবং স্বল্প পরিসরে পুকুরে মাছ চাষ করা হচ্ছে।
- ইইএফ নীতিমালা আনুযায়ী ১ম কিস্তি বিতরণের ৮ বছরের মধ্যে (০৪/০৬/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে) প্রকল্পের অনুকূলে বিতরণকৃত সমুদয় অর্থের শেয়ার ক্রয় করে ফেরত বা বাই-ব্যাক নিশ্চিত হয়নি।
- ফলে আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত সরকারি কর্মসূচির উদ্দেশ্য পূরণ হয়নি এবং সুদবিহীন টাকা ৩৪০.০০ লক্ষ দীর্ঘদিনেও আদায় নিশ্চিত না হওয়ায় সরকারের ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

অনিয়মের কারণ :

- প্রকল্পের উদ্যোক্তা ও আইসিবি কর্তৃক প্রকল্পের অগ্রগতি ও আয়-ব্যয়ের হিসাব পর্যালোচনার জন্য কোন বোর্ডসভা করা হয়নি।
- প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হলেও একটি মান সম্পন্ন সিএ ফার্ম এর দ্বারা প্রকল্পের বর্তমান বাজার দর নিরূপণ পূর্বক উহার ৪৯% এবং ইইএফ এর ছাড়কৃত টাকার মধ্যে যেটি বেশি তা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ না করা আর্থিক অনিয়ম হিসাবে গণ্য।
- ইইএফ নীতিমালা ব্যত্যয় করে ইইএফ সহায়তা প্রদান এবং প্রকল্পটি যথাযথভাবে মনিটরিং না করা।

ফলাফল :

- সরকারের আর্থিক ক্ষতি টাকা ৩৪০.০০ লক্ষ ।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- নীতিমালা অনুযায়ী প্রকল্পের মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান মাইডাস ফাইন্যান্সিং লিঃ কর্তৃক প্রকল্পের মূল দলিলাদি, উদ্যোক্তাদের ১১৭ ফরমসহ শেয়ার সার্টিফিকেট এবং সরকারের প্রাপ্য শেয়ার সার্টিফিকেট সমূহ সংগ্রহপূর্বক সংরক্ষণ করছে।
- ইইএফ সহায়তার বিতরণকৃত ১ম কিস্তির অর্থের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত হয়েই পর্যায়ক্রমে ২য় ও ৩য় কিস্তির অর্থ ছাড় করা হয়েছে।
- ৮ বছর মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় বাইব্যাক এর জন্য উদ্যোক্তাদেরকে একাধিকবার পত্র দেয়া হয়েছে এবং যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। তবে অর্থ আদায় সম্ভব না হলে, এ বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ কোম্পানির নামে সম্পূর্ণ জমি রেজিস্ট্রেশন ব্যতিরেকে অনিয়মিতভাবে ইইএফ সহায়তা বিতরণের বিষয় আপত্তিতে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। যার ভিত্তি বাংলাদেশ ব্যাংকের সরেজমিন প্রকল্প পরিদর্শন প্রতিবেদন। যার দায় এড়ানোর সুযোগ নেই। ইইএফ নীতিমালা অনুযায়ী মূল দলিলাদি, উদ্যোক্তাদের ১১৭ ফরমসহ শেয়ার সার্টিফিকেট এবং সরকারের প্রাপ্য শেয়ার সার্টিফিকেট সমূহ লিয়েন ব্যাংক হতে সংগ্রহপূর্বক ইইএফ বিভাগে সংরক্ষণযোগ্য হলেও তা নিশ্চিত করা হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৮/০২/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ২৫/০৪/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ১৫/০৪/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- ইইএফ নীতিমালার ব্যত্যয় ঘটিয়ে এবং কোম্পানির নামে সম্পূর্ণ জমির রেজিস্ট্রেশন ব্যতিরেকে ইইএফ সহায়তা তহবিলের অর্থ ছাড়করণের জন্য দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করতঃ আপত্তিকৃত অর্থ আদায়পূর্বক প্রমাণকসহ নিরীক্ষা অধিদপ্তরকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ : ২৩

শিরোনাম : সরকারি তহবিলের অর্থ দিয়ে প্রকল্পের জমি ক্রয়ে সহযোগিতাকরণ, শ্রেণিকৃত ব্যাংক ঋণের বিষয়টি গোপন করে অসত্য পরিদর্শন প্রতিবেদনকে ভিত্তি ধরে অর্থ ছাড় করা হলেও দীর্ঘদিনে ছাড়কৃত অর্থ আদায়ে ব্যর্থতায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি টাকা ৩৬০.০০ লক্ষ।

বিবরণ :

আইসিবি ইক্যুইটি এন্ড এনট্রাপ্র্যানারশীপ ফান্ড (ইইএফ) বিভাগের ২০০৯-২০১০ থেকে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের হিসাব ২৬/৭/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ হতে ১২/১১/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে বিশেষ নিরীক্ষাকালে সিনহা গ্রীণারী এগ্রো কমপ্লেক্স লিঃ এর নথিপত্রাদি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- বাংলাদেশ ব্যাংকের ইইএফ ইউনিট কর্তৃক সিনহা গ্রীণারী এগ্রো কমপ্লেক্স লিঃ, দয়ারামপুর, শম্ভুগঞ্জ, ফুলপুর, ময়মনসিংহে আধুনিক পদ্ধতিতে মাছের পোনা উৎপাদন ও মাছ চাষ প্রকল্প এর অনুকূলে টাকা ৪১০.১০ লক্ষ (৪৯%) এর সমমূলধন সহায়তা মঞ্জুরি প্রদান করা হয়।
- শর্তানুযায়ী মোট প্রকল্প ব্যয় টাকা ৮৩৬.৯১ লক্ষ এর মধ্যে উদ্যোক্তার ইক্যুইটির পরিমাণ ৫১% অর্থাৎ টাকা ৪২৬.৯১ লক্ষ সম্পূর্ণ অংশ প্রকল্পে বিনিয়োগ হওয়া সাপেক্ষে প্রকল্পের অনুকূলে ইইএফ সহায়তার অংশ ছাড়যোগ্য এবং কোম্পানির নামে জমি রেজিস্ট্রেশন করতে হবে।
- ১ম কিস্তির অর্থ ছাড়ের পূর্বে ১৮/০৬/২০০৪ খ্রিঃ তারিখের সরেজমিন প্রকল্প পরিদর্শন প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, উদ্যোক্তার অংশে বেশি বিনিয়োগ হয়েছে টাকা (৪৩৩.৪২-৪২৬.৯১)= টাকা ৬.৫১ লক্ষ। প্রকল্পের ৭০ একর জমির মধ্যে মাত্র ২৭.২৩ একর জমি কোম্পানীর নামে রেজিস্ট্রি হয়েছে। ক্রয়কৃত জমির নামজারী প্রক্রিয়াধীন রয়েছে এবং ২৭টি পুকুর খনন সম্পূর্ণ হয়েছে তারমধ্যে ২৬ টিতে মাছ ছাড়া হয়েছে।
- সম্পূর্ণ জমি কোম্পানির নামে রেজিস্ট্রেশন এবং জমির দলিলাদির সঠিকতা নিশ্চিত না হয়েই উক্ত পরিদর্শন প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ১৮/০৬/২০০৪খ্রিঃ তারিখে ১৫০.০০ লক্ষ টাকার ১ম কিস্তি প্রকল্পের অনুকূলে ছাড় করা হয়।
- কিন্তু নথিতে সংরক্ষিত ১৮/০১/২০০৪ খ্রিঃ ও ২২/০২/২০০৪ খ্রিঃ তারিখের সিআইবি রিপোর্টে উদ্যোক্তাদের সহযোগী প্রতিষ্ঠান মেসার্স সিনহা এন্ড কোং এর নামে পূবালী ব্যাংকে শ্রেণিকৃত দায় থাকলেও অনিয়মিতভাবে ইইএফ সহায়তার ১ম কিস্তি বিতরণ করা হয়েছে। অর্থ ছাড়ের সময় নথির নোটাংশে শ্রেণিকৃত ঋণের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়নি।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের ০২/০৯/২০০৪ খ্রিঃ তারিখের পরিদর্শন প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, ৩৭.২৩ একর জমির নামজারী হয়নি এবং সীমানা বেষ্টনীও নেই। ছাড়কৃত টাকা ১.৫ কোটি ব্যয় গৃহীত হয়। উক্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতেই অনিয়মিতভাবে ২য় কিস্তির ১.৫ কোটি টাকা প্রকল্পের অনুকূলে ২৯/১১/২০০৪ খ্রিঃ তারিখে ছাড় করা হয়।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের ১৯/০৬/২০০৫ খ্রিঃ তারিখের পরিদর্শন প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, ৩২.৩৫৫ একর জমি কোম্পানির নামে ক্রয় ও নামজারী সম্পন্ন হয়েছে এবং ২য় কিস্তির ছাড়কৃত টাকা ১.৫ কোটি প্রকল্পের অনুকূলে ব্যয় গৃহীত হয়।
- ৩য় কিস্তিতে টাকা ৬০.০০ লক্ষ প্রকল্পের অনূকূলে ০৬/০৮/২০০৫ খ্রিঃ তারিখে ছাড় করা হয়। শর্তে উল্লেখ করা হয় যে, পরবর্তী কিস্তির দাবীর পূর্বে ১.০৭৫ একর জমির নামজারী সম্পন্ন করতে হবে এবং সীমানা বেষ্টনী নির্মাণ ও প্রকল্পে বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করতে হবে। যা ইইএফ নীতিমালার পরিপন্থী। কারণ শর্তের বিয়ষগুলো সম্পূর্ণ না করেই ১ম, ২য় ও ৩য় কিস্তি ছাড় গুরুতর অনিয়ম।
- বাংলাদেশ ব্যাংক ও আইসিবি সমন্বয়ে ০৬/০৭/২০০৬ খ্রিঃ ও ০৭/০৭/২০০৬ খ্রিঃ তারিখে সরেজমিন প্রকল্প পরিদর্শন প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, অনুমোদিত ৭০ একর জমির মধ্যে ৬৮.৪৪৫ একর জমি প্রকল্পের নামে রেজিস্ট্রেশন ও নামজারীর পর্চার ফটোকপি উদ্যোক্তা কর্তৃক উপস্থাপন করা হলেও জমি রেজিস্ট্রেশন খাতে ব্যয়ের সপক্ষে কোন ডকুমেন্ট উপস্থাপন করা হয়নি। পরিদর্শন দলের নিকট জমিসহ মোট ব্যয় গৃহীত হয় টাকা ৫,৯৭,৯১,৮৭৯।
- কিন্তু প্রকল্পে মোট বিনিয়োগযোগ্য অর্থ (৪,২৬,৯১,০০০+৩,৬০,০০,০০০)=টাকা ৭,৮৬,৯১,০০০। ফলে বিনিয়োগ ঘাটতি থাকে (৭,৮৬,৯১,০০০-৫,৯৭,৯১,৮৭৯)=টাকা ১,৮৮,৯৯,১২১। উক্ত ঘাটতি অর্থ প্রকল্পে বিনিয়োগ হয়েছে কিনা তা ইইএফ

বিভাগ কর্তৃক পরবর্তীতে নিশ্চিত করা হয়নি। তাছাড়া কিস্তি ছাড় পূর্ববর্তী অসত্য পরিদর্শন প্রতিবেদন উপস্থাপনকারী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

- প্রতি ৪ মাস পর পর কোম্পানির বোর্ড সভার কার্যবিবরণী এবং প্রান্তিক অগ্রগতি প্রতিবেদন আইসিবি এর ইইএফ বিভাগ কর্তৃক সংগ্রহ করা হয়নি। এবিষয়ে প্রকল্প মূল্যায়নকারী ব্যাংক ও সরকারের মনোনীত পরিচালকের সাথে যোগাযোগ করা হয়নি।
- উক্ত ইইএফ সহায়তা ছাড় পরবর্তী নিরীক্ষাকালীন (আগষ্ট/২০১৫) পর্যন্ত সিএ ফার্ম কর্তৃক প্রকল্পের নিরীক্ষিত আর্থিক হিসাব বিবরণী আইসিবি ইইএফ বিভাগ কর্তৃক সংগ্রহ করা হয়নি।তাছাড়া প্রকল্পটিকে যথাযথভাবে মনিটরিং করা হয়নি এবং প্রকল্প হতে সরকারি শেয়ারের বিপরীতে কোন লভ্যাংশ পাওয়া যায়নি। শর্তানুযায়ী ১ম কিস্তি বিতরণের তারিখ হতে ১৭/০৬/২০১২ খ্রিঃ তারিখে ০৮ বছর পূর্ণ হলেও সরকারের নামে ইস্যুকৃত শেয়ারের বাইব্যাক নিশ্চিত হয়নি।
- ফলে আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত সরকারি কর্মসূচির সুদবিহীন টাকা ৩৬০.০০ লক্ষ বাংলাদেশ ব্যাংক হতে অনিয়মিতভাবে শিল্প উদ্যোক্তাদেরকে প্রদান করে দীর্ঘদিনেও তা আদায় নিশ্চিত না হওয়ায় সরকারের ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

অনিয়মের কারণ :

- ইইএফ নীতিমালার ব্যত্যয় করে কোম্পানির নামে রেজিষ্ট্রিকৃত জমির দলিল ইইএফ বিভাগের হেফাজতে না নিয়ে এবং অসত্য পরিদর্শন প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ইইএফ সহায়তা তহবিলের অর্থ ছাড় এবং প্রকল্পটি যথাযথভাবে মনিটরিং না করা।

ফলাফল :

- সরকারের আর্থিক ক্ষতি টাকা ৩৬০.০০ লক্ষ ।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- সর্বশেষ পরিদর্শন প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রকল্পে আংশিক মাছ চাষ হচ্ছে ও পোনা উৎপাদন করা হয়। ইতোমধ্যে প্রকল্প হতে টাকা ৫.০০ লক্ষ আদায় হয়েছে। নিয়মিত মনিটরিং, যোগাযোগ অব্যাহত রাখলেও আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে (যা প্রক্রিয়াধীন) প্রকল্প হতে সরকারি অর্থ আদায় সম্ভব।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ অনিয়মিতভাবে ইইএফ অর্থ ছাড় পরবর্তী প্রকল্পের ত্রৈমাসিক আয়-ব্যয় ও অগ্রগতি প্রতিবেদন এবং নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী ও বোর্ড সভার কার্যবিবরণী উপস্থাপন না করায় প্রকল্পের প্রকৃত আর্থিক অবস্থা নিরীক্ষা দল কর্তৃক যাচাই করা সম্ভব হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৮/০২/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ২৫/০৪/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ১৫/০৪/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- ইইএফ নীতিমালার ব্যত্যয় ঘটিয়ে ইইএফ সহায়তা তহবিলের অর্থ ছাড়করণের জন্য দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করতঃ আপত্তিকৃত অর্থ আদায়পূর্বক প্রমাণকসহ নিরীক্ষা অধিদপ্তরকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ : ২৪

শিরোনাম : তহবিলের অর্থ ছাড় পরবর্তী ইইএফ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতীত প্রকল্পের অবস্থান পরিবর্তন কিন্তু প্রকল্প চালু থাকলেও শেয়ার বাইব্যাক ব্যর্থতায় সুদবিহীন সরকারি অর্থ আদায় অনিশ্চিত হওয়ায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি টাকা ৩১৮.২৭ লক্ষ।

বিবরণ :

আইসিবি ইক্যুইটি এন্ড এনট্রাপ্র্যানারশীপ ফান্ড (ইইএফ) বিভাগের ২০০৯-২০১০ থেকে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের হিসাব ২৬/৭/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ হতে ১২/১১/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে বিশেষ নিরীক্ষাকালে ডিএনএস স্যাটকম লিঃ এর নথিপত্রাদি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- ইইএফ ইউনিট এর ১৯/০৯/২০০৪ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ ব্যাংকের TAC(Technical Advisory Committee) এর ২৭তম সভায় ডিএনএস স্যাটকম লিঃ, হাউজ #১২,রোড #১০,গুলশান, ঢাকা এর অনুকূলে টাকা ৩২৮.০০ লক্ষ ইইএফ সহায়তা মঞ্জুর করা হয়।
- প্রকল্পে একটি VSAT HUB (Earth Sattelite Station) স্থাপন করা হবে। ফলে Data Transmission, Internet, Digital vedio Broadcasting, VOIP Exchange, Wireless Broadcasting Connectivity ইত্যাদি সুবিধা পাওয়া যাবে। প্রকল্পটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব ইঞ্জিনিয়ার রাফেল কবির সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ।
- শর্তানুযায়ী মোট প্রকল্প ব্যয় টাকা ১৬৭৩.৫৩ লক্ষ এর মধ্যে উদ্যোক্তার ইক্যুইটির পরিমাণ টাকা ৩৪২.৩০ লক্ষ এবং ব্যাংক ঋণ টাকা ১০০৩.২৩ লক্ষ। কিন্তু পরর্তীতে বুয়েট কর্তৃক প্রকল্পটি পুনঃমূল্যায়ন করে প্রকল্প ব্যয় কমিয়ে চূড়ান্তভাবে টাকা ১৬২৩.৮৩ লক্ষ নির্ধারণ এবং প্রকল্পটি গাজীপুর আইসিটি পার্কের পরিবর্তে সাভার ইপিজেডে স্থাপন করা হয়।
- পনুঃনির্ধারিত মোট প্রকল্প ব্যয় টাকা ১৬২৩.৮৩ লক্ষ। যার মধ্যে উদ্যোক্তার অংশ টাকা ৩৩১.২৬ লক্ষ ও ইইএফ সহায়তা টাকা ৩১৮.২৭ লক্ষ এবং ব্যাংক ঋণ টাকা ৯৭৪.৩০ লক্ষ (IDCOL টাকা ৪৮৭.১৬ লক্ষ, জনতা ব্যাংক টাকা ২৪৩.৫৭ লক্ষ ও প্রাইম ব্যাংক টাকা ২৪৩.৫৭ লক্ষ)।
- প্রকল্পের মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান আইসিবি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট কর্তৃক বিনিয়োগ চুক্তি সম্পাদনসহ প্রকল্প সাইট পরিবর্তনের বিষয়ে অনাপত্তি প্রদান এবং মূল্যায়িত প্রকল্প প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে দেশের জিডিপিতে বছরে টাকা ১৬.৭৬ কোটি অবদান রাখবে এবং সরাসরি ৫৬ জন লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। কিন্তু নিরীক্ষায় তার প্রমাণ পাওয়া যায়নি।
- ০৫/০১/২০০৬ খ্রিঃ হতে ০৫/০৯/২০০৭ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের ইইএফ ইউনিট কর্তৃক সমমূলধন সহায়তার টাকা ৩১৮.২৭ লক্ষ ৪ কিস্তিতে (১১৮.০০ লক্ষ+ ১০০.০০ লক্ষ+ ৫০.০০ লক্ষ+ ৫০.২৭ লক্ষ) প্রকল্পের অনুকূলে ছাড় করা হয়।
- কিন্তু অর্থছাড় পরবর্তী সেপ্টেম্বর/২০১৫ পর্যন্ত সময়ে বিনিয়োগ চুক্তিপত্রের শর্তসমূহ পরিপালনের প্রমাণক নথিতে পাওয়া যায়নি। যেমন-প্রতি তিন মাসে একটি বোর্ড মিটিং এর কার্যবিবরণী, অগ্রগতি ও আয়-ব্যয়ের প্রতিবেদন,প্রকল্পের যন্ত্রপাতি ও স্থায়ী সম্পদের বীমার ডকুমেন্ট এবং কোম্পানী আইন অনুযায়ী সিএ ফার্ম কর্তৃক নিরীক্ষিত বার্ষিক আর্থিক বিবরণী ইইএফ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংগ্রহ করা হয়নি।
- প্রকল্পের ওয়েব নিউজ হতে দেখা যায় যে, ০১/০৮/২০১১ খ্রিঃ তারিখ হতে প্রকল্পের অবস্থান প্যারাগন হাউজ (৫ম তলা), ৫ মহাখালী বা/এ, ঢাকা। যা ইইএফ কর্তৃক অনুমোদিত প্রকল্প সাইট নয়। কারণ ইইএফ কর্তৃক অনুমোদিত এবং ৩টি সরেজিমন পরিদর্শন প্রতিবেদন অনুযায়ী সাভারের ইপিজেড এর ২৭৮ নং প্লটে প্রাথমিকভাবে ৩০ বছরের লীজ চুক্তিতে স্থায়ী অবকাঠামোয় প্রকল্পটি স্থাপিত।
- বিনিয়োগ চুক্তিপত্র অনুযায়ী ০৪/০১/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে ০৮ বছর পূর্ণ হলেও সুদবিহীন সরকারি অর্থ টাকা ৩১৮.২৭ লক্ষ আদায় নিশ্চিত হয়নি। তাছাড়া সরকারি অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে উদ্যোক্তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি ।

অনিয়মের কারণ :

- ইইএফ নীতিমালা লঙ্ঘন করে ইইএফ সহায়তা তহবিলের অর্থছাড়, অর্থছাড় পরবর্তীতে যথাযথ মনিটরিং এর অভাবে বিনিয়োগ চুক্তি অনুযায়ী বোর্ড মিটিং না করা সিএ ফার্ম কর্তৃক আর্থিক বিবরণী প্রনয়ন না করায় সরকারি বিনিয়োকৃত অর্থ আদায় অনিশ্চিত।
- প্রকল্পটিতে অর্থছাড় পরবর্তী যথাযথ মনিটরিং করা হয়নি এবং বিনিয়োগ চুক্তিপত্রের শর্তও পরিপালন হয়নি।

ফলাফল :

- সরকারের আর্থিক ক্ষতি টাকা ৩১৮.২৭ লক্ষ।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- সর্বশেষ পরিদর্শন প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রকল্পটি সম্পূর্ণ উৎপাদনে আছে বলে পরিদর্শন দলের নিকট পরিদৃষ্ট হয়। ইইএফ সহায়তার অর্থ আদায়ের সকল প্রক্রিয়া ব্যর্থ হলে সর্বশেষ উদ্যোক্তাদের বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ ইইএফ অর্থ ছাড় পরবর্তী প্রকল্পের ত্রৈমাসিক আয়-ব্যয় ও অগ্রগতি প্রতিবেদন এবং নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী ও বোর্ড সভার কার্যবিবরণী উপস্থাপন না করায় প্রকল্পের প্রকৃত আর্থিক অবস্থা নিরীক্ষা দল কর্তৃক যাচাই করা সম্ভব হয়নি। প্রকল্প অননুমোদিতভাবে স্থানান্তরের জবাব পাওয়া যায়নি। ০৪/০১/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে শর্ত অনুযায়ী ৮ বছর পূর্ণ হলেও সুদবিহীন সমুদয় সরকারি অর্থ নিরীক্ষাকালীন (অক্টোবর/২০১৫) পর্যন্ত আদায় হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৮/০২/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ২৫/০৪/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ১৫/০৪/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- ইইএফ নীতিমালা লঙ্ঘন করে ইইএফ সহায়তা তহবিলের অর্থ ছাড়করণের জন্য দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করতঃ আপত্তিকৃত অর্থ আদায়পূর্বক প্রমাণকসহ নিরীক্ষা অধিদপ্তরকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ : ২৫

শিরোনাম : উদ্যোক্তার ইক্যুইটির অংশ সম্পূর্ণ বিনিয়োগ নিশ্চিত না করে, প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বেই পুরাতন যন্ত্রপাতির বিপরীতে টাকা ছাড় করায় এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন না হওয়ায় ইইএফ সহায়তার টাকা ৪৩০.২৬ লক্ষ সরকারের আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

আইসিবি ইক্যুইটি এন্ড এনট্রাপ্র্যানারশীপ ফান্ড (ইইএফ) এর ২০০৯-২০১০ থেকে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের হিসাব ২৬/৭/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ হতে ১২/১১/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে বিশেষ নিরীক্ষাকালে মেসার্স হবিগঞ্জ এগ্রো প্রসেসিং লিঃ এর নথি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে,

- মেসার্স হবিগঞ্জ এগ্রো প্রসেসিং লিঃ কে আনারসের জুস, ম্যাংগো পাল্প ও শাকসবজি সংরক্ষণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের ইইএফ ইউনিটের ১৮/২/২০০৪ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং-ইইএফ/৩৬/২০০৪/১৭৯ এর মাধ্যমে ৮ বছর মেয়াদে পরিশোধের জন্য প্রকল্প ব্যয়ের ৪৯% বাবদ টাকা ৬০০.০০ লক্ষ ইইএফ সহায়তা মঞ্জুর করা হয়।
- মঞ্জুরি আদেশে শর্ত প্রদান করা হয় যে, উদ্যোক্তার ইক্যুইটির অংশ বাবদ টাকা ৭৯১.০০ লক্ষ ব্যবহৃত হওয়ার পরই ইইএফ এর টাকা ছাড় করা হবে। কিন্তু নথিপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, প্রকল্পের কোন পূর্ত কাজ এবং কারখানার উৎপাদন পর্যায়ের কার্যক্রম শেষ না করেই প্রথমেই ২৮/৫/২০০৫ খ্রিঃ তারিখে টাকা ২০০.০০ লক্ষ ছাড় করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ১৪/৪/২০০৫ খ্রিঃ তারিখের বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শন প্রতিবেদনে উদ্যোক্তা টাকা ৭৩৯.৪৭ লক্ষ বিনিয়োগ করেছে মর্মে প্রতিবেদন দাখিল করায় উক্ত টাকা ছাড় করা হয়। উক্ত পরিদর্শন প্রতিবেদন সম্পূর্ণ সঠিক ছিল না। কারণ উক্ত পরিদর্শন প্রতিবেদনে ২৮/২/২০০৪ খ্রিঃ তারিখে খন্দকার শাজাহান এর নিকট হতে টাকা ৫০০.০০ লক্ষ এর যন্ত্রপাতি ক্রয় অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রকল্প বাস্তবায়ন হওয়ার আগেই যন্ত্রপাতি ক্রয় দেখানো হয়। উক্ত যন্ত্রপাতি ক্রয় বাবদ ব্যয়ের বিপরীতে অর্থ ছাড় করা অর্থ তছরুপের শামিল।
- ১৪/১১/২০০৫ খ্রিঃ তারিখের বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শন প্রতিবেদনে উদ্যোক্তার ইক্যুইটি এবং ইইএফ এর ইক্যুইটির সম্পূর্ণ টাকা ১০৯১.০০ লক্ষ এর বিপরীতে মোট ব্যয় হয় টাকা ৬৩৮.০৭ লক্ষ। এ ক্ষেত্রে উদ্যোক্তার ইক্যুইটির অর্থ এবং ইইএফ এর অর্থ মিলে উদ্যোক্তা টাকা ৪৫২.০৩ লক্ষ ব্যয় না করার প্রমাণ উদঘাটিত হওয়ার পরও অসত্য তথ্যের ভিত্তিতে ২৬/৪/২০০৬ তারিখে টাকা ১০০.০০ লক্ষ ৩০/৯/২০০৯ খ্রিঃ তারিখে টাকা ৫০.০০ লক্ষ ও ২১/১১/২০১০ খ্রিঃ তারিখে টাকা ৫০.০০ লক্ষ সহ মোট টাকা ৪০০.০০ লক্ষ ইইএফ কর্তৃক ছাড় করা হয়।
- উদ্যোক্তা প্রকল্পে নিজস্ব ইক্যুইটির অর্থ সম্পূর্ণ বিনিয়োগে ব্যর্থ হওয়ার কারণে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ১৬/৭/২০০৮ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং-ইইএফ/৩৮(৬৩)/২০০৮/১৩১৮ এর মাধ্যমে প্রকল্প ব্যয় টাকায় ১০৬৯.২৪ লক্ষ হ্রাস করা হয় এবং ইইএফ এর অংশ নির্ধারিত করা হয় টাকা ৪৩০.২৬ লক্ষ। ফলে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, উদ্যোক্তার অংশ সম্পূর্ণ ব্যয় না হওয়া সত্ত্বেও আলোচ্য ইইএফ এর অর্থ ছাড় করা ইইএফ নীতিমালার সম্পূর্ণ পরিপন্থী ।
- বাংলাদেশ ব্যাংক ও ইইএফ বিভাগ ইউনিট এর পরিদর্শন কমিটির ৭/১০/২০১৩ খ্রিঃ তারিখের পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রকল্পটি নির্মিতব্য অবস্থায় দীর্ঘদিন যাবৎ পড়ে রয়েছে এবং ২১/১১/২০১০ খ্রিঃ তারিখের বিতরণকৃত অর্থ উদ্যোক্তা ব্যবহার করেনি।
- ৮/৯/২০০৫ খ্রিঃ তারিখে জনৈক ব্যক্তি মোঃ আব্দুল খালেক কর্তৃক অভিযোগ করা হয় যে, উদ্যোক্তা ভুয়া বিল ভাউচার দাখিল করে মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠানকে উৎকোচ প্রদানের মাধ্যমে ইইএফ এর অর্থ ছাড়করণ হয়েছে। অথচ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃপক্ষ আলোচ্য গ্রাহকের ইইএফ এর অর্থ ছাড় বন্ধ না করায় ইইএফ সহায়তার টাকা ৪০০.০০ লক্ষ ক্ষতি সাধিত হয়েছে। অনিয়মের মাধ্যমে অর্থ ছাড়ের বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন করা হলেও এ বিষয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।
- সর্বশেষ কিস্তির অর্থ এবং পূর্বের প্রদত্ত অর্থ ব্যয় নিশ্চিত না করে আইসিবি কর্তৃক ২১/১১/২০১০ খ্রিঃ তারিখে টাকা ৫০.০০ লক্ষ ছাড় করা হয়েছে। যা ইইএফ নীতিমালার পরিপন্থী ।
- সংশ্লিষ্ট প্রকল্পে অর্থ ছাড় করার ৮ বছরের অধিক সময় পার হলেও উদ্যোক্তা কর্তৃক শেয়ার বাইব্যাক না করায় উক্ত টাকা ক্ষতিতে পরিণত হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট "১২" এ প্রদর্শিত হলো।

- প্রকল্প বাস্তবায়নের আগেই এলসির মাধ্যমে যন্ত্রপাতি আমদানি না করে পুরাতন যন্ত্রপাতি ক্রয় এবং প্রকল্প মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান প্রকল্প উদ্যোক্তার বিনিয়োগ সঠিকভাবে যাচাই না করে অর্থ ছাড় করার সুপারিশ করায় উক্ত ক্ষতির জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা গুরুতর অনিয়ম ।
- প্রকল্পের যন্ত্রপাতি প্রকল্প বাস্তাবায়নের পূর্বেই ভুয়া তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে ক্রয় করার বিষয়ে নথির ৭নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ থাকার পরও অর্থ ছাড় করার কোন যৌক্তিকতা নেই।
- আইসিবি'র ইইএফ বিভাগ এর ৩/২/২০১১ খ্রিঃ তারিখের পরিদর্শন প্রতিবেদনে জানানো হয় যে প্রকল্পটি বাণিজ্যিক উৎপাদনে যাওয়ার লক্ষ্যে উদ্যোক্তাগণ প্রকল্প ব্যয়ের চেয়ে টাকা ৩০.২৬ লক্ষ বেশী ব্যয় করায় অর্থ ছাড় করার সুপারিশ করা হয় এবং পরবর্তীতে অবশিষ্ট টাকা ছাড় করা হয়।
- ইইএফ সহায়তা প্রদানের মূল উদ্দেশ্য হলো কৃষি ভিত্তিক প্রকল্প স্থাপন করে জিডিপিতে অবদান রাখা এবং কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে কিন্তু আলোচ্য প্রকল্পটি বাস্তবায়ন না হওয়ায় সরকারের আসল উদ্দেশ্য দারুনভাবে ব্যহত হয়েছে ও টাকা ৪৩০.২৬ লক্ষ সম্পূর্ণ ক্ষতি হয়েছে।
- প্রথম কিস্তি বিতরণের পর হতে এক বছরের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন না হওয়া সত্ত্বেও দীর্ঘ ৫ বছর ধরে ইইএফ সহায়তা বিতরণের পরও প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়নি, যা গুরুতর অনিয়ম।

অনিয়মের কারণ :

- ইইএফ নীতিমালা ব্যত্যয় করে প্রকল্প মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান প্রকল্প উদ্যোক্তার বিনিয়োগ সঠিকভাবে যাচাই না করেই অর্থ ছাড় এবং ভুয়া কনসালট্যান্ট এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মের সাথে প্রকল্পের যন্ত্রপাতি স্থাপনের চুক্তিপত্রের ভিত্তিতে অর্থ ছাড়ের সুপারিশ এবং উক্ত বিষয়গুলি বিবেচনা না নিয়ে ইইএফ বিভাগ কর্তৃক প্রকল্পে অর্থ ছাড় এবং আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।
- সর্বশেষ কিস্তি বিতরণের পর উদ্যোক্তা ও আইসিবি কর্তৃক প্রকল্পের অগ্রগতি ও আয়-ব্যয়ের হিসাব পর্যালোচনার জন্য কোন বোর্ডসভা করা হয়নি, যা ইইএফ নীতিমালার পরিপন্থী।

ফলাফল :

- সরকারের আর্থিক ক্ষতি টাকা ৪৩০.২৬ লক্ষ।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- পরিদর্শন প্রতিবেদন অনুযায়ী অবকাঠামো বিদ্যমান রয়েছে। ইইএফ সহায়তার প্রদত্ত অর্থ ফেরত প্রদানের জন্য একাধিকবার তাগিদপত্র দেওয়া হয়েছে। সুদ সহ অর্থ আদায় করা সম্ভব না হলে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ ইইএফ এর প্রদত্ত অর্থ যথাযথভাবে প্রকল্পে বিনিয়োগ না করায় ও প্রকল্প বাস্তবায়ন না হওয়ার পরও উদ্যোক্তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা আর্থিক শৃঙ্খলার পরিপন্থী হিসাবে গণ্য।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৮/০২/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ২৫/০৪/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ১৫/০৪/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- ইইএফ নীতিমালা লঙ্ঘন করে অনিয়মিতভাবে ইইএফ সহায়তা তহবিলের অর্থ ছাড়ের জন্য দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করতঃ আপত্তিকৃত অর্থ আদায়পূর্বক প্রমাণকসহ নিরীক্ষা অধিদপ্তরকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ : ২৬

শিরোনাম : সরকারি অর্থে আমদানিকৃত মেশিনারীজ প্রকল্পস্থলে না থাকা, বিনিয়োগ চুক্তিপত্রের শর্ত ভংগ এবং সরকারি তহবিলের অর্থ আদায় অনিশ্চিত হওয়ায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি টাকা ২১৪.২১ লক্ষ।

বিবরণ :

আইসিবি ইক্যুইটি এন্ড এনট্রাপ্রানারশীপ ফান্ড (ইইএফ) বিভাগের ২০০৯-২০১০ থেকে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের হিসাব ২৬/৭/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ হতে ১২/১১/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে বিশেষ নিরীক্ষাকালে সপ্তডিংগা পোলট্রি হ্যাচারী লিঃ এর নথিপত্রাদি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- আইসিবি ইইএফ বিভাগ এর ২৪/০৫/২০১১ খ্রিঃ তারিখের মঞ্জুরিপত্র নং-আইসিবি/ ইইএফ/ ৪৯. (০১) / ২০১০/ ৬০৯/ ৩৬৭৯ এর মাধ্যমে সপ্তডিংগা পোলট্রি হ্যাচারী লিঃ, কৃষ্ণপুর, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লায় আধুনিক পদ্ধতিতে মুরগীর ডিম হতে বাচ্চা উৎপাদনের নিমিত্তে গৃহীত প্রকল্প এর অনুকূলে টাকা ৩৬৮.৯৯ লক্ষ (৪৯%) এর সমমূলধন সহায়তা মঞ্জুরি প্রদান করা হয়।
- শর্তানুযায়ী মোট প্রকল্প ব্যয় ৭৫৩.০৪ লক্ষ এর মধ্যে উদ্যোক্তার ইক্যুইটির পরিমাণ ৫১% অর্থাৎ টাকা ৩৮৪.০৫ লক্ষ সম্পূর্ণ অংশ প্রকল্পে বিনিয়োগ হওয়া সাপেক্ষে প্রকল্পের অনুকূলে ইইএফ সহায়তার অংশ ছাড়যোগ্য। তবে মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৪০% অর্থ প্রকল্পে বিনিয়োগ সম্পন্ন হলে শর্তসাপেক্ষে ১ম কিস্তি বিতরণযোগ্য।
- ইইএফ সহায়তার বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী প্রকল্প ভূমির ১কি.মি. ব্যাসার্ধের মধ্যে ২/৩টি স্থানে স্থাপনযাগ্য, এক্ষেত্রে কোন একটি জায়গায় মোট জমির ৭০ শতাংশ একত্রে থাকতে হবে এবং উভয় স্থানের প্রকল্প ভূমি নিরবিচ্ছিন্নভাবে থাকবে কিন্তু দেখা যায় যে, অনুমোদিত মোট প্রকল্প ভূমি ৩.০০ একরের মধ্যে মাত্র ০.৮৩ একর জমি পাশাপাশি অবস্থিত হলেও অবশিষ্ট প্রকল্প ভূমি ৯টি স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থিত। যা বর্ণিত নীতিমালার সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।
- প্রকল্পে উদ্যোক্তার ৪০% বিনিয়োগ নিশ্চিত হয়েই শর্তসাপেক্ষে ২৬/০৪/২০১২ খ্রিঃ তারিখে· টাকা ৪০.০০ লক্ষ প্রকল্পের অনুকূলে ছাড় করা হলেও ২০/১২/২০১৩ খ্রিঃ ও ২১/১২/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে আইসিবির ইইএফ বিভাগের ও বাংলাদেশ ব্যাংকের যৌথ পরিদর্শন কমিটি প্রকল্পটির সরেজমিন পরিদর্শন প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রকল্পে মোট বিনিয়োগ টাকা ৩২৩.৪৭ লক্ষ। যা বিনিয়োগতব্য (উদ্যোক্তার অংশ ৩৮৪.০৫ + ইইএফ ৪০.০০)= টাকা ৪২৪.০৫ লক্ষ এর চেয়ে টাকা ১০০.৫৮ লক্ষ কম।
- কিন্তু আইসিবি কর্তৃক নির্ধারিত প্রি-শিপমেন্ট কোম্পানী (SGS/BIVAC/INTERTEK/OMIC) কর্তৃক পরিদর্শন না করে SIS Inspection Services Ltd. নামক প্রি-শিপমেন্ট কোম্পানি দিয়ে প্রি-শিপমেন্ট সার্টিফিকেট ইস্যু করা করা হয়েছে।
- ০৩/০২/২০১৫ খ্রিঃ এবং ০৪/০৫/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির ২টি বোর্ড সভার কার্যবিবরণীতে কোম্পানির ২জন পরিচালকের(জনাব এমদাদুল হক সোহাগ ও জনাব মোঃ হোসেন) স্বাক্ষর জাল করে লিয়েন ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়ের উপমহাব্যবস্থাপক জনাব সামছুজ্জামান এর স্বাক্ষরে ইইএফ সহায়তার ৩য় কিস্তি ছাড়ের আবেদন করা হয়েছে। কিন্তু ইইএফ বিভাগ হতে স্বাক্ষর জালিয়াতির বিষয়ে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়নি। এতে স্পষ্ট হয় যে, সরকারের পক্ষে কোম্পানির নমিনী পরিচালক জনাব সামছুজ্জামান বোর্ড সভায় উপস্থিত না থেকেই সভার কার্যবিবরণীতে নিয়মিত স্বাক্ষর করেন। যা গুরুতর অনিয়ম।
- ২য় কিস্তিতে ছাড়কৃত অর্থের বিনিয়োগ যাচাই এর লক্ষ্যে আইসিবি ইইএফ বিভাগ কর্তৃক ১৬/০৩/২০১৫ খ্রিঃ ও ১৭/০৩/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে ৪র্থ বার এবং ০৭/০৮/২০১৫ খ্রিঃ ও ০৮/০৮/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে পুনঃযাচাই এর লক্ষ্যে ৫ম বার প্রকল্পটি সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়েছে।
- ২টি পরিদর্শন প্রতিবেদন মোতাবেক প্রোফরমা ইনভয়েজ এবং প্রিশিপমেন্ট ইন্সপেকশন রিপোর্ট অনুযায়ী প্রকল্পে ২ সেট Chicken Egg Incubator (৪টি Chicken Egg Incubator=০১ সেট) শিপমেন্ট করা হলেও প্রকল্পস্থলে ১ সেট স্পেসিফিকেশন বহির্ভূত ইনকিউবেটর পাওয়া যায়। অর্থাৎ অনুমোদিত ডকুমেন্ট অনুযায়ী যন্ত্রপাতি প্রকল্প স্থলে পরিদর্শনে না পাওয়ায় প্রকল্পে প্রকৃত মোট বিনিয়োগ নির্ধারিত হয় টাকা ৩২৭.৮৭ লক্ষ যা বিনিয়োগতব্য মোট (উদ্যোক্তার অংশ ৩৮৪.০৫ + ইইএফ ১ম কিস্তি ৪০.০০+ইইএফ ২য় কিস্তি ১৭৪.৩০)= টাকা ৫৯৮.৩৫ লক্ষ এর চেয়ে টাকা ২৭০.৪৮ লক্ষ কম।

- প্রকল্প বাস্তবায়নে ইইএফ এর অর্থ ছাড় করা হলেও উদ্যোক্তা কর্তৃক প্রকল্প বাস্তবায়ন না করায় বিনিয়োগ চুক্তির শর্ত ভংগ করলেও আইসিবি ইইএফ বিভাগ কর্তৃক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।
- ফলে আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত সরকারি কর্মসূচির ছাড়কৃত সুদবিহীন অর্থ টাকা ২১৪.৩০ লক্ষ আদায় অনিশ্চিত হয়েছে।

অনিয়মের কারণ :

- ইইএফ নীতিমালার ব্যত্যয় ঘটিয়ে প্রকল্প পরিদর্শন টীমের মূল্যায়ন বিবেচনায় না নিয়ে এবং আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি আইসিবির নির্ধারিত প্রি-শিপমেন্ট কোম্পানি দ্বারা পরিদর্শন না করে বাহিরের কোম্পানি দ্বারা পরিদর্শন করানো সত্ত্বে ইইএফ সহায়তা তহবিলের অর্থ ছাড় এবং কোম্পানির দুইজন পরিচালকের স্বাক্ষর জাল করে ইইএফ এর অর্থ ছাড়ের আবেদন এবং অর্থ ছাড়।

ফলাফল :

- সরকারের আর্থিক ক্ষতি টাকা ২১৪.২১ লক্ষ।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- ৭০ শতাংশ জমি একত্রে এবং ১ কি.মি. এর বিষয়টি ৭০ তম সভার সিদ্ধান্ত। উক্ত সভার পূর্বের অনুমোদিত প্রকল্পসমূহের ক্ষেত্রে উক্ত সিদ্ধান্ত কার্যকর নয়। SIS Inspection Services Ltd. সম্পর্কে এলসি ওপেনকারী ব্যাংকের মতামত হচ্ছে যে, তারা আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য একটি পরিদর্শন কোম্পানি। প্রোফরমা ইনভয়েস এবং শিপিং ইন্সপেকশন রিপোর্ট অনুযায়ী আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি না পাওয়ায় প্রকল্পের অনুকূলে ৩য় কিস্তি ছাড় করা হয়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ ইইএফ নীতিমালা ব্যত্যয় করে প্রকল্পের জমি গ্রহণ, পরিদর্শন কোম্পানি পরিবর্তনে আইসিবির অনুমোদন না নেয়া এবং আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি প্রকল্প স্থলে না থাকার বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। ফলে সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৮/০২/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ২৫/০৪/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ১৫/০৪/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষা অধিদপ্তরকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ : ২৭

শিরোনাম : উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বিবেচনা না করে ইইএফ সহায়তা প্রদান, বাণিজ্যিক উৎপাদনে যেতে ব্যর্থ বন্ধ প্রকল্প হতে ছাড়কৃত সরকারি অর্থ আদায় অনিশ্চিত হওয়ায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি টাকা ১৫৫.০০ লক্ষ।

বিবরণ :

আইসিবি ইক্যুইটি এন্ড এনট্রাপ্র্যানারশীপ ফান্ড (ইইএফ) বিভাগের ২০০৯-২০১০ থেকে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের হিসাব ২৬/৭/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ হতে ১২/১১/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে বিশেষ নিরীক্ষাকালে স্টার মিল্ক প্রোডাক্টস লিঃ এর নথিপত্রাদি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- বাংলাদেশ ব্যাংকের ইইএফ ইউনিট এর ২৪/০৬/২০০৩ খ্রিঃ তারিখের মঞ্জুরিপত্র এর মাধ্যমে স্টার মিল্ক প্রোডাক্টস লিঃ, রাউতান, উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জে পাস্তুরিত প্যাকেটজাত দুধ, দধি, ছানা ও ঘি উৎপাদন প্রকল্প এর অনুকূলে টাকা ১৯৩.৯৪ লক্ষ এর সমমূলধন সহায়তা মঞ্জুরি প্রদান করা হয়।
- শর্তানুযায়ী মোট প্রকল্প ব্যয় টাকা ৩৯৫.৮১ লক্ষ এর মধ্যে উদ্যোক্তার ইক্যুইটির পরিমাণ ৫১% অর্থাৎ টাকা ২০১.৮৭ লক্ষ সম্পূর্ণ অংশ প্রকল্পে বিনিয়োগ হওয়ার পরই প্রকল্পের অনুকূলে ইইএফ সহায়তার অংশ ছাড়যোগ্য।
- ১ম কিস্তি ছাড়ের পূর্বে ইইএফ এর ২ জন কর্মকর্তা কর্তৃক ১৮/০৩/২০০৩ খ্রিঃ তারিখে সরেজমিন প্রকল্প পরিদর্শনে বিদেশী মেশিনপত্র কোটেশনে স্থানীয়ভাবে বেংগল মার্কেটিং এর কাছ থেকে সংগ্রহ করা হলেও উক্ত মেশিনপত্র আমদানির স্বপক্ষে কোন কাগজপত্র বেংগল মার্কেটিং/উদ্যোক্তা কর্তৃক সরবরাহে ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু ৩১/০৩/২০০৪ খ্রিঃ তারিখে ১ম কিস্তি বাবদ টাকা ১২৫.০০ লক্ষ প্রকল্পের অনুকূলে ছাড় করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের ০৯/০৩/২০০৬ খ্রিঃ তারিখের পরিদর্শন দলের প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, নিরীক্ষা প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রকল্পের ব্যয় টাকা ৩৬৮.৮২ লক্ষ কিন্তু পরিদর্শন দলের নিকট গৃহীত ব্যয় টাকা ১৫৮.৯০ লক্ষ। ফলে বিনিয়োগ ঘাটতি টাকা (২০১.৮৭+ ১২৫.০০)=টাকা ৩২৬.৮৭ লক্ষ টাকা হয় এবং যা হতে ১৫৮.৯০ লক্ষ ব্যয় বিয়োগ করলে হয় (৩২৬.৮৭ - ১৫৮.৯০)=টাকা ১৬৭.৯৭ লক্ষ।
- কিন্তু ২৫/০৮/২০০৮ খ্রিঃ তারিখের বালাদেশ ব্যাংক ও আইসবি এর যৌথ পরিদর্শন দলের প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, পরিদর্শন দলের নিকট গৃহীত ব্যয় টাকা ৩৪২.৪৪ লক্ষ। ফলে বাড়তি বিনিয়োগ টাকা (৩৪২.৪-৩২৬.৮৭) = টাকা ১৫.৫৭ লক্ষ দেখিয়ে ২৯/০১/২০০৯ খ্রিঃ তারিখে ২য় কিস্তির টাকা ৩০.০০ লক্ষ প্রকল্পের অনুকূলে ছাড় করা হয়েছে।
- মূলত আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ করা এবং আমদানির স্বপক্ষে কোন কাগজপত্র না থাকলেও যন্ত্রপাতির মূল্য ১ম ও ৩য় পরিদর্শন দল কর্তৃক গ্রহণ করা হয়েছে। অপরদিকে ২য় পরিদর্শন দল কর্তৃক তা গৃহীত না হওয়ায় বিনিয়োগ ঘাটতি সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু যন্ত্রপাতির মূল্য গ্রহণ করা না করা বিষয়ে পরিদর্শনকারী দলের ব্যাখ্যা নেয়া হয়নি।
- কিন্তু ২৯/০১/২০০৯ খ্রিঃ তারিখে ২য় কিস্তি ছাড়ের পর হতে ২২/০৩/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ৫ বছরের বেশি সময় ইইএফ বিভাগ কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শনে প্রকল্পের সার্বিক বিনিয়োগ অবস্থা যাচাই করা হয়নি। ইইএফ বিভাগ কর্তৃক ২৩/০৩/২০১৪ খ্রিঃ তারিখের সরেজমিন পরিদর্শন প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, প্রকল্পটি বন্ধ রয়েছে।
- অর্থাৎ উদ্যোক্তা কর্তৃক ২য় কিস্তির অর্থ প্রকল্পে বিনিয়োগ সম্পূর্ণ করা হয়নি এবং ইইএফ সহায়তার সর্বশেষ কিস্তির জন্য আর আবেদনও করা হয়নি। প্রকল্পের নামে ক্রয়কৃত জমির মূল দলিল ইইএফ ইউনিটে পাওয়া যায়নি।
- প্রকল্পটির লিয়েন ব্যাংক মাইডাস ফাইন্যান্স ও ইইএফ ইউনিট কর্তৃক প্রকল্পের কার্যক্রম মনিটরিং করা হয়নি। ইইএফ নীতিমালা অনুযায়ী ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন, আয়-ব্যয় বিবরণী, বীমা কভারেজ এবং কোম্পানি আইন অনুযায়ী বার্ষিক নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী লিয়েন ব্যাংক ও ইইএফ বিভাগ কর্তৃক সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়েছে।
- ৩১/০৩/২০১২ খ্রিঃ তারিখে শর্ত অনুযায়ী ৮ বছর পূর্ণ হলেও সুদবিহীন সরকারি অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে উদ্যোক্তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি এবং ধার্য্যযোগ্য সুদ নির্ণয় করা হয়নি। ফলে আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত সরকারি কর্মসূচির উদ্দেশ্য পূরণ হয়নি এবং সুদবিহীন টাকা ১৫৫.০০ লক্ষ বন্ধ প্রকল্প হতে সুদসহ আদায় অনিশ্চিত হওয়ায় সরকারের ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

অনিয়মের কারণ :

- ইইএফ নীতিমালা ব্যত্যয় ঘটিয়ে প্রকল্পের নামে রেজিষ্ট্রিকৃত জমির মূল দলিল বাংলাদেশ ব্যাংকের হেফাজতে না নেয়া, বাংলাদেশ ব্যাংক ও আইসিবির যৌথ পরিদর্শন দলের পরিদর্শন প্রতিবেদনের মূল্যায়ন বিবেচনায় না নিয়ে অনিয়মিতভাবে ইইএফ সহায়তা তহবিলের অর্থ ছাড় এবং যথাযথ মনিটরিং এর অভাব।

ফলাফল :

- সরকারের আর্থিক ক্ষতি টাকা ১৫৫.০০ লক্ষ।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- ইইএফ এর ধারণা এবং কর্মপদ্ধতি সর্বাঙ্গীন নতুন। ফলে প্রথম দিকে এই প্রকল্পের অধীনে গৃহীত প্রস্তাবনাসমূহ যাচাই বাছাই, ডকুমেন্টেশন পরীক্ষণ, নিয়মাচার প্রণয়ন ইত্যাদি কার্যক্রমে কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি ছিল। এ কারণে প্রথম দিকে মঞ্জুরিকৃত কিছু প্রকল্পের যন্ত্রপাতির দলিলাদিসহ অন্যান্য বিভিন্ন প্রকারের ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা অবস্থাতেই বিনিয়োগ চিত্র ও অন্যান্য পারিপার্শিক বিষয়াবলী যাচাই বাছাই এবং বিনিয়োগ চুক্তি সম্পাদনসহ ইইএফ নীতিমালা অনুসরণপূর্বক প্রকল্পের মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান মাইডাস ফাইন্যান্স ও বাংলাদেশ ব্যাংক এর ইইএফ ইউনিট কর্তৃক অর্থ ছাড় করা হয়েছে।
- নির্ধারিত সময়ে (৮ বছর) শেয়ার বাইব্যাকের মাধ্যমে ইইএফ সহায়তার অর্থ ফেরৎ প্রদানে ব্যর্থ হওয়ায় প্রকল্প কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ প্রকল্প বন্ধ এবং প্রকল্পভুক্ত জমির মূল দলিলাদি ইইএফ বিভাগ কর্তৃক সংগ্রহ না করা এবং ১৩/০২/২০১২ খ্রিঃ তারিখে শর্ত অনুযায়ী ৮ বছর পূর্ণ হলেও সুদবিহীন সমুদয় সরকারি অর্থ নিরীক্ষাকালীন (অক্টোবর/২০১৫) পর্যন্ত আদায় না হওয়ার বিষয়ে কোন মন্তব্য প্রদান করা হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৮/০২/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ২৫/০৪/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ১৫/০৪/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করতঃ আপত্তিকৃত অর্থ আদায়পূর্বক প্রমাণকসহ নিরীক্ষা অধিদপ্তরকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ : ২৮

শিরোনাম : প্রকল্পের জমি যথাযথভাবে যাচাই না করে এবং প্রকল্পে উদ্যোক্তার অংশ বিনিয়োগ নিশ্চিত না করে অর্থ ছাড় করণে ও প্রকল্পের অস্তিত্ব না থাকায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি টাকা ১০২.০০ লক্ষ।

বিবরণ :

আইসিবি ইক্যুইটি এন্ড এনট্রাপ্রানারশীপ ফান্ড (ইইএফ) বিভাগের ২০০৯-২০১০ থেকে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের হিসাব ২৬/৭/২০১৫ খ্রিঃ হতে ১২/১১/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে বিশেষ নিরীক্ষাকালে প্রিমিয়াম সীড লিঃ এর নথি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে,

(ক) প্রিমিয়াম সীড লিঃ এর আবেদনের প্রেক্ষিতে মাংস প্রক্রিয়াজাতকরণের নিমিত্তে বাংলাদেশ ব্যাংকের ১২/৮/২০০৩ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং- ই ইএফ/৩৬(৯) /২০০৩-২০২১/ এর মাধ্যমে টাকা ৬০.০০ লক্ষ এর সমমূলধনী সহায়তা মঞ্জুর করা হয়। মঞ্জুরি পত্রে শর্ত ছিল প্রকল্পে অর্থের প্রথম কিস্তি ছাড়ের পর ৮ম বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ শেয়ার বাই ব্যাক করতে হবে। কিন্তু নিরীক্ষা চলাকালীন পর্যন্ত সময়ে কোন অর্থই আদায় করা হয়নি।

- মঞ্জুরি পত্রের শর্তানুসারে প্রকল্পের ৮.০০ হেক্টর জমি প্রকল্পের নামে রেজিস্ট্রি করার কথা থাকলেও দুটো দলিলের মাধ্যমে ৪৮ শতক এবং ১০.০১ শতক সহ মোট ৫৮.০১ শতক জমি রেজিস্ট্রি করা হয়েছে যার দলিল মূল্য টাকা ৮.৬১ লক্ষ। তাছাড়া অবশিষ্ট জমি কোম্পানির নামে রেজিষ্ট্রেশন ও মিউটেশন হওয়ার প্রমাণকসহ মূল দলিল আইসিবি ইইএফ ইউনিটে সংরক্ষিত নথিতে পাওয়া যায়নি।
- বর্তমানে প্রতিষ্ঠানের কোন কার্যক্রম না থাকা সত্ত্বেও উদ্যোক্তার নিকট হতে প্রদত্ত ঋণের অর্থ আদায়ের জন্য কোন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।
- প্রিমিয়াম সীড লিঃ এর অনুকুলে প্রথম কিস্তি ২৯/১২/২০০৩ খ্রিঃ তারিখে বিতরণ করা হয়। মঞ্জুরি পত্রের শর্তানুসারে প্রথম কিস্তি বিতরণের তারিখ হতে ৮ বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ অর্থ বাইব্যাক করতে হবে। সে হিসাবে ২৮/১২/২০১১ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে সম্পূর্ণ অর্থই বাই ব্যাক করার কথা থাকলেও অধ্যাবধি কোন অর্থই আদায় হয়নি। যা মঞ্জুরি পত্রের শর্তের পরিপন্থী।
- পরিদর্শন প্রতিবেদন অনুসারে ২০০৪-২০০৫ সালে প্রতিষ্ঠানটি বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদনে ছিলো কিন্তু এ সংক্রান্ত কোন ডকুমেন্টস দাখিল করেনি। এমনকি সিএ ফার্ম কর্তৃক কোন নিরীক্ষা প্রতিবেদনও জমা করেনি।
- নোটাংশে দেখা যায় যে, মঞ্জুরিপত্রের শর্তানুসারে ২০ একর জমি রেজিস্ট্রি করা হয়েছে ও মেমোরেন্ডাম অব আর্টিকেল সংশোধন করা হয়েছে এবং সরকারের নামে ৬০.০০ লক্ষ শেয়ার ইস্যু করা হয়েছে এবং আইপিডিসি এর সাথে বিনিয়োগ চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। এর ভিত্তিতেই অর্থ ছাড় করা হয়। কিন্তু বাস্তবে উক্ত কাজ সম্পাদনের কোন প্রমাণক নথিতে পাওয়া যায়নি।
- যথাযথভাবে জমি ও অন্যান্য ডকুমেন্টস যাচাই না করে অর্থ ছাড় করার কারণে উক্ত টাকা ক্ষতিতে পরিণত হয়েছে।

খ) বাংলাদেশ ব্যাংকের পত্র নং-ইইএফ/৩৮(২১১)/২০০৫-২১৫৪ তারিখ-১০/৩/২০০৫ খ্রিঃ এর মাধ্যমে মেসার্স মামুননগর মাল্টিপারপাস এন্ড এগ্রো ফার্ম লিঃ এর অনুকূলে মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৪৯% হিসাবে টাকা ১০৪.৬৩ লক্ষ আট বছর মেয়াদে পরিশোধের শর্তে মঞ্জুর করা হয়।

- প্রথম পরিদর্শন প্রতিবেদনের আলোকে প্রথম কিস্তি বাবদ টাকা ৪২.০০ লক্ষ ২৫/৯/২০০৬ তারিখে ছাড়করণ করা হয়। বিনিয়োগ চুক্তি অনুসারে প্রথম কিস্তি ছাড়করণের এক বছরের মধ্যে বিতরণকৃত টাকার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতঃ মঞ্জুরিকৃত অবশিষ্ট অর্থ দ্বারা প্রকল্প সম্পূর্ণরূপে উৎপাদনে যেতে হবে।
- পরবর্তীতে প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ৩০/১২/২০০৯ খ্রিঃ তারিখে তার অসুস্থতার কথা উল্লেখ করে এবং বাকী পরিচালকগণের বার্ধক্য জনিত কারণ উল্লেখ করে প্রকল্প পরিচালনার অসামর্থ্যের কথা ব্যক্ত করেন। পরবর্তীতে ব্যবস্থাপনা পরিচালকের পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের পত্র নং-৯৭ তাং- ২৪/১/২০১০ পত্র মারফত বিতরণকৃত টাকা ৪২.০০ লক্ষ শেয়ার বাইব্যাকের অনুরোধ করা সত্ত্বেও অদ্যাবধি প্রদত্ত ঋণের অর্থ আদায় হয়নি।
- অথচ আলোচ্য ক্ষেত্রে প্রথম কিস্তি ছাড়ের দীর্ঘদিন পর প্রকল্প মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান অগ্রণী ব্যাংক লিঃ এর ৩১/১০/২০১৩ খ্রিঃ তারিখের পত্র হতে জানা যায় যে, প্রথম কিস্তির অর্থ যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করে ২য় কিস্তির জন্য আবেদন করেনি এবং মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে কোন যোগাযোগ রক্ষা করেনি, যা বিনিয়োগ চুক্তির পরিপন্থী। ফলে প্রকল্পটি যে সম্পূর্ণরূপে উৎপাদনে যেতে পারেনি তা স্পষ্ট। ইইএফ সার্কুলার ২৫ অনুসারে প্রকল্প বন্ধ বা আংশিক পরিবর্তন করলে ইইএফ ইউনিটের অনুমতি নেওয়ার কথা থাকলেও এ ক্ষেত্রে তা করা হয়নি।

- সর্বশেষ গত ৩/১০/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে নিরীক্ষাদল কর্তৃক আইসিবির কর্মকর্তার সাথে উক্ত প্রকল্প সরেজমিন পরিদর্শনে গেলে অনেক খোজাখুজির পরও উক্ত প্রকল্পের বাস্তব অবস্থা প্রত্যক্ষ করা যায়নি। ফলে প্রমাণিত হয় যে, প্রকল্পটির কোন অস্তিত্ব নেই।
- ইইএফ নীতিমালা অনুসারে উদ্যোক্তা ও আইসিবি কর্তৃক ত্রৈমাসিক অন্তর প্রকল্পের অগ্রগতি, আয়-ব্যয় ও প্রকল্পের উৎপাদন সম্পর্কিত কোন সভা করা হয়নি। যা ইইএফ নীতিমালার পরিপন্থী।
- আইসিবি ও বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রকল্পের সম্পূর্ণ টাকা বা আংশিক টাকা বিতরণের পর নিয়মিত তদারকি/মনিটরিং না করায় উক্ত টাকা অনাদায়ের সৃষ্টি হয়েছে যা সরকারের ক্ষতি হিসেবে গণ্য।
- দুটি প্রকল্পের কোন অস্তিত্ব না থাকায় এবং দেশের অগ্রগতিতে কোন অবদান না রাখায় সরকারের উদ্দেশ্য দারুনভাবে ব্যহত হয়েছে ও ইইএফ সহায়তার টাকা ১০২.০০ লক্ষ অপচয় হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট "১৩" এ প্রদর্শিত হলো।

অনিয়মের কারণ :

- ইইএফ নীতিমালা ব্যত্যয় করে উদ্যোক্তার জমির দলিলাদি সঠিকতা যাচাই না করে ও ইইএফ বিভাগের হেফাজতে না নিয়ে প্রকল্পে অর্থ ছাড়। এছাড়া উদ্যোক্তার বিনিয়োগ ইক্যুইটি ৫১% নিশ্চিত না হয়েই প্রকল্পে অর্থ ছাড়।

ফলাফল :

- সরকারের আর্থিক ক্ষতি টাকা ১০২.০০ লক্ষ।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- প্রিমিয়াম সীড লিঃ কর্তৃক বিশ একর জমি কোম্পানির নামে রেজিষ্ট্রেশন করা হলেও নামজারী করা হয় ১৯.৪১ একর জমি। মাত্র ১টি কিস্তিতে টাকা ৬০.০০ লক্ষ বিতরণ করা হয়েছে। মামুন নগর মাল্টিপারপাস এন্ড এগ্রো লিঃ এর প্রথম কিস্তির বাবদ টাকা ৪২.০০ লক্ষ ছাড় করা হয়। উদ্যোক্তাগণ ২য় কিস্তির টাকা ছাড়ের জন্য আবেদন না করায় অবশিষ্ট টাকা ছাড় করা হয়নি। প্রথম কিস্তির টাকা বিতরণের পর হতে ৮ বছরের অধিক সময় অতিবাহিত হওয়ায় শেয়ার বাইব্যাক করার জন্য নিয়মিত তাগিদপত্র দেওয়া হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ উদ্যোক্তার জমির দলিলাদি যাচাই না করে এবং কোম্পানির নামে সম্পূর্ণ জমি রেজিস্ট্রি না করে ও উদ্যোক্তার ইক্যুইটির অর্থ বিনিয়োগ নিশ্চিত না করে ইইএফ সহায়তার অর্থ ছাড় করা আর্থিক শৃঙ্খলার পরিপন্থী। অপরদিকে প্রকল্পের অস্তিত্ব না থাকায় এবং প্রথম কিস্তির অর্থ বিতরণের পর হতে ১১ বছর অতিক্রম হওয়ার পরও কোন অর্থ উদ্যোক্তাগণ পরিশোধ না করার পরও আইনগত ব্যবস্থ গ্রহণ না করা গুরুতর অনিয়ম হিসাবে গণ্য।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৮/০২/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ২৫/০৪/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ১৫/০৪/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করতঃ আপত্তিকৃত অর্থ আদায়পূর্বক প্রমাণকসহ নিরীক্ষা অধিদপ্তরকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ : ২৯

শিরোনাম : উদ্যোক্তার জাল-জালিয়াতির বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় প্রকল্পে ছাড়কৃত সুদবিহীন সরকারি তহবিলের অর্থ আদায় অনিশ্চিত হওয়ায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি টাকা ১১০.০০ লক্ষ।

বিবরণ :

আইসিবি ইক্যুইটি এন্ড এনট্রাপ্র্যানারশীপ ফান্ড (ইইএফ) বিভাগের ২০০৯-২০১০ থেকে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের হিসাব ২৬/৭/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ হতে ১২/১১/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে বিশেষ নিরীক্ষাকালে অমি মডার্ণ প্রণ হ্যাচারী লিঃ এর নথিপত্রাদি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- ০৮/১২/২০০৫ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ ব্যাংকের ইইএফ ইউনিট এর Technical Advisory Committee (TAC) এর ৩৯তম সভায় গলদা চিংড়ী হ্যাচারী ও গলদা চিংড়ী চাষের লক্ষ্যে অমি মডার্ণ প্রণ হ্যাচারী লিঃ, কান্দাইল, করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ প্রকল্প এর অনুকূলে টাকা ১৬১.৯৯৪ লক্ষ (৪৯%) এর সমমূলধন সহায়তা মঞ্জুরি প্রদান করা হয়।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের ইইএফ ইউনিট কর্তৃক ২৭/০৭/২০০৬ খ্রিঃ তারিখের সরেজমিন প্রকল্প পরিদর্শন প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, উদ্যোক্তা কর্তৃক প্রদত্ত জমির দলিলায়ন, নামজারী, খাজনা প্রদান, ডিসিআর সম্পাদনের কাজ ও মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠানের প্রদত্ত তথ্যাবলী সঠিক না থাকায় অর্থাৎ প্রকল্প ভূমির জাল দলিলাদি উপস্থাপন করায় এবং এ বিষয়ে ব্যাখ্যা/জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় ০৮/১০/২০০৬ খ্রিঃ তারিখে পূর্বে ইস্যুকৃত মঞ্জুরিপত্র বাতিল করা হয়। পরবর্তীতে ১০/০২/২০০৯ খ্রিঃ তারিখে মঞ্জুরি পত্র বাতিল আদেশ প্রত্যাহার করা হয়।
- ০৮/০৭/২০০৯ খ্রিঃ তারিখে ইইএফ সহায়তার ১ম কিস্তি বাবদ টাকা ৫০.০০ লক্ষ ছাড় করা হয়। কিন্তু জমির দলিলাদির সঠিকতা যাচাই ব্যতিরেকে এবং Summary of share capital(schedule-X) এবং সংশোধিত মেমোরেন্ডাম এন্ড আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশন সংগ্রহ না করেই অর্থ ছাড় ইইএফ নীতিমালার পরিপন্থী।
- ২য় কিস্তি ছাড়ের লক্ষ্যে মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ইইএফকে জানানো হয় যে, প্রকল্পটিকে গলদা চিংড়ী হ্যাচারী হতে মনোসেক্স তেলাপিয়া ও কার্প হ্যাচারীতে রুপান্তর করা হয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে ইইএফ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নেয়া হয়নি। যা ইইএফ নীতিমালা ও বিনিয়োগ চুক্তিপত্রের পরিপন্থী।
- পুনঃমূল্যায়িত প্রকল্প প্রতিবেদন অনুমোদন এবং পরিদর্শনে বিনিয়োগ ঘাটতি না থাকায় ০৮/০৯/২০১০ খ্রিঃ তারিখে আইসিবির অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক প্রকল্পের জমির দলিলাদি, নামজারী, ডিসিআর, খাজনা রশিদসহ অন্যান্য কাগজপত্রাদি আইনজ্ঞ দ্বারা ভেটিং সাপেক্ষে ২য় কিস্তি ছাড়ের লক্ষ্যে নিরীক্ষা ছাড়পত্র দেয়া হয়।
- কিন্তু উক্ত ভেটিং ব্যতিরেকেই আইসিবির ইইএফ বিভাগ কর্তৃক প্রকল্পের অনুকূলে ২য় কিস্তির টাকা ৬০.০০ লক্ষ ০৯/০৯/২০১০ খ্রিঃ তারিখেই বিতরণ করা হয়। যা গুরুতর অনিয়ম হিসেবে বিবেচ্য।
- উদ্যোক্তা কর্তৃক মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ০২/১১/২০১০ খ্রিঃ তারিখে অবশিষ্ট অর্থ ছাড়ের আবেদনের প্রেক্ষিতে আইসিবি ইইএফ বিভাগের ২২/০১/২০১১ খ্রিঃ ও ২৩/০১/২০১১ খ্রিঃ তারিখের পরিদর্শন প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রকল্পে বিনিয়োগতব্য ব্যয় টাকা (১৬৮.৬০৬+১১০.০০) = টাকা ২৭৮.৬০৬ লক্ষ কিন্তু প্রকৃত বিনিয়োগ টাকা ২২৬.২২ লক্ষ। সুতরাং বিনিয়োগ ঘাটতি টাকা (২৭৮.৬০৬-২২৬.২২) = টাকা ৫২.৩৮৬ লক্ষ। তাছাড়া উদ্যোক্তা কর্তৃক প্রকল্প জমির নির্দায় সনদ সরবরাহ না করায় এবং সাব-রেজিস্ট্রার কর্মস্থলে না থাকায় পরিদর্শন দল কর্তৃক জমির সঠিকতা যাচাই হয়নি।
- প্রকল্পের অনুকূলে ৩য় কিস্তির অর্থ ছাড়ের লক্ষ্যে মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান পিপলস লিজিং এন্ড ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিঃ(PLFSL) এর ১৪/১২/২০১০ খ্রিঃ ও ১১/০৭/২০১১ খ্রিঃ তারিখের পত্রে ইইএফ বিভাগকে অনুরোধ করা হলে ইইএফ বিভাগ হতে উক্ত দুটি পত্রের সত্যতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে ১৯/০৭/২০১১ খ্রিঃ তারিখে PLFSL এর মতামত প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়। PLFSL হতে ০৮/০৮/২০১১ খ্রিঃ তারিখের পত্রে ইইএফ কর্তৃপক্ষকে জানানো হয় যে, পত্র দুটির স্বাক্ষর জাল করে অর্থ উত্তোলনের চেষ্টা করা হয়েছে। বিষয়টি প্রতারণামূলক এবং জালিয়াতি বিধায় এর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়।
- পরবর্তীতে মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান PLFSL হতে ২৪/০৮/২০১১ খ্রিঃ, ২৬/০৯/২০১১ খ্রিঃ ও ০৪/১০/২০১১ খ্রিঃ তারিখের পত্র মারফত কোম্পানীর কিছু কাগজপত্রের ফটোকপিসহ ৩য় কিস্তির অর্থ ছাড়ের অনুরোধ করা হয়। ২৪/০৮/২০১১ খ্রিঃ

১১—

তারিখের পত্রের সাথে সংযুক্ত কোম্পানীর Summary of share capital(schedule-X) এবং সংশোধিত মেমোরেন্ডাম এন্ড আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশন এর কপি ইইএফ বিভাগের কর্মকর্তা কর্তৃক ২৭/১০/২০১১ খ্রিঃ তারিখে সরেজমিনে জয়েন্ট স্টক কোম্পানীজ এন্ড ফার্মস এর প্রধান কার্যালয়ে যাচাই করে নিশ্চিত হন যে, দাখিলকৃত কোম্পানির উপরোক্ত কাগজপত্রাদি জাল।

- কিন্তু উপরোক্ত দুটি জাল-জালিয়াতির ঘটনা উদঘাটিত হওয়ার পর আইসিবি ইইএফ বিভাগ কর্তৃক উদ্যোক্তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করে উপরন্তু ২৬/০৯/২০১১ খ্রিঃ তারিখের পত্রকে ভিত্তি করে ৩য় কিস্তি ছাড়ের উদ্যোগ নেয়া হয়।
- কিন্তু ইইএফ মঞ্জুরি বোর্ডে সিদ্ধান্ত হয় যে, প্রকল্পের একজন উদ্যোক্তা কর্তৃক জাল-জালিয়াতির ঘটনা সংঘটিত করায় আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে শেষ কিস্তির অর্থ বিতরণ না করা এবং ২কিস্তিতে বিতরণকৃত টাকা ১১০.০০ লক্ষ কোম্পানী কর্তৃক ইইএফ বিভাগে ৩১/০৮/২০১৩ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে ফেরত প্রদান করতে হবে অন্যথায় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। বিষয়টি ১১/৪/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে পত্র মারফত কোম্পানীর ব্যবস্থপনা পরিচালককে জানানো হলেও নিরীক্ষা সময় পর্যন্ত (সেপ্টেম্বর/২০১৫) উক্ত অর্থ আদায় হয়নি এবং আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।
- প্রকল্পের জমির দলিলাদি সঠিকভাবে যাচাই না করে টাকা ছাড় করা গুরুতর আর্থিক অনিয়ম।

অনিয়মের কারণ :

- ইইএফ নীতিমালা ব্যত্যয় করে প্রকল্পের নামে রেজিষ্ট্রিকৃত জমির দলিলাদির সঠিকতা যাচাই না করে এবং আইসিবির আভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের পরিদর্শন প্রতিবেদনের মূল্যায়ন বিবেচনা না করেই উদ্যোক্তা কর্তৃক প্রকল্প মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধির স্বাক্ষর এবং কোম্পানীর Summery of Share Capital ও সংশোধিত মেমোরেন্ডাম এন্ড আর্টিক্যালস অব এসোসিয়েশন এর জাল কাগজপত্র উপস্থাপন করা সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে ইইএফ সহায়তা তহবিলের অর্থ ছাড়।

ফলাফল :

- সরকারের আর্থিক ক্ষতি টাকা ১১০.০০ লক্ষ।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- পরিদর্শন দল কর্তৃক জমির দলিল ও কাগজ পত্র যাচাইয়ের নিমিত্তে সাব-রেজিষ্ট্রি অফিস, সহকারী কমিশনার (ভূমি) এবং তহশীল অফিসে গমণ করে আলোচ্য কাগজপত্রের সঠিকতা যাচাই করেন। আইনজীবীর মতামত এখানে কার্যত্তোর গ্রহণ করা হবে মর্মে প্রতীয়মান হয় যা প্রকল্প বাস্তবায়নে শিথিল হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।বর্তমানে প্রকল্পের উদ্যোক্তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ জমির দলিলাদির সঠিকতা যাচাই প্রতিবেদন নথিতে পাওয়া যায়নি। ইইএফ অর্থ ছাড় পরবর্তী প্রকল্পের ত্রৈমাসিক আয়-ব্যয় ও অগ্রগতি প্রতিবেদন এবং নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী ও বোর্ড সভার কার্যবিবরণী সংগ্রহে ইইএফ কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে। ফলে উক্ত প্রকল্পে ইইএফ সহায়তার সমুদয় অর্থ বিনিয়োগের প্রকৃত অবস্থা নিরীক্ষা দল কর্তৃক যাচাই করা সম্ভব হয়নি।মঞ্জুরি বোর্ডের সিদ্ধান্ত দীর্ঘ ২ বছরেও বাস্তবায়ন করা হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৮/০২/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ২৫/০৪/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ১৫/০৪/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- দায় দায়িত্ব নির্ধারণ এবং আপত্তিকৃত অর্থ আদায়পূর্বক প্রমাণকসহ নিরীক্ষা অধিদপ্তরকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ : ৩০

শিরোনাম : ইইএফ নীতিমালা ভংগ করে লীজকৃত অকৃষি খাস জমি কোম্পানির নামে মাসিক ভাড়ায় সাব লীজ দলিল করে জমির বাজার মূল্যকে উদ্যোক্তার ইক্যুইটি দেখিয়ে ইইএফ সহায়তা প্রদান এবং সহায়তা মেয়াদোত্তীর্ণ হলেও ছাড়কৃত সুদবিহীন সরকারি অর্থ আদায় অনিশ্চিত হওয়ায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি টাকা ২৩৫.৭৬ লক্ষ।

বিবরণ :

আইসিবি ইক্যুইটি এন্ড এনট্রাপ্র্যানারশীপ ফান্ড (ইইএফ) বিভাগের ২০০৯-২০১০ থেকে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের হিসাব ২৬/৭/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ হতে ১২/১১/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে বিশেষ নিরীক্ষাকালে ফেরদৌস বায়োটেক (প্রাঃ) লিঃ এর নথিপত্রাদি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- বাংলাদেশ ব্যাংকের ইইএফ ইউনিট এর ১৭/০৩/২০০৪ খ্রিঃ তারিখের মঞ্জুরি পত্র নং-ইইএফ/৩৮(৭১) /২০০৪-২৯৪ এর মাধ্যমে ফেরদৌস বায়োটেক(প্রাঃ)লিঃ, দক্ষিণ পানিশাইল, গাজীপুরে টিস্যু কালচারের মাধ্যমে অর্কিড উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের পাশাপাশি ঔষধি উদ্ভিদ, সার্টিফাইড আলু বীজ উৎপাদন ও গবেষণার লক্ষ্যে স্থাপিত প্রকল্প এর অনুকূলে টাকা ১৮৪.২০ লক্ষ এর সমমূলধন সহায়তা মঞ্জুরি প্রদান করা হয়।
- শর্তানুযায়ী মোট প্রকল্প ব্যয় টাকা ৩৭৫.৯১ লক্ষ এর মধ্যে উদ্যোক্তার ইক্যুইটির পরিমাণ ৫১% অর্থাৎ টাকা ১৯১.৭১ লক্ষ সম্পূর্ণ অংশ প্রকল্পে বিনিয়োগ এবং কোম্পানীর নামে জমির রেজিস্ট্রি দলিল সম্পাদন হওয়ার পরই প্রকল্পের অনুকূলে ইইএফ সহায়তার অংশ ছাড়যোগ্য।
- প্রকল্পের মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান এনসিসি ব্যাংক লিঃ কর্তৃক বিনিয়োগ চুক্তিপত্র সম্পাদনসহ ইইএফ নীতিমালা অনুসরণপূর্বক প্রকল্পে উদ্যোক্তার ইক্যুইটির বিনিয়োগ প্রতীয়মান হওয়ায় ইইএফ এর অর্থ ছাড়ের অনুরোধ করা হয়।
- কিন্তু দক্ষিণ পানিশাইল, গাজীপুরের (১.১৪+০.৩৩)=১.৪৭ একর অকৃষি খাস জমি বায়োটেক ইন্টারন্যাশনাল এর স্বত্বাধিকারী ডঃ ফেরদৌসী বেগম এর নামে টাকা (১৮,৮৪,৪৯০+৩,১২,৭২৭) = টাকা ২১,৯৭,২১৭ সেলামীতে ৩৫ বছরের জন্য সরকার হতে লীজ দলিল থাকায় তা ইইএফ এর মঞ্জুরিকৃত কোম্পানী ফেরদৌস বায়োটেক (প্রাঃ) লিঃ এর নামে রেজিস্ট্রি দলিলায়ন আইনগতভাবে সম্ভব না হওয়ায় উদ্যোক্তা ডঃ ফেরদৌসী বেগম কর্তৃক মাসিক টাকা ৩,০০০ ভাড়ায় ১৫ বছরের জন্য নতুন কোম্পানীর(ফেরদৌস বায়োটেক)সাথে সাব লীজ দলিল সম্পাদন করা হয়। যা ইইএফ নীতিমালা পরিপন্থী। ইইএফ নীতিমালা ভঙ্গ করে ইইএফ সহায়তার টাকা ছাড় করা গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে গণ্য।
- সরকারি লীজ চুক্তির ৭নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ রয়েছে যে, সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতীত অন্য কোন ভাবে জমি অন্য কারোর নিকট হস্তান্তর করা হলে জমির তৎসময়ের বাজার মূল্যের ২৫% সরকারের হস্তান্তর ফি প্রদান করতে হবে। কিন্তু উক্ত জমির তৎসময়ের বাজার মূল্য টাকা ১৪৭.০০ লক্ষ ধরে মোট প্রকল্প ব্যয় অনুমোদন করা হলেও ২৫% হিসেবে টাকা ৩৬,৭৫,০০০ হস্তান্তর ফি সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়নি।
- তাছাড়া ১.৪৭ একর জমির সরকারি লীজ মূল্য টাকা ২১,৯৭,২১৭ এর বিপরীতে জমির বাজার মূল্য বাবদ টাকা ১৪৭.০০ লক্ষ, উদ্যোক্তার ইক্যুইটি বিনিয়োগ দেখানো হয়েছে। যা উদ্যোক্তার মোট বিনিয়োগযোগ্য টাকা ১৯১.৭১ লক্ষ ৭৬.৬৮%। অর্থাৎ কোম্পানীর নামে ভাড়া ভিত্তিক লীজ দলিল করে এবং সরকারি জমির মূল্য বাবদ টাকা ১৪৭.০০ লক্ষ উদ্যোক্তার ইক্যুইটি বিনিয়োগ দেখিয়ে গুরুতর অনিয়ম করা হয়েছে।
- উপরন্তু ইইএফ ইউনিট, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক উক্ত জমির মূল্য পুনঃমূল্যায়ন করে টাকা ২০৫.৮০ লক্ষ নির্ধারণ করে প্রকল্পের অনুকূলে অতিরিক্ত টাকা ৫২.৫৩ লক্ষ ইইএফ সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে। ইইএফ নীতিমালা অনুযায়ী প্রকল্পের অতিরিক্ত ব্যয় উদ্যোক্তা কর্তৃক বহনযোগ্য কিন্তু এক্ষেত্রেও ইইএফ নীতিমালার ব্যত্যয় করে টাকা ৫২.৫৩ লক্ষ ইইএফ সহায়তা মঞ্জুর গুরুতর আর্থিক অনিয়ম।
- ১৮/০৭/২০০৪ খ্রিঃ হতে ২৯/০৫/২০০৭ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে ৫ কিস্তিতে মোট টাকা ২৩৬.৭৩ লক্ষ ইইএফ নীতিমালা ভংগ করে প্রকল্পের অনুকূলে ইইএফ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।
- প্রকল্পটির লিয়েন ব্যাংক এনসিসি ব্যাংক লিঃ ও ইইএফ ইউনিট কর্তৃক প্রকল্পের কার্যক্রম মনিটরিং করা হয়নি। ইইএফ নীতিমালা অনুযায়ী ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন, আয়-ব্যয় বিবরণী, বীমা কভারেজ এবং কোম্পানী আইন অনুযায়ী বার্ষিক

নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী ও বছরে ন্যূনতম ৪টি বোর্ড সভার কার্যবিবরণী লিয়েন ব্যাংক ও ইইএফ বিভাগ কর্তৃক সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং ইইএফ এর টাকা বিতরণের ৪র্থ বৎসর হতে ২০% হিসেবে লাভসহ সমুদয় টাকা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

- ১৭/০৭/২০১২ খ্রিঃ তারিখে শর্ত অনুযায়ী ৮ বছর পূর্ণ হলেও সুদবিহীন সরকারি অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে উদ্যোক্তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি এবং সরকারি শেয়ারের বিপরীতে অদ্যাবধি কোম্পানি কর্তৃক কোন লভ্যাংশ প্রদান করা হয়নি এবং ০৩/১১/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত মাত্র ১.০০ লক্ষ টাকা বাইব্যাক হয়েছে ফলে সুদবিহীন টাকা (২৩৬.৭৩-১.০০)=টাকা ২৩৫.৭৩ লক্ষ লভ্যাংশ ও সুদসহ আদায় অনিশ্চিত হওয়ায় সরকারের ক্ষতি হয়েছে।

অনিয়মের কারণ :

- ইইএফ নীতিমালা ব্যত্যয় করে প্রকল্পের নামে ভূমির রেজিস্ট্রি দলিল ছাড়ই এবং অসত্য তথ্যের ভিত্তিতে ইইএফ সহায়তা তহবিলের অর্থ ছাড় এবং উক্ত অর্থ আদায়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।

ফলাফল :

- সরকারের আর্থিক ক্ষতি টাকা ২৩৫.৭৬ লক্ষ।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- যেহেতু প্রকল্পটি আধুনিক পদ্ধতিতে টিস্যু কালচারের মাধ্যমে অর্কিড ও আলুবীজ উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ছিল। লীজ ডীড ৮নং ধারায় উল্লেখ আছে ঔষধি, ফুল চাষ, টিস্যু কালচার ও অর্কিড গবেষণার প্রয়োজন ছাড়া অন্য কোন কারণে কালেক্টরের পূর্বানুমোদন ব্যতীত কোন প্রকার খনন কাজ করা যাবে না বা জমির কোন ক্ষতি করা যাবে না। আলোচ্য ক্ষেত্রে মঞ্জুরি পত্রানুযায়ী উৎপাদিত পণ্য লিজ ডিড এর ৮নং শর্তানুযায়ী সঠিক আছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।
- প্রকল্পটিকে নিবিড় মনিটরিং এর আওতায় আনা হয়েছে। ইইএফ সহায়তা বাবদ ছাড়কৃত অর্থ আদায়ের চেষ্টা রয়েছে। এ কর্মকান্ডের আওতায় ১৮/০৩/২০১২ খ্রিঃ ও ২৯/১২/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়। প্রকল্পের অনুকূলে ছাড়কৃত অর্থ আদায়ের প্রয়োজনীয় আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ আপত্তিতে বর্ণিত অনিয়মের পয়েন্ট ভিত্তিক জবাব প্রদান করা হয়নি। ইইএফ নীতিমালা অনুযায়ী কোম্পানীর নামে প্রকল্পের জমির রেজিস্ট্রি দলিল হয়নি এবং আর্থিক অনিয়মের মাধ্যমে প্রকল্পে উদ্যোক্তার ইক্যুইটি বিনিয়োগ দেখানো হয়েছে। ১৭/০৭/২০১২ খ্রিঃ তারিখে শর্ত অনুযায়ী ৮ বছর পূর্ণ হলেও সুদবিহীন সমুদয় সরকারি অর্থ নিরীক্ষাকালীন (১৭ নভেম্বর/২০১৫) পর্যন্ত আদায় হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৮/০২/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ২৫/০৪/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ১৫/০৪/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করতঃ আপত্তিকৃত অর্থ আদায়পূর্বক প্রমাণকসহ নিরীক্ষা অধিদপ্তরকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ : ৩১

শিরোনাম : টেকনিক্যাল এ্যাডভাইজিং কমিটি (TAC) এর সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করে বাতিলযোগ্য মঞ্জুরিপত্রের বিপরীতে ইইএফ সহায়তা প্রদান করা হলেও বাণিজ্যিক উৎপাদনে যেতে ব্যর্থ বন্ধ প্রকল্প হতে ছাড়কৃত সরকারি অর্থ আদায় অনিশ্চিত হওয়ায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি টাকা ২১৬.২৪ লক্ষ।

বিবরণ :

আইসিবি ইক্যুইটি এন্ড এনট্রাপ্র্যানারশীপ ফান্ড (ইইএফ) ২০০৯-২০১০ থেকে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের হিসাব ২৬/৭/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ হতে ১২/১১/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে বিশেষ নিরীক্ষাকালে নাজমুল ফুড ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ এর নথিপত্রাদি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- ২৮/০২/২০৫ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ ব্যাংকের ইইএফ ইউনিট এর Technical Advisory Committee (TAC) এর ৩১তম সভায় নাজমুল ফুড ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ প্রকল্পের অনুকূলে টাকা ২১৬.২৪ লক্ষ ইইএফ সহায়তা মঞ্জুরির সিদ্ধান্ত হয়। ইইএফ ইউনিট এর ০৫/০৩/২০০৫ খ্রিঃ তারিখের মঞ্জুরিপত্র নং-ইইএফ/৩৮(১৯০)/২০০৫-২০৮১ এর মাধ্যমে আধুনিক পদ্ধতিতে পটেটো চিপস তৈরী প্রকল্প এর অনুকূলে টাকা ২১৬.২৪ লক্ষ এর সমমূলধন সহায়তা মঞ্জুরি প্রদান করা হয়।
- প্রকল্প মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী গাজীপুর জেলার মৌচাক মৌজায় মোট ০.৩৩ একর জমির ওপর প্রকল্পটি স্থাপিত হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে প্রায় ৫৪ জন লোকের কর্মসংস্থান হবে এবং দেশের জিডিপি তে বার্ষিক টাকা ৩৪৫.৯৮ লক্ষ যোগান হবে। প্রকল্পের উদ্যোক্তা ৩ জনের মধ্যে ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব নাজমুল হাসান।
- উদ্যোক্তা কর্তৃক প্রকল্পের মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান ওয়ান ব্যাংক লিঃ এর মাধ্যমে ১৮/০৯/২০০৫ খ্রিঃ তারিখের পত্র মারফত প্রকল্প সাইট মৌচাক হতে গাজীপুর জেলার আরিশা প্রসাদ মৌজায়(০.৫৮ একর জমি) স্থানান্তরের আবেদন করা হয় যা ৩৮তম TAC সভায় নাকচ করা হয়।
- উদ্যোক্তা কর্তৃক পুনর্বার ২৮/১১/২০০৫ খ্রিঃ তারিখে টাকা অবমূল্যায়নের কারণে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ, প্রকল্প সাইট মৌচাক হতে গাজীপুর জেলার আরিশা প্রসাদ মৌজায়(০.৫৮ একর জমি) স্থানান্তর এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের সময়সীমা ৩১/০৭/২০০৬ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধির আবেদন করা হয় যা ৩৯তম TAC সভায় নাকচ করা হয়, এবং ২১/১২/২০০৫ খ্রিঃ তারিখের পত্রে উদ্যোক্তাকে জানানো হয়। উক্ত পত্রে আরও উল্লেখ করা হয় যে, পূর্বনির্ধারিত স্থানে মঞ্জুরি পত্র ইস্যুর তারিখ হতে ১২ মাসের মধ্যে উদ্যোক্তার অংশ সম্পূর্ণ বিনিয়োগ নিশ্চিত করে সরকারি অংশের জন্য আবেদন না করা হলে মঞ্জুরি পত্র বাতিল করা হবে।
- কিন্তু উদ্যোক্তা কর্তৃক পুনরায় ২০/১২/২০০৫ খ্রিঃ তারিখের পত্রে প্রকল্পে টাকা ৫০.০০ লক্ষ বিনিয়োগ করায় প্রকল্পটি দ্রুত বাস্তবায়নের স্বার্থে প্রস্তাবিত সাইটে প্রকল্পটি স্থাপন এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের সময়সীমা ৩১/০৭/২০০৬ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধির আবেদন করা হয়। ইইএফ বিভাগ কর্তৃক আবেদন বিবেচনায় নিয়ে প্রকল্পটি সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। ইইএফ বিভাগের পরিদর্শন প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রস্তাবিত প্রকল্প স্থানটিতে গ্যাস ব্যতীত অন্যান্য ভৌত অবকাঠামোগত সুবিধা বিদ্যমান রয়েছে এবং উদ্যোক্তার বিনিয়োগ জমিসহ টাকা ৩৩.০৭ লক্ষ।
- উক্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ইইএফ বিভাগের ২৩/০১/২০০৬ খ্রিঃ তারিখের পত্রে প্রস্তাবিত আরিশা প্রসাদ মৌজায় প্রকল্প স্থাপন এবং বাস্তবায়নের সময়সীমা ৩০/০৬/২০০৬ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত বর্ধিতকরণের অনুমোদন প্রদান করা হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে TAC সভার অনুমোদন গ্রহণ করা হয়নি। উপরন্তু TAC সভার পূর্বের সিদ্ধান্তসমূহ ইইএফ বিভাগ কর্তৃক উপেক্ষা করা হয়েছে।
- উল্লিখিত নির্ধারিত সময়ে অর্থাৎ ৩০/০৬/২০০৬ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে উদ্যোক্তার অংশের বিনিয়োগ সম্পন্ন হয়নি। তাছাড়া প্রকল্প মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান ওয়ান ব্যাংক লিঃ এর ১৮/০৬/২০০৬ খ্রিঃ তারিখের পত্রের প্রেক্ষিতে ইইএফ বিভাগের ১১/০৭/২০০৬ খ্রিঃ তারিখের পত্রানুযায়ী ইইএফ বিভাগের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে প্রকল্পে উদ্যোক্তা পরিচালক অপসারণ ও নতুন পরিচালক অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যা ইইএফ নীতিমালা পরিপন্থী এবং প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্রাদি/দলিলাদি ৩০/০৬/২০০৬ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে ইইএফ বিভাগে দাখিল নিশ্চিত করা হয়নি।
- ইইএফ বিভাগ কর্তৃক ২৯/১১/২০০৬ খ্রিঃ তারিখ হতে ০৭/০৭/২০০৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে প্রকল্পের অনুকূলে ৪ কিস্তিতে ইইএফ সহায়তার মোট টাকা (১৫.০০+১৫১.২৪+৩০.০০+২০.০০) লক্ষ = টাকা ২১৬.২৪ লক্ষ ছাড় করা হয়েছে। ইইএফ নীতিমালা অনুযায়ী উদ্যোক্তা ও আইসিবি কর্তৃক ত্রৈমাসিক অন্তর প্রকল্পের অগ্রগতি, আয়-ব্যয় ও প্রকল্পের উৎপাদন সম্পর্কিত সভা আহ্বান করা হয়নি। প্রকল্পের সম্পূর্ণ টাকা বিতরণের পর ৪র্থ বৎসর হতে প্রকল্পের লভ্যাংশসহ বিতরণকৃত

টাকার ২০% হিসাবে ৮ম বৎসর পর্যন্ত সম্পূর্ণ টাকা আদায়ের ব্যবস্থা আইসিবি কর্তৃক গ্রহণ না করা গুরুতর অনিয়ম হিসেবে গণ্য।

- আইসিবি ইইএফ বিভাগ হতে ২২/০৬/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে সংগৃহীত তথ্যাদি হতে জানা যায় যে, প্রকল্পটি দীর্ঘদিন যাবৎ বন্ধ রয়েছে। ২৮/১১/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে শর্তানুযায়ী ৮ বছর পূর্ণ হলেও সুদবিহীন সরকারি অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে উদ্যোক্তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি এবং ধার্য্যযোগ্য সুদ নির্ণয় করা হয়নি।
- ফলে আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত সরকারি কর্মসূচির উদ্দেশ্য পূরণ হয়নি এবং সুদবিহীন টাকা ২১৬.২৪ লক্ষ বন্ধ প্রকল্প হতে আদায় অনিশ্চিত হওয়ায় সরকারি অর্থের ক্ষতি সাধিত হয়েছে।
- প্রকল্পটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর অথবা মেয়াদ উত্তীর্ণের পর মানসম্পন্ন সিএ ফার্ম দ্বারা প্রকল্পের সম্পদ মূল্যায়ন করে বিতরণ কৃত টাকার চাইতে যা বেশি তা আদায়ের জন্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।
- আইসিবি ও বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রকল্পের সম্পূর্ণ টাকা অনিয়মিতভাবে বিতরণ এবং বিতরণের পর নিয়মিত তদারকি বা মনিটরিং না করায় সরকারের উক্ত টাকা ক্ষতিতে পরিণত হয়েছে।

অনিয়মের কারণ :

- ইইএফ নীতিমালা ব্যত্যয় করে প্রকল্পে অর্থ ছাড় এবং আদায়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।

ফলাফল :

- সরকারের আর্থিক ক্ষতি টাকা ২১৬.২৪ লক্ষ।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- কোম্পানি কর্তৃক প্রকল্প স্থান পরিবর্তনের আবেদনের প্রেক্ষিতে উদ্যোক্তার ৫১% বিনিয়োগ সম্পন্ন না হলে প্রকল্পে ইইএফ অর্থ ছাড় করা হবে না মর্মে ২২/০১/২০০৬ খ্রিঃ তারিখে প্রকল্প স্থান পরিবর্তন ও সময় বর্ধিত করণের অনুমোদন দেয়া হয়। আরো প্রতীয়মান হয় যে, মঞ্জুরি পত্রের মেয়াদ বৃদ্ধি যথাযথ প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হয়েছে। পরিদর্শন প্রতিবেদনে প্রকল্পটির উৎপাদন বন্ধ রয়েছে। যেহেতু শেয়ার বাইব্যাক এর মেয়াদকাল ৮ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে ফলে প্রকল্পটি নিবিড় মনিটরিং এর আওতায় এনে পত্র প্রদান ও টেলিফোনিক যোগাযোগ এর মাধ্যমে ইইএফ সহায়তা বাবদ ছাড়কৃত সরকারের বিনিয়োগকৃত অর্থের শেয়ার বাইব্যাক এর প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ পরিবর্তীত স্থানে প্রকল্প স্থাপনে TAC(Technical Advisory Committee) সভার অনুমোদন নেয়া হয়নি। সরকারি অংশিদারীত্ব ব্যবসা কিন্তু প্রায় ৭ বছর প্রকল্পের সাথে যোগাযোগ না থাকার কারণ জবাবে উল্লেখ করা হয়নি এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যর্থতার কারণ চিহ্নিত করা হয়নি। উদ্যোক্তা ব্যর্থ হলেও চুক্তিপত্র অনুযায়ী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৮/০২/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ২৫/০৪/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ১৫/০৪/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করতঃ আপত্তিকৃত অর্থ আদায়পূর্বক প্রমাণকসহ নিরীক্ষা অধিদপ্তরকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ : ৩২

শিরোনাম : আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত সরকারি কর্মসূচির ছাড়কৃত সুদবিহীন অর্থ প্রকল্পে বিনিয়োগ না করে উদ্যোক্তা কর্তৃক প্রকল্প ভূমির ভুয়া দলিল দাখিল করে সরকারি অর্থ আত্মসাৎ করায় আর্থিক ক্ষতি টাকা ১০৬.০০ লক্ষ।

বিবরণ :

আইসিবি ইক্যুইটি এন্ড এনট্রাপ্র্যানারশীপ ফান্ড (ইইএফ) বিভাগের ২০০৯-২০১০ থেকে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের হিসাব ২৬/৭/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ হতে ১২/১১/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে বিশেষ নিরীক্ষাকালে তানজিন এগ্রো কমপ্লেক্স লিঃ এর নথিপত্রাদি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- আইসিবি, ইইএফ বিভাগের ১৭/০৭/২০১১ খ্রিঃ তারিখের মঞ্জুরি পত্র নং-আইসিবি/ ইইএফ/ ৪৯. (০১)/২০১১/৭২০(ক)১২ এর মাধ্যমে তানজিন এগ্রো কমপ্লেক্স লিঃ, চরপদ্মা, মুলাদী, বরিশালে আধুনিক পদ্ধতিতে কার্পজাতীয় মাছসহ অন্যান্য মাছ চাষের নিমিত্তে প্রকল্প এর অনুকূলে টাকা ১১৩.৭৮ লক্ষ (৪৯%) এর সমমূলধন সহায়তা মঞ্জুরি প্রদান করা হয়।
- মোট প্রকল্প ব্যয় ২৭৩.০২ লক্ষ এর মধ্যে উদ্যোক্তার ইক্যুইটির পরিমাণ ৫১% অর্থাৎ টাকা ১৩৯.২৪ লক্ষ সম্পূর্ণ অংশ প্রকল্পে বিনিয়োগ হওয়া সাপেক্ষে প্রকল্পের অনুকূলে ইইএফ সহায়তার অংশ ছাড়যোগ্য।
- প্রকল্পের মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান আইসিবি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিঃ কর্তৃক বিনিয়োগ চুক্তি সম্পাদনসহ ইইএফ নীতিমালা অনুসরণপূর্বক প্রকল্পে উদ্যোক্তার ইক্যুইটির বিনিয়োগ প্রতীয়মান হওয়ায় ইইএফ এর অর্থ ছাড়ের অনুরোধ করে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদ্যোক্তার ইক্যুইটির টাকা বিনিয়োগ প্রতীয়মান হওয়া সংক্রান্ত প্রতিবেদন সঠিক ছিল না।
- আইসিবি এর ইইএফ বিভাগ কর্তৃক ২৬/০৪/২০১২ খ্রিঃ ও ২২/১০/২০১২ খ্রিঃ তারিখে প্রকল্পটির অনুকূলে ২ কিস্তিতে (৬৬.০০+৪০.০০) মোট টাকা ১০৬.০০ লক্ষ এর সমমূলধন সহায়তার অর্থ ছাড় করা হয়। ২ কিস্তি ছাড়ের পূর্বে সরেজমিন পরিদর্শন দল কর্তৃক প্রকল্প ভূমির সঠিকতা ও বিনিয়োগ ব্যয়ের সন্তোষজনক পরিদর্শন প্রতিবেদন অনুযায়ীই অর্থ ছাড় হয়েছে। কিন্তু ২য় কিস্তির টাকা ৪০.০০ লক্ষ ২২/১০/২০১২ খ্রিঃ তারিখে ছাড় পরবর্তী সেপ্টেম্বর/২০১৫ পর্যন্ত বিনিয়োগের সঠিকতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে পরিদর্শন করা হয়নি।
- প্রকল্পের পরিচালক জনাব মোঃ মাসুম কালাম শাহ ২৫/০১/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকের ইইএফ ইউনিটে প্রমাণকসহ অভিযোগ করেন যে, প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব অলিউল হাসনাত এবং পরিচালক জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান কর্তৃক মোঃ মাসুম কালাম শাহ ও অপর পরিচালক জনাব মোঃ আব্দুল লতিফ মোল্লার স্বাক্ষর জাল করে ২০/১০/২০১২ খ্রিঃ তারিখে কোম্পানীর ভুয়া রেজুলেশন তৈরী করে কোম্পানীর নমিনী পরিচালক, আইসিবি এর সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার জনাব ইলিয়াস কবির এর স্বাক্ষরসহ ন্যাশনাল ব্যাংক দিলকুশা শাখায় কোম্পানির চলতি হিসাব(নং০০০২৩৩১৪৮৬৪৮) হতে ইইএফ ফান্ডের টাকা ৪০.০০ লক্ষ হতে টাকা ৩৬.০০ লক্ষ আত্মসাৎ করা হয়েছে। আরও উল্লেখ করেন যে, প্রকল্পের ১৫ একর জমির মধ্যে ৪.৫০ একরের দলিল উক্ত জালিয়াতি চক্র কর্তৃক ২৫ বছর পূর্বে মৃত ব্যক্তিকে জীবিত দেখিয়ে ভুয়া দলিল সম্পাদন করে ইইএফ ইউনিটে জমা করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের ইইএফ ইউনিটের ০৩/০২/২০১৫ খ্রিঃ তারিখের চাহিদা মোতাবেক আইসিবি এর ইইএফ বিভাগ হতে ২০/০৪/২০১৫ খ্রিঃ তারিখের পত্রে জনাব মোঃ আল আমিন তালুকদার, সহকারি মহাব্যবস্থাপককে উক্ত অভিযোগের সঠিকতা যাচাই এর জন্য মনোনীত করা হয়েছে।
- কিন্তু সেপ্টেম্বর/২০১৫ পর্যন্ত উক্ত অভিযোগের বিষয়ে কোন অগ্রগতি নথিতে পাওয়া যায়নি।
- উক্ত কোম্পানির ১৫ একর জমি কোম্পানির নামে রেজিষ্ট্রিকৃত এবং কোম্পানির ৪৯% শেয়ারের মালিকানা সরকারের নামে বরাদ্দকৃত। সুতরাং আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত সরকারি কর্মসূচির সুদবিহীন অর্থ আত্মসাতকারীদের নিকট হতে আদায় অনিশ্চিত হওয়ায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি টাকা ১০৬.০০ লক্ষ।

অনিয়মের কারণ :

- জমির ডকুমেন্ট জাল হওয়ার বিষয় উদঘাটন না করায় ও উদ্যোক্তার ইক্যুইটির টাকা সঠিকভাবে বিনিয়োগ নিশ্চিত না করেই ইইএফ সহায়তা তহবিলের অর্থ ছাড়।

ফলাফল :

- সরকারের আর্থিক ক্ষতি টাকা ১০৬.০০ লক্ষ।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- তদন্ত কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ তদন্ত কার্যক্রমে কী অনিয়ম উদঘাটিত হয়েছে এবং দায়দয়িত্ব নির্ধারণ করা হয়েছে কিনা সে সম্পর্কে কোন মন্তব্য প্রদান করা হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৮/০২/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ২৫/০৪/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ১৫/০৪/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করতঃ আপত্তিকৃত অর্থ আদায়পূর্বক প্রমাণকসহ নিরীক্ষা অধিদপ্তরকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ : ৩৩

শিরোনাম : প্রকল্পে উদ্যোক্তার অংশের বিনিয়োগ ঘাটতি রেখেই ইইএফ সহায়তার ১ম কিস্তি বিতরণের পরই প্রকল্প অস্তিত্বহীন এবং দীর্ঘদিনেও উদ্যোক্তাদের খুঁজে না পাওয়ায় সুদবিহীন সরকারি তহবিলের টাকা ৮০.০০ লক্ষ সরকারের আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

আইসিবি ইক্যুইটি এন্ড এনট্রাপ্র্যানারশীপ ফান্ড (ইইএফ) বিভাগের ২০০৯-২০১০ থেকে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের হিসাব ২৬/৭/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ হতে ১২/১১/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে বিশেষ নিরীক্ষাকালে মারফি ম্যাককান কনসাল্টিং লিঃ এর নথিপত্রাদি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- বাংলাদেশ ব্যাংকের ইইএফ ইউনিট এর ১৩/০১/২০০৪ খ্রিঃ তারিখের মঞ্জুরিপত্র নং-ইইএফ/৩৬/২০০৪-৬৮ এর মাধ্যমে মারফি ম্যাককান কনসাল্টিং লিঃ এর অনুকূলে টাকা ১৫৫.৮৫ লক্ষ(৪৯%)এর সমমূলধন সহায়তা মঞ্জুরি প্রদান করা হয়।
- শর্তানুযায়ী মোট প্রকল্প ব্যয় টাকা ৩১৮.০৬ লক্ষের মধ্যে উদ্যোক্তার ইক্যুইটির পরিমাণ ৫১% অর্থাৎ টাকা ১৬২.২১ লক্ষ সম্পূর্ণ অংশ প্রকল্পে বিনিয়োগ হওয়ার পরেই প্রকল্পের অনুকূলে ইইএফ সহায়তার অংশ ছাড়যোগ্য।
- প্রকল্পের উদ্যোক্তা ০৩ জন। প্রকল্পে সফটওয়ার তৈরী করা হবে এবং প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে প্রায় ১৫৮ জনের কর্মসংস্থান হবে। প্রকল্পটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব সৈয়দ ক্যানন ইব্রাহীম বখত, ঠিকানাঃ হাউজ নং-৩৬, রোড-৩,প্লট-৬, ধানমন্ডি, ঢাকা।
- প্রকল্পের মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান জনতা ব্যাংক লিঃ এবং উদ্যোক্তাদের তথ্যের ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের ইইএফ ইউনিট কর্তৃক ২ সদস্য সমন্বয়ে গঠিত পরিদর্শন দল ১১/০৩/২০০৪ খ্রিঃ তারিখে সরেজমিন প্রকল্পের ভাড়া বাড়ি(বাড়ি নং-২০, রোড নং-১৮, ব্লক-জে, বনানী, ঢাকা-১২১৩) পরিদর্শনে প্রকল্পে উদ্যোক্তার মোট বিনিয়োগ বিবেচ্য হয় টাকা ১৩৬.৫৪ লক্ষ কিন্তু মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান জনতা ব্যাংক কর্তৃক বিবেচ্য ব্যয় টাকা ১৬৬.২৮ লক্ষ।
- এক্ষেত্রে ঘাটতি বিনিয়োগ ব্যয় টাকা (১৬২.২১-১৩৬.৫৪)=টাকা ২৫.৬৭ লক্ষ। কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংকের ইইএফ ইউনিট কর্তৃক উদ্যোক্তার বিনিয়োগ ১৬০.৯৮ লক্ষ বিবেচনা ও অবশিষ্ট ১.২৩ লক্ষ(শেয়ারের অর্থ) কোম্পানির হিসেবে জমাকরণের শর্তে নির্বাহী পরিচালক-৪ এর অনুমোদনে ইইএফ এর অর্থ ছাড়করণ করা হয় এবং ১০/০৪/২০০৪ খ্রিঃ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকের ইইএফ ইউনিট হতে মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান জনতা ব্যাংক লিঃ এর মাধ্যমে প্রকল্পের অনুকূলে ১ম কিস্তির টাকা ৮০.০০ লক্ষ এর চেক প্রদান করা হয়।
- উদ্যোক্তা কর্তৃক উক্ত অর্থ প্রকল্পে ব্যয় করে ০৫/০৭/২০০৪ খ্রিঃ তারিখে জনতা ব্যাংক গুলশান-২ শাখার মাধ্যমে সরাসরি এবং ০৯/১১/২০০৪ খ্রিঃ তারিখে জনতা ব্যাংক প্রধান কার্যালয়ের মাধ্যমে অবশিষ্ট অর্থ ছাড়ের আবেদন করা হলে বাংলাদেশ ব্যাংকের ২ সদস্য বিশিষ্ট পরিদর্শন দল কর্তৃক ০৫/১২/২০০৪ খ্রিঃ তারিখে সরেজমিন প্রকল্প পরিদর্শনে উল্লিখিত ঠিকানায় প্রকল্প খুঁজে পাননি। তবে অননুমোদিতভাবে স্থানান্তরিত ঠিকানায়(বাড়ি নং-৫৭/বি, ৩য় তলা, রোড নং-২১, বনানী, ঢাকা) প্রকল্পটির অবস্থান নিশ্চিত হন। উক্ত স্থানে প্রকল্প সাইট হিসেবে মে/২০০৪ হতে অবস্থান করলেও প্রকল্পের কোন সাইন বোর্ড ছিলনা। ১ম কিস্তির ছাড়কৃত টাকা ৮০.০০ লক্ষ এর মধ্যে টাকা ৫৩.৪১ লক্ষ বিনিয়োগ ব্যয় পরিদর্শন দলের নিকট সঠিক হওয়ায় টাকা ২৬.৫৯(৮০.০০-৫৩.৪১) লক্ষ ঘাটতি বিনিয়োগ থেকে যায়।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের ইইএফ ইউনিট হতে ২৫/০৫/২০০৬ খ্রিঃ, ০৫/০৯/২০০৬ খ্রিঃ ও ২৩/১০/২০০৬ খ্রিঃ তারিখের পত্রে প্রকল্পে ছাড়কৃত টাকা ৮০.০০ লক্ষ বিনিয়োগ অবস্থা জানানোর জন্য জনতা ব্যাংককে বারবার তাগাদা দেওয়া হলেও কোন অগ্রগতি না পাওয়ায় ২ সদস্য বিশিষ্ট পরিদর্শন দল কর্তৃক ১২/১১/২০০৬ খ্রিঃ তারিখে সরেজমিন প্রকল্প পরিদর্শনে উক্ত অননুমোদিতভাবে স্থানান্তরিত ঠিকানায় Ananash নামক একটি ট্রাভেল এজেন্সির অফিস দেখতে পান এবং জানতে পারেন যে,মারফি ম্যাককান প্রায় দেড় বছর পূর্বে উক্ত স্থান ত্যাগ করেছে। Ananash এমডি ও মারফির এমডি পরস্পর নিকটাত্মীয় । উপস্থিত দুজনেই স্বীকার করেন লসের কারণে প্রকল্প বন্ধ কিন্তু ইনভেনটরী লিস্ট ও হিসাব বিবরণী প্রদর্শন করতে পারেননি।

১২—

- বাংলাদেশ ব্যাংকের ইইএফ ইউনিট হতে ২০/০৩/২০০৭ খ্রিঃ তারিখে প্রকল্প হতে অর্থ ফেরত পাওয়া না গেলে উদ্যোক্তাগণের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে মর্মে জনতা ব্যাংক ও মারফির এমডি কে জানানো হলেও নিরীক্ষাকালীন (আগষ্ট/২০১৫) পর্যন্ত অর্থ ফেরত আসেনি এবং আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রমাণক নথিতে পাওয়া যায়নি।
- সর্বশেষ আইসিবি এর ইইএফ বিভাগ হতে ২২/০২/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মারফির এমডির ধানমন্ডির বাসার ঠিকানায় পরিদর্শনে যেয়ে জনাব সৈয়দ ক্যানন ইব্রাহীম বখতকে খুঁজে পাননি। প্রকৃতপক্ষে উদ্যোক্তাদের স্থায়ী ঠিকানা সংগ্রহ করা হয়নি।
- যাচাই বাছাই না করে সরকারের গৃহীত কর্মসূচির সুদবিহীন অর্থ বিতরণ, দীর্ঘদিন প্রকল্পটি অস্তিত্বহীন চিহ্নিত হলেও সরকারি অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। ফলে ইইএফ এর অংশ বাবদ টাকা ৮০.০০ লক্ষ আদায় অনিশ্চিত হওয়ায় সরকারি ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

অনিয়মের কারণ :

- ইইএফ নীতিমালা ব্যত্যয় করে প্রকল্পে অর্থ ছাড় এবং আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।

ফলাফল :

- সরকারি তহবিলের ক্ষতি টাকা ৮০.০০ লক্ষ ।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- উক্ত প্রকল্পটিতে ইইএফ নীতিমালা সম্পূর্ণ পরিপালন করা সাপেক্ষে ১০/০৪/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে ১ম কিস্তি বাবদ টাকা ৮০.০০ লক্ষ জনতা ব্যাংকের মাধ্যমে ছাড় করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক ও জনতা ব্যাংক লিঃ প্রকল্পটি নিবিড় মনিটরিং এর আওতায় এনে ২০০৭ সাল থেকে এখন পর্যন্ত পত্র প্রদান ও টেলিফোনে যোগাযোগের মাধ্যমে ইইএফ সহয়াতার ছাড়কৃত অর্থ আদায়ের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা অব্যাহত রাখা হয়েছে।
- প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ২২/০৫/২০১৫ খ্রিঃ ও ৩১/০৭/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে আইসিবি থেকে পরিদর্শন দল উক্ত ঠিকানায় এবং উদ্যোক্তাদের স্থায়ী ঠিকানায় যোগাযোগ করে অর্থ আদায়ের ব্যাপারে সর্বাত্মক চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এভাবে অর্থ আদায় সম্ভব না হলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ দীর্ঘদিন প্রকল্পটি অস্তিত্বহীন এবং ঘাটতি বিনিয়োগ চিহ্নিত হলেও সরকারি অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে উদ্যোক্তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৮/০২/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ২৫/০৪/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ১৫/০৪/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করতঃ আপত্তিকৃত অর্থ আদায়পূর্বক প্রমাণকসহ নিরীক্ষা অধিদপ্তরকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ : ৩৪

শিরোনাম : ইইএফ তহবিলের অর্থ ছাড় পরবর্তী পরিদর্শনে বিনিয়োগ ঘাটতি, প্রকল্পের অস্তিত্ব না থাকা ও উদ্যোক্তাদের খুঁজে না পাওয়ায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি টাকা ৫০.০০ লক্ষ।

বিবরণ :

আইসিবি ইক্যুইটি এন্ড এনট্রাপ্র্যানারশীপ ফান্ড (ইইএফ) বিভাগের ২০০৯-২০১০ থেকে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের হিসাব ২৬/৭/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ হতে ১২/১১/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে বিশেষ নিরীক্ষাকালে ড্রীমস সফট লিঃ এর নথিপত্রাদি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- বাংলাদেশ ব্যাংকের ইইএফ ইউনিট এর ০৫/০৩/২০০৫খ্রিঃ তারিখের মঞ্জুরিপত্র নং-ইইএফ/৩৮(১৮৯)/২০০৫-২০৮৩ এর মাধ্যমে ড্রীমস সফট লিঃ, ৩০৭, এলিফ্যান্ট রোড, ৩য় তলা, ধানমন্ডি, ঢাকা এর অনুকূলে টাকা ৮১.২৮ লক্ষ (৪৯%) এর সমমূলধন সহায়তা মঞ্জুরি প্রদান করা হয়।
- শর্তানুযায়ী মোট প্রকল্প ব্যয় টাকা ১৬৫.৮৮ লক্ষ এর মধ্যে উদ্যোক্তার ইক্যুইটির পরিমাণ ৫১% অর্থাৎ টাকা ৮৪.৬০ লক্ষ সম্পূর্ণ অংশ প্রকল্পে বিনিয়োগ হওয়া সাপেক্ষে প্রকল্পের অনুকূলে ইইএফ সহায়তার অংশ ছাড়যোগ্য।
- প্রকল্পের উদ্যোক্তা ০৪ জন। প্রকল্পে ম্যানেজমেন্ট ও ডিজাইন Software তৈরী করা হবে। প্রকল্পটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মাহবুব আহমেদ।
- প্রকল্পের মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান আইসিবি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট কর্তৃক বিনিয়োগ চুক্তি সম্পাদনসহ ইইএফ নীতিমালা অনুসরণপূর্বক প্রকল্পে উদ্যোক্তার ইক্যুইটির টাকা ১৩০.১৮ লক্ষ এর বিনিয়োগ সরেজমিন পরিদর্শনে প্রতীয়মান হওয়ায় ইইএফ এর অর্থ ছাড়ের অনুরোধ করে।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের ইইএফ ইউনিট কর্তৃক প্রকল্পে সমমূলধন সহায়তার ১ম কিস্তির অর্থ ছাড়ের পূর্বে বাংলাদেশ ব্যাংকের জনাব মোঃ সাখাওয়াত হোসেন ভূঁইয়া, উপপরিচালক, জনাব মোঃ ফেরদাউস হোসেন, সহকারী পরিচালক ও বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এর সিনিয়র প্রোগ্রামার জনাব মোঃ মিজানুর রহমান সমন্বয়ে গঠিত পরিদর্শন দল ৩০/০৭/২০০৫ খ্রিঃ তারিখে সরেজমিন প্রকল্প পরিদর্শনে প্রকল্পে উদ্যোক্তার মোট বিনিয়োগ টাকা ৮৫.৮৩ লক্ষ নিশ্চিত হন।
- উক্ত পরিদর্শন প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ২৫/১০/২০০৫ খ্রিঃ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকের ইইএফ ইউনিট হতে প্রকল্পের অনুকূলে ১ম কিস্তির টাকা ৫০.০০ লক্ষ ছাড় করা হয়। উদ্যোক্তা কর্তৃক উক্ত অর্থ প্রকল্পে ব্যয় করে অবশিষ্ট অর্থ ছাড়ের আবেদন করা হলে বাংলাদেশ ব্যাংকের ৩ সদস্য বিশিষ্ট পরিদর্শন দল কর্তৃক ২৫/০৭/২০০৬ খ্রিঃ তারিখে সরেজমিন প্রকল্প পরিদর্শনে অননুমোদিতভাবে স্থানান্তরিত ঠিকানায়(বাড়ি নং-৩৬, রোড নং-২, ফ্ল্যাট নং-৫, ধানমন্ডি,ঢাকা) প্রকল্পটির অবস্থান নিশ্চিত করেন।
- সরেজমিন পরিদর্শন প্রতিবেদন অনুযায়ী বেশ কিছু যন্ত্রপাতি, মেশিনারী প্রকল্প স্থানে না থাকা, কিছু কিছু খাতের খরচ খুব বেশী উল্লেখ করা এবং প্রকল্পের মোট বিনিয়োগ গৃহীত হয় টাকা ৬৬,৭৪,৫০৯। কিন্তু বিনিয়োগতব্য অর্থ টাকা (৮৪,৭৪,৫০৯+৫০,০০,০০০)=টাকা ১,৩৪,৬০,০০০। ফলে বিনিয়োগ ঘাটতি হয় টাকা (১,৩৪,৬০,০০০-৬৬,৭৪,৫০৯) = টাকা ৬৭,৮৫,৪৯১ ।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের ইইএফ ইউনিট এর ২৪/১২/২০০৬ খ্রিঃ তারিখে বিশেষ পরিদর্শনে প্রকল্পটির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি। পরবর্তীতে ১৯/০৬/২০০৭ খ্রিঃ তারিখে বিশেষ পরিদর্শনে বাড়ি নং-৩৬, রোড নং-২, ফ্ল্যাট নং-৪, তৃতীয় তলা, ধানমন্ডি, ঢাকাতে প্রকল্পটির অবস্থান পাওয়া যায়। কিন্তু প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান ছিল না এবং একাউন্টস ম্যানেজার ব্যতীত প্রকল্পে কোন ব্যক্তির উপস্থিতি ছিল না। এরপর উদ্যোক্তাদের সাথে ইইএফ বিভাগের যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়।
- উল্লেখ্য যে, প্রকল্পের মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান আইসিবি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট কর্তৃক প্রকল্পের ২ জন পরিচালকের পিতার (জনাব নূরুল ইসলাম ও নীল কণ্ঠ রায়) স্বাক্ষর বিহীন হলফনামা নোটারী পাবলিক, বাংলাদেশ, ঢাকা.(এডভোকেট দিবাকর বালার স্বাক্ষরে, এসএল নং-৮৯১) নথিতে সংরক্ষণ করা হয়েছে কি কারণে তা অডিটের কাছে স্পষ্ট হয়নি।

- দীর্ঘদিন প্রকল্পটি অস্তিত্বহীন চিহ্নিত হলেও সরকারি অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে উদ্যোক্তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। ফলে ২৪/১০/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে ৮ বছর পূর্ণ হলেও ইইএফ এর অংশ বাবদ টাকা ৫০.০০ লক্ষ আদায় অনিশ্চিত হওয়ায় সরকারি আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

অনিয়মের কারণ :

- যাচাই বাছাই ব্যতিরেকে প্রকল্পে অর্থ ছাড় এবং ইইএফ নীতিমালার ব্যত্যয় ঘটিয়ে প্রকল্পে উদ্যোক্তার বিনিয়োগ নিশ্চিত না হয়েই ইইএফ সহায়তা তহবিলের অর্থ মঞ্জুরি এবং প্রকল্পের নামে কোম্পানী গঠন ব্যতীত অর্থ ছাড় এবং আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।

ফলাফল :

- সরকারের আর্থিক ক্ষতি টাকা ৫০.০০ লক্ষ ।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- প্রকল্পের ব্যবসায়িক কার্যক্রম না থাকায় আইসিবি'র পরিদর্শন দল কর্তৃক গত ১লা আগষ্ট ও ০৪ সেপ্টেম্বর ,২০১৫ ড্রীমস সফট লিঃ প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ মাহবুব আহমেদ ও পরিচালক জনাব মাহবুবুর রহমান এর স্থায়ী ঠিকানায় গমণ করা হয়। সেখানে প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ মাহবুব আহমেদ এর বৃদ্ধ মা ও ছোট ভাই থাকেন। বর্তমানে তিনি আমেরিকায় অবস্থান করছেন। এ ছাড়াও প্রকল্পের পরিচালক জনাব মাহবুবুর রহমান এর স্থায়ী ঠিকানায় বর্তমানে তার বাবা ও বড় ভাই থাকেন। তারা পরিদর্শন দলকে জানান যে, প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও পরিচালকদের সাথে কথা বলে ইইএফ সহায়তার অর্থ পরিশোধের চেষ্টা করবেন।
- বর্তমানে টেলিফোন ও তাগাদা পত্রের মাধ্যমে যোগাযোগের প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। প্রয়োজনে পুনরায় তাদের স্থায়ী ঠিকানায় গমণ করে অর্থ আদায়ের চেষ্টা করা হবে। অর্থ আদায় সম্ভব না হলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ দীর্ঘদিন প্রকল্পটি অস্তিত্বহীন এবং ঘাটতি বিনিয়োগ চিহ্নিত হলেও সরকারি অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে উদ্যোক্তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। এছাড়া কোম্পানি গঠন ব্যতীত এবং উদ্যোক্তার বিনিয়োগ ইক্যুইটি নিশ্চিত না হয়ে ইইএফ সহায়তা মূলধন তহবিলের অর্থ ছাড়ের বিষয়ে কোন মন্তব্য করা হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৮/০২/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ২৫/০৪/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ১৫/০৪/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করতঃ আপত্তিকৃত অর্থ আদায়পূর্বক প্রমাণকসহ নিরীক্ষা অধিদপ্তরকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ : ৩৫

শিরোনাম : তহবিলের অর্থ ছাড় পরবর্তী পরিদর্শনে বিনিয়োগ ঘাটতি, আইসিবির প্যাড, সীল ও স্বাক্ষর জাল করে অবশিষ্ট কিস্তির আবেদন, সরকারের মনোনীত পরিচালকের স্বাক্ষর জাল এবং প্রকল্পের অস্তিত্ব না থাকা ও উদ্যোক্তাদের খুঁজে না পাওয়ায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি টাকা ৫০.০০ লক্ষ ক্ষতি ।

বিবরণ :

আইসিবি ইক্যুইটি এন্ড এনট্রাপ্র্যানারশীপ ফান্ড (ইইএফ) বিভাগের ২০০৯-২০১০ থেকে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের হিসাব ২৬/৭/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ হতে ১২/১১/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে বিশেষ নিরীক্ষাকালে জুপিটার আইটি লিঃ এর নথিপত্রাদি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- বাংলাদেশ ব্যাংকের ইইএফ ইউনিট এর ২৫/০৪/২০০৫ খ্রিঃ তারিখের মঞ্জুরিপত্র নং-ইইএফ/৩৮(২২৯)/২০০৫-২৪৮৮ এর মাধ্যমে জুপিটার আইটি লিঃ, ৫৯/ডি/এ, দারুস সালাম এ্যাপার্টমেন্ট, ৪র্থ তলা, মিরপুর, ঢাকা এর অনুকূলে টাকা ১২২.৬৯৬ লক্ষ(৪৯%) এর সমমূলধন সহায়তা মঞ্জুরি প্রদান করা হয়।
- শর্তানুযায়ী মোট প্রকল্প ব্যয় ২৫০.৪০ লক্ষ এর মধ্যে উদ্যোক্তার ইক্যুইটির পরিমাণ ৫১% অর্থাৎ টাকা ১২৭.৭০ লক্ষ সম্পূর্ণ অংশ প্রকল্পে বিনিয়োগ হওয়া সাপেক্ষে প্রকল্পের অনুকূলে ইইএফ সহায়তার অংশ ছাড়যোগ্য।
- প্রকল্পের উদ্যোক্তা ০২ জন সম্পর্কে স্বামী-স্ত্রী। প্রকল্পে Software Training, Web Development, Data Transmission ও Software Development করা হবে এবং ২৫ জন পুরুষ ও ০৪ জন মহিলার কর্মসংস্থান হবে। প্রকল্পটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব নোমান এম চৌধুরী।
- প্রকল্পের মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান আইসিবি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট কর্তৃক বিনিয়োগ চুক্তি সম্পাদনসহ ইইএফ নীতিমালা অনুসরণপূর্বক প্রকল্পে উদ্যোক্তার ইক্যুইটির টাকা ১৩০.১৮ লক্ষ বিনিয়োগ সরেজমিন পরিদর্শনে প্রতীয়মান হওয়ায় ইইএফ এর অর্থ ছাড়ের অনুরোধ করা হয়।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের ইইএফ ইউনিট কর্তৃক প্রকল্পে সমমূলধন সহায়তার ১ম কিস্তির অর্থ ছাড়ের পূর্বে বাংলাদেশ ব্যাংকের জনাব মোঃ সাখাওয়াত হোসেন ভূঁইয়া, উপপরিচালক, জনাব মোঃ ফেরদাউস হোসেন, সহকারী পরিচালক ও বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এর অপারেশন ম্যানেজার জনাব তারেক মোসাদ্দক বরকতউল্লাহ সমন্বয়ে গঠিত পরিদর্শন দল ১১/০৭/২০০৫ খ্রিঃ তারিখে অনুমোদিত প্রকল্প সাইট গ্রামীণ ব্যাংক ভবন(১৭ তলা), মিরপুর, ঢাকাতে সরেজমিন প্রকল্প পরিদর্শনে প্রকল্পে উদ্যোক্তার মোট বিনিয়োগ টাকা ১২৭.৭৬ লক্ষ নিশ্চিত হন।
- উক্ত পরিদর্শন প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ২৪/০৭/২০০৫ খ্রিঃ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকের ইইএফ ইউনিট হতে প্রকল্পের অনুকূলে ১ম কিস্তির টাকা ৫০.০০ লক্ষ ছাড় করা হয়। উদ্যোক্তা কর্তৃক উক্ত অর্থ প্রকল্পে ব্যয় করে অবশিষ্ট অর্থ ছাড়ের আবেদন করা হলে বাংলাদেশ ব্যাংকের ও বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এর ৩ সদস্য বিশিষ্ট পরিদর্শন দল কর্তৃক ১৭/০৪/২০০৬ খ্রিঃ তারিখে সরেজমিন প্রকল্প পরিদর্শনে উক্ত টাকা ৫০.০০ লক্ষ বিনিয়োগের প্রমাণ পাননি। তবে কর্মচারীর বেতন ও ইউটিলিটি ব্যয় বাবদ টাকা ৩.০০ লক্ষ ব্যয় নিশ্চিত হয়। ফলে ঘাটতি বিনিয়োগ টাকা ৪৭.০০ লক্ষ।
- ঘাটতি অর্থ বিনিয়োগ হয়েছে মর্মে উদ্যোক্তা কর্তৃক আইসিবি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্টের প্যাডে চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার জনাব মোঃ ইফতিখার-উজ-জামান এর নাম ও স্বাক্ষর জাল করে, ভুয়া স্মারক নং ও ডেসপাস নম্বর ব্যবহার করে এবং পরিচালনা পরিষদের কার্যবিবরণীতে আইসিবির নমিনী পরিচালক জনাব মোঃ রিফাত হাসান এর স্বাক্ষর জাল করে অবশিষ্ট অর্থ ছাড়করণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকে ০১/০২/২০০৬ খ্রিঃ ও ৮/১১/২০০৬ খ্রিঃ তারিখে পত্র প্রেরণ করে।
- পরবর্তীতে বাংলাদেশ ব্যাংকের ও বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এর ৩ সদস্য বিশিষ্ট পরিদর্শন দল কর্তৃক ১৭/০৪/২০০৬ খ্রিঃ তারিখে সরেজমিন প্রকল্প পরিদর্শন প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রম বন্ধ পাওয়া যায়। প্রকল্পে আইটি সংশ্লিষ্ট জনবল পাওয়া যায়নি। তবে প্রকল্পের এমডির উপস্থিতিতে প্রকল্পে বিনিয়োগজনিত ঘাটতি নির্ণীত হয় টাকা ১,০২,৮১,৮০০।

- প্রকল্পটিতে আইসিবি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্টের পরিদর্শন দল কর্তৃক উদ্যোক্তার অংশের বেশি বিনিয়োগ এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের ১ম পরিদর্শন দল কর্তৃক উদ্যোক্তার অংশ সম্পূর্ণ বিনিয়োগ কিন্তু ২য় পরিদর্শনে ছাড়কৃত ৫০.০০ লক্ষ এর মধ্যে টাকা ৪৭.০০ লক্ষ ঘাটতি বিনিয়োগ এবং ৩য় পরিদর্শনে ঘাটতি বিনিয়োগ নির্ণীত হয় টাকা ১,০২,৮১,৮০০/-। পরিদর্শন দল কর্তৃক একই প্রকল্পে ঘাটতি বিনিয়োগের অস্বাভাবিকতা পরিলক্ষিত হলেও বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক তদন্তপূর্বক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।
- ০৮/০৫/২০০৭ খ্রিঃ তারিখে উদ্যোক্তা বরাবরে প্রেরিত পত্র ফেরত আসলে বাংলাদেশ ব্যাংকের ১০/০৬/২০০৮ খ্রিঃ তারিখের পত্র মোতাবেক উক্ত ঘাটতি পূরণ, প্রকল্পের কার্যক্রম পুনরায় চালু এবং জাল-জালিয়াতির বিষয়টি তদন্ত করে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট জবাব প্রেরণের জন্য আইসিবি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্টেকে বার বার পত্র দেওয়া হলেও আইসিবি কর্তৃক উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।
- দীর্ঘদিন প্রকল্পটি অস্তিত্বহীন চিহ্নিত হলেও সরকারি অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে উদ্যোক্তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। দীর্ঘ ৭ বছর পর আইসিবি এর ইইএফ রিকভারী সেল হতে ২২/০২/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে পরিদর্শনেও উদ্যোক্তাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি।
- ২৪/০৭/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে ৮ বছর পূর্ণ হলেও ইইএফ এর অংশ বাবদ টাকা ৫০.০০ লক্ষ আদায় অনিশ্চিত হওয়ায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

অনিয়মের কারণ :

- ইইএফ নীতিমালার ব্যত্যয় ঘটিয়ে প্রকল্পে উদ্যোক্তার বিনিয়োগ সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে এবং প্রকল্পের নামে কোম্পানি গঠন ব্যতিরেকেই অনিয়মিতভাবে ইইএফ সহায়তা তহবিলের অর্থ ছাড় এবং আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।

ফলাফল :

- সরকারের আর্থিক ক্ষতি টাকা ৫০.০০ লক্ষ ।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- একাধিক পত্রের মাধ্যমে উক্ত ছাড়কৃত টাকা ফেরৎ প্রদানের জন্য প্রকল্পের উদ্যোক্তাগণকে অবহিত করা হয়। গত ১৪/০২/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে আইসিবি ইইএফ হতে প্রকল্পের উদ্যোক্তাগণের নিকট পত্র প্রেরণ করা হয়। সর্বশেষ ২২/০২/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে আইসিবি ইইএফ রিকভারী ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক প্রকল্প স্থল পরিদর্শন করা হয়। সেখানে প্রকল্পটি বন্ধ অবস্থায় পাওয়া যায়। বাইব্যাকের মেয়াদ ৮ বছর পূর্ণ হওয়ায় সম্প্রতি উদ্যোক্তাদেরকে বাইব্যাকের জন্য পত্র দেয়া হয়েছে এবং সর্বশেষ কার্যক্রম হিসেবে উদ্যোক্তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ ইইএফ নীতিমালা অনুযায়ী প্রকল্পে উদ্যোক্তার বিনিয়োগ ইক্যুইটি নিশ্চিত না হওয়া সত্ত্বেও এবং অসত্য পরিদর্শন প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ইইএফ সহায়তা তহবিল এর অর্থ ছাড়ের বিষয়ে কোন মন্তব্য প্রদান করা হয়নি। এছাড়া প্রকল্পটি অস্তিত্বহীন চিহ্নিত হলেও সরকারি অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে উদ্যোক্তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৮/০২/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ২৫/০৪/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ১৫/০৪/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করতঃ আপত্তিকৃত অর্থ আদায়পূর্বক প্রমাণকসহ নিরীক্ষা অধিদপ্তরকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ : ৩৬

শিরোনাম : প্রকল্প বাণিজ্যিক উৎপাদন না থাকায় এবং মেয়াদোত্তীর্ণের দীর্ঘদিন পরও কোন শেয়ার বাইব্যাক না করায় ইইএফ সহায়তার টাকা ৬৮৬৯.৪৯ লক্ষ ক্ষতি ।

বিবরণ :

আইসিবি ইক্যুইটি এন্ড এনট্রাপ্রানারশীপ ফান্ড (ইইএফ) বিভাগের ২০০৯-২০১০ থেকে ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের হিসাব ২৬/৭/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ হতে ১২/১১/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে বিশেষ নিরীক্ষাকালে ইইএফ সহায়তা প্রদানের বিবরণী ও শেয়ার বাইব্যাক করণের বিবরণী পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে, ৫৭ জন উদ্যোক্তার প্রথম কিস্তি বিতরণের পর হতে আট বছরের বেশী সময় অতিবাহিত হলেও কোন শেয়ার বাইব্যাক করেনি। ফলে অধিকাংশ প্রকল্প উৎপাদনে না থাকায় ও কতিপয় প্রকল্পের উৎপাদন থাকলেও আদায় ব্যর্থতার কারণে ইইএফ সহায়তার টাকা ৬৮৬৯.৫৯ লক্ষ ক্ষতি হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট "১৪" এ প্রদর্শিত হলো।

- প্রকল্পের বিস্তারিত বিবরণী ও পরিদর্শন প্রতিবেদন পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, এ হোসাইন হ্যাচারী এন্ড পোলট্রি কমপ্লেক্স লিঃ, সালমান ফিশারীজ, প্রেজান্টার ফুড ইন্ড্রাঃ, কোয়ালিটি এ্যাকুয়া কালচার, বলেশ্বর হ্যাচারী এন্ড ফিশারীজ লিঃ, অঞ্চল এগ্রো প্রসেসিং লিঃ ও আল সরদারনী ফুড লিঃ এর কোন উৎপাদন কার্যক্রম চলমান নেই। গানকি লিঃ, ইনসার্ট সফটওয়্যার এন্ড সার্ভিস লিঃ এর কোন অস্তিত্ব নেই। এছাড়াও আইজেন সফটওয়্যার লিঃ ও রিসোর্সেস টেকনোলজি এর কোন কার্যক্রম নেই। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম আংশিক চালু থাকলেও বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন কার্যক্রম চলমান নেই।
- অপরদিকে নীনা হ্যাচারী এ্যাকুয়া কালচার, হামীম আদনান এগ্রোঃ, এফএম এগ্রোঃ, ইউসুফ এগ্রো, লামা ফিশারীজ, জাহাঙ্গীর এগ্রো ফিশারীজ, গজারিয়া এগ্রোঃ ফার্ম, গ্লোবাল এগ্রো, জিনিয়া এগ্রো, র‍্যাভেন ফিশারীজ, স্বদেশ হ্যাচারী ও রূপসী বাংলা এগ্রো ফিশারীজ লিঃ বাণিজ্যিক উৎপাদনে থাকলেও কোন শেয়ার বাইব্যাক করেনি। লাভজনক প্রতিষ্ঠান ও আংশিক উৎপাদনে রয়েছে যে সকল প্রতিষ্ঠান সে সকল প্রতিষ্ঠান প্রতি ত্রৈমাসিক অন্তর ব্যবসায়িক কার্যক্রমের উপর কোন সভা অনুষ্ঠিত হয় না। প্রতি বৎসরের লাভ ক্ষতির হিসাব সি এ ফার্ম কর্তৃক নিরীক্ষা পূর্বক নিরীক্ষা প্রতিবেদন আইসিবি এর নিকট প্রেরণ করা হয় না।
- ইইএফ এর নীতিমালা অনুসারে বাণিজ্যিকভাবে চলমান ও আংশিক চলমান প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক আয় ব্যয়ের হিসাব ইইএফ পরিচালনা না করার কারণে আইসিবি কর্তৃক কোন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। ফলে সরকার লভ্যাংশ হতে বঞ্চিত হয়েছে।
- যে সকল প্রতিষ্ঠানের কোন অস্তিত্ব নেই সেই সকল প্রতিষ্ঠান মঞ্জুরিকৃত প্রকল্পে অর্থ ব্যয় না করে অন্যত্র অর্থ সরিয়ে ফেলা সত্ত্বেও সে সকল প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তাগণের বিরুদ্ধে কোন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।
- আলোচ্য প্রকল্পের ইইএফ সহায়তা প্রদানের বিপরীতে কোম্পানির নামে রেজিষ্টিকৃত জমির মূল দলিল আইসিবি এর নিকট সংরক্ষণ করা হয়নি। এমনকি মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট আলোচ্য প্রকল্পের মূল দলিল সংরক্ষণ না থাকায় মূল্যায়ন কারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধেও কোন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।
- উদ্যোক্তা প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও এবং প্রথম কিস্তি বিতরণের তিন বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও অবশিষ্ট অর্থ ছাড় করা আর্থিক শৃঙ্খলার পরিপন্থী।
- বাণিজ্যিক ভাবে চলমান নেই এবং যে সকল প্রকল্পের অস্তিত্ব নেই সে সকল প্রকল্পে ইইএফ সহায়তার টাকা ব্যবহার না করায় সরকারের আসল উদ্দেশ্য দারুনভাবে ব্যহত হয়েছে। কারণ দেশের জিডিপিতে কোন অবদান না রাখায় ও কোন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না থাকায় সরকারের প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যহত হয়েছে।
- ৮ বছর অধিককাল অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও ইইএফ সহায়তার টাকা আদায় না হওয়ায় সরকার একদিকে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখিন হচ্ছে অপরদিকে নতুন প্রকল্পে বিনিয়োগ করতে ব্যর্থ হওয়ায় দেশের সার্বিক অগ্রগতি ব্যহত হচ্ছে। যা গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে গণ্য।

অনিয়মের কারণ :

- ইইএফ এর টাকা ছাড়ের পূর্বে উদ্যোক্তার ইক্যুইটির টাকা ব্যবহার সঠিকভাবে নিশ্চিত না করে ছাড় করায় কতিপয় উদ্যোক্তাগণ ইইএফ এর টাকা প্রকল্পে ব্যবহার না করে অন্যত্র সরিয়ে ফেলার সুযোগ পেয়েছে।
- যে সেকল প্রকল্পের সম্পূর্ণ টাকা ছাড় হয়েছে সেই সকল উদ্যোক্তাগণের ৪র্থ বৎসর হতে লাভসহ ২০% টাকা হিসাবে ৮ম বৎসরে সমুদয় টাকা আদায়ের জন্য আইসিবি কর্তৃক নিয়মিত তদারকি/মনিটরিং না করায় উক্ত টাকা অনাদায়ের সৃষ্টি হয়েছে।
- প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর মানসম্পন্ন সিএ ফার্ম দ্বারা প্রকল্পের সম্পদ মূল্যায়ন পূর্বক ইইএফ এর টাকা ও প্রকল্পের মূল্যায়নকৃত ৪৯% এর মধ্যে যা বেশি তা আদায়ের জন্য আইসিবি কর্তৃক কোন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। ফলে সরকারের উক্ত টাকা ক্ষতিতে পরিণত হয়েছে।
- যাচাই বাছাই ব্যতিরেকে প্রকল্পে অর্থ ছাড়, অর্থ ছাড় পরবর্তী যথাযথ মনিটরিং না করা এবং সরকারি অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।

ফলাফল :

- সরকারি তহবিলের ক্ষতি টাকা ৬৮৬৯.৪৯ লক্ষ ।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- প্রথম দিকে উদ্যোক্তার অভিজ্ঞতার উপর গুরুত্ব না দিয়ে প্রকল্প বাস্তবায়নে অর্থ ছাড় করার পর লোকবল ও সময়ের অভাবে নিবিড়ভাবে মনিটরিং করা সম্ভব হয়নি। আইটি খাতের উদ্যোক্তাগণকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করা হচ্ছে। সিএ ফার্মের নিরীক্ষিত রিপোর্ট দাখিল ও ত্রৈমাসিক সভা করার জন্য এবং ৮ বছর উত্তীর্ণ উদ্যোক্তাগণের শেয়ার বাইব্যাক করার জন্য তাগিদ দেওয়া অব্যাহত আছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ আলোচ্য প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রথম কিস্তি বিতরণের পর হতে ৮ বছরের অধিক সময় অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও এবং বেশ কয়েকটি প্রকল্পের উৎপাদন বন্ধ ও অস্তিত্ব না থাকার পরও শেয়ার বাই ব্যাক করার জন্য উদ্যোক্তাগণের বিরুদ্ধে কোন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। যা গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসাবে গণ্য।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৮/০২/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ২৫/০৪/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ১৫/০৪/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করতঃ আপত্তিকৃত অর্থ আদায়পূর্বক প্রমাণকসহ নিরীক্ষা অধিদপ্তরকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ : ৩৭

শিরোনাম : ইইএফ সহায়তার মেয়াদ ০৮ বছর উত্তীর্ণ হলেও বিনিয়োগ চুক্তি অনুযায়ী সরকারি শেয়ারের সমুদয় অংশ বাই-ব্যাকের পরিবর্তে আংশিক বাই-ব্যাক হওয়ায় এবং বিতরণকৃত অর্থ ঋণে রূপান্তর না করায় সুদবিহীন সরকারি অর্থ আদায় অনিশ্চিত হওয়ায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি টাকা ৮৩১৯.৩২ লক্ষ।

বিবরণ :

আইসিবি ইক্যুইটি এন্ড এনট্রাপ্রানারশীপ ফান্ড (ইইএফ) বিভাগের ২০০৯-২০১০ থেকে ২০১৪-১৫ সালের হিসাব ২৬/৭/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ হতে ১২/১১/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে বিশেষ নিরীক্ষাকালে ইইএফ সহায়তা নীতিমালা, বিনিয়োগ চুক্তিপত্র, নথিপত্র ও Fact Sheet পর্যালোচনাকালে পরিলক্ষিত হয় যে,

- কৃষিভিত্তিক ও আইসিটি খাতে শিল্পের প্রসার, নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে আর্থ সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারের ইক্যুইটি ও এনট্রাপ্র্যানারশীপ ফান্ড(ইইএফ) হতে ৫৯টি কোম্পানীতে মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৪৯% এর সমমূলধন সহায়তা বাবদ টাকা ৯৯৫১.৫৬ লক্ষ বিতরণ করা হয়েছে।
- ইইএফ নীতিমালা ও বিনিয়োগ চুক্তিপত্র মোতাবেক ইইএফ সহায়তার ১ম কিস্তি বিতরণের ০৮ (আট) বছরের মধ্যে ৪৯% সরকারি শেয়ার সংশ্লিষ্ট কোম্পানির শেয়ার হোল্ডারগণ ক্রয় পূর্বক ফেরত (বাইব্যাক) করতে হবে। সেক্ষেত্রে কোম্পানির শেয়ারের অভিহিত মূল্য এবং ব্রেকআপ ভ্যালুর মধ্যে যেটি বেশী হবে সে মূল্যে উক্ত শেয়ারসমূহ বাইব্যাক করতে হবে। শেয়ার হোল্ডারগণ কর্তৃক সরকারি শেয়ার বাইব্যাক করতে ব্যর্থ হলে ইইএফ বিভাগ কর্তৃক উক্ত শেয়ার বিক্রির ব্যবস্থা করা হবে কিন্তু শেয়ার বিক্রি করতে না পারলে ইইএফ সহায়তার অর্থ শেয়ার হোল্ডারগণের নামে ঋণে রূপান্তর করে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ঋণের সুদ নির্ধারিত হবে।
- কিন্তু পরিশিষ্টে বর্ণিত ৫৯টি কোম্পানির ৮ বছর মেয়াদের মধ্যে সমুদয় শেয়ার বাইব্যাক নিশ্চিত হয়নি, উক্ত শেয়ার বিক্রি বা সুদ নির্ধারণপূর্বক ঋণে রূপান্তর করা হয়নি। ৫৮টি কোম্পানির বিপরীতে বিতরণকৃত মোট টাকা ৯৯৫১.৫৬ লক্ষ এর মধ্যে ০৭/১১/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত আসলের মাত্র টাকা ১৯৩২.২৪ লক্ষ আদায় হয়েছে অর্থাৎ আদায়ের হার ১৯.৪১%। অবশিষ্ট সুদবিহীন (১০৫০১.৫৬-২১৮২.২৪)=টাকা ৮৩১৯.৩২ লক্ষ আদায়ের লক্ষ্যে অদ্যাবধি কোন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।
- ইইএফ নীতিমালা অনুযায়ী প্রকল্পের ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন, আয়-ব্যয় বিবরণী, বীমা কভারেজ এবং কোম্পানি আইন অনুযায়ী বার্ষিক নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী ও বছরে ন্যূনতম ৪টি বোর্ড সভার কার্যবিবরণী লিয়েন ব্যাংক ও ইইএফ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংগ্রহ করা হয়নি। ফলে বর্ণিত কোম্পানিসমূহ হতে চুক্তি অনুযায়ী লভ্যাংশ পাওয়া যায়নি।
- সুতরাং ইইএফ সহায়তার সুদবিহীন সরকারি অর্থ টাকা ৮৯১৯.৩২ লক্ষ আদায় অনিশ্চিত হয়েছে (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট "১৫" এ দ্রষ্টব্য)।

অনিয়মের কারণ :

- প্রকল্পের মেয়াদ ৮ বৎসর শেষ হওয়ার পরই মানসম্পন্ন সিএ ফার্ম দ্বারা প্রকল্পের সম্পদের মূল্য নির্ধারণসহ ৪৯% হিসাবে বিতরণকৃত টাকার মধ্যে যাহা বেশি তা আদায়ের জন্য আইসিবি কর্তৃক কোন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। ফলে উক্ত টাকা অনাদায়ের সৃষ্টি হয়েছে।
- যাচাই বাছাই ব্যতিরেকে প্রকল্পে অর্থ ছাড়, অর্থ ছাড় পরবর্তী যথাযথ মনিটরিং না করা এবং সরকারি অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।

ফলাফল :

- সরকারের আর্থিক ক্ষতি টাকা ৮৩১৯.৩২ লক্ষ ।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- প্রতিটি প্রকল্পের মেয়াদ ৮ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর থেকে সরকরের নামে ইস্যুকৃত শেয়ার বাইব্যাকের তাগাদা দিয়ে উদ্যোক্তা বরাবর নিয়মিতভাবে পত্র/তাগাদাপত্র প্রেরণ/টেলিফোনিক যোগাযোগ করা হয়ে থাকে। ফলশ্রুতিতে ৫৮টি প্রকল্প হতে আংশিক বাই-ব্যাকের অর্থ হিসেবে টাকা ৫৬০০.০০ লক্ষ আদায় করা হয়েছে।

১৩—

- প্রকল্প মনিটরিং এর আওতায় প্রতিটি প্রকল্পের উদ্যোক্তাগণের সাথে নিবীড় যোগাযোগের মাধ্যমে প্রকল্পের ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন, আয়-ব্যয় বিবরণী, বার্ষিক নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী ও বোর্ড রেজুলেশন নিয়মিতভাবে ইইএফ উইং আইসিবিতে সরবরাহ করার জন্য উদ্যোক্তাদেরকে পত্র/তাগাদাপত্র প্রদানের পাশাপাশি লিয়েন ব্যাংক ও মনোনীত পরিচালকদেরকেও ইইএফ সহায়তার অর্থ আদায়ে অগ্রণী ভূমিকা পালনের জন্য পরামর্শ দেয়া হয়েছে ও হচ্ছে।
- অর্থ আদায়ের সকল কলাকৌশল প্রয়োগ করার পরেও যে সকল প্রকল্পের উদ্যোক্তাগণ ইইএফ এর সুদসমেত সমুদয় অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হবে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ তথ্য প্রমাণকের ভিত্তিতে প্রণীত পরিশিষ্টে বর্ণিত ৫৯টি প্রকল্প হতে আদায়যোগ্য টাকা ১০৫০১.৫৬ লক্ষ এর মধ্যে টাকা ২১৮২.২৪ লক্ষ আদায় হিসেবে দেখানো হয়েছে কিন্তু জবাবে ৫৮টি প্রকল্প হতে আংশিক বাই-ব্যাকের অর্থ হিসেবে টাকা ৫৬০০.০০ লক্ষ আদায় করা হয়েছে মর্মে উল্লেখ করা হলেও প্রকল্পের তালিকা ও আদায়ের প্রমাণক সরবরাহ করা হয়নি। অগ্রিম চেকের অর্থকে আদায় হিসেবে বিবেচনার সুযোগ নেই। ইইএফ নীতিমালা ও কোম্পানি আইন উদ্যোক্তা কর্তৃক অমান্য করা হলেও ইইএফ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। শুধু পত্র/তাগাদাপত্র প্রেরণ করেই দায়িত্ব শেষ করা হয়েছে।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৮/০২/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ২৫/০৪/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ১৫/০৪/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করতঃ আপত্তিকৃত অর্থ আদায়পূর্বক প্রমাণকসহ নিরীক্ষা অধিদপ্তরকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ : ৩৮

শিরোনাম : এগ্রিমেন্ট অনুসারে প্রথম কিস্তির টাকা বিতরণের দীর্ঘ ২ বছরের অধিক সময় অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও উদ্যোক্তা কর্তৃক অবশিষ্ট টাকা উত্তোলনে ব্যর্থ হওয়ায় সমমূলধনী সহায়তার টাকা ও উদ্যোক্তার টাকা যথাযথ ব্যবহার না করায় এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন না হওয়ায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি টাকা ৯১৭১.৮২ লক্ষ।

বিবরণ :

আইসিবি ইক্যুইটি এন্ড এনট্রাপ্র্যানারশীপ ফান্ড (ইইএফ) বিভাগের ২০০৯-২০১০ থেকে ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের হিসাব ২৬/৭/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ হতে ১২/১১/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে বিশেষ নিরীক্ষাকালে প্রথম কিস্তির টাকা বিতরণনের ২ বছর অতিক্রান্ত হওয়া নথিগুলো পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে,

- সম্ভাবনাময় খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও কৃষিভিত্তিক শিল্প এবং তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) খাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে এসব খাতের উন্নয়নই ইইএফ এর মূল উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই ২০০০-২০০১ অর্থবছরের বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী সমমূলধন উন্নয়ন তহবিল (Equity Development Fund) গঠনের যুগান্তকারী প্রস্তাব পেশ করেন। পরবর্তীতে ২০০১ সালে অর্থমন্ত্রণালয়ের এক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে ইইএফ (ইক্যুইটি এন্ড এনট্রাপ্র্যানারশীপ ফান্ড) গঠন করা হয় যার মূল উদ্দেশ্য হলো শিক্ষিত ও কর্মক্ষম যুবক শ্রেণীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি তথা দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন করা।

- নিয়ম অনুসারে প্রকল্পের অনুকূলে টাকা মঞ্জুরির পর মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৫১% অর্থাৎ উদ্যোক্তার সম্পূর্ণ অংশ প্রকল্পে বিনিয়োগ সাপেক্ষে সমমূলধনী সহায়তার ৪৯% বিনিয়োগযোগ্য। পরবর্তীতে প্রথম কিস্তির টাকা যথাযথ বিনিয়োগ করতে সক্ষম হলে বাকী টাকা উত্তোলনযোগ্য। যদি প্রথম কিস্তির টাকা উদ্যোক্তা ব্যবহারে ব্যর্থ হয় বা আংশিক বিনিয়োগ অথবা উদ্যোক্তার অন্য প্রকল্পে বিনিয়োগ করেন তা হলে ২য় কিস্তির টাকা বিতরণযোগ্য নয়। আলোচ্য ক্ষেত্রে মঞ্জুরির অবশিষ্ট অর্থ বিতরণ না হওয়ায় এবং উদ্যোক্তা কর্তৃক বিতরণকৃত অর্থ ব্যবহারে ব্যর্থ হওয়ায় সরকারী উদ্দেশ্য যথাযথভাবে বাস্তবায়ন হয়নি।

- লিয়েন ব্যাংকের সাথে বিনিয়োগ চুক্তি অনুসারে প্রথম কিস্তির টাকা বিতরণের ১ বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিতে হবে।

- পরিশিষ্টে বর্ণিত উদ্যোক্তাগণ প্রথম কিস্তি বিতরণের প্রায় ২ বছর বা তারও অধিক সময় অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও অবশিষ্ট টাকার জন্য আবেদন করেননি। এমনকি প্রথম কিস্তির টাকা বিনিয়োগের হিসাব ঠিকমত দাখিল করতে ব্যর্থতার কারণে ও উদ্যোক্তার নিজস্ব অংশ বিনিয়োগ ব্যর্থতার কারণে সমমূলধনী সহায়তার অবশিষ্ট টাকা ছাড়করণ করা হয়নি। ফলে এটা সহজেই অনুমেয় যে প্রকল্প সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন হয়নি এবং প্রকল্প বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদনে যেতে পারেনি। যা ইইএফ সার্কুলার এবং বিনিয়োগ চুক্তির পরিপন্থী।

- উদ্যোক্তাগণের প্রকল্প ব্যয়ের ৫১% এর সমপরিমাণ টাকা ব্যয় নিশ্চিত না করেই ইইএফ ১ম কিস্তির টাকা ছাড় করায় উদ্যোক্তাগণ উক্ত টাকা ব্যবহার না করার সুযোগ পাওয়ার কারণে পরবর্তীতে প্রকল্পে আর বিনিয়োগ না করায় সরকারের উক্ত টাকা ক্ষতিতে পরিণত হয়েছে। এক্ষেত্রে ১ম পরিদর্শনকারী বা মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান দায়ী।

- প্রথম কিস্তি বিতরণের পর ২ বছর অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও অবশিষ্ট টাকা গ্রহণে ব্যর্থ হয়েছেন এ ধরনের কতিপয় প্রকল্প নিরীক্ষা দল কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শন করা হয় যার বর্ণনা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

ক) কুতুবুল আউলিয়া মৎস্য খামার : সংশ্লিষ্ট প্রকল্পটিকে মৎষ্য চাষের নিমিত্তে ইইএফ সহায়তা বাবদ টাকা ৬৩.১১ লক্ষ মঞ্জুর করা হয়। পরবর্তীতে প্রথম কিস্তির টাকা বাবদ ৬/২/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে ৩১.০০ লক্ষ বিতরণ করা হলেও নিরীক্ষাকালীন সময় পর্যন্ত অবশিষ্ট অর্থ বা প্রকল্পটি সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়নের কোন উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়নি। সরেজমিনে প্রকল্প স্থান গ্রাম-শরিফাবাদ, উপজেলা-হবিগঞ্জ সদর, জেলা-হবিগঞ্জ সদর এ পরিদর্শনে ২জন তত্ত্বাবধায়ককে উপস্থিত পাওয়া যায়। ৯টি পুকুরের মধ্যে মাত্র ৪টি

পুকুরে চাষ হচ্ছে কিন্তু বাণিজ্যিকভাবে মাছ চাষের কোন লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়নি। প্রকল্পের স্থানে কোন অফিস ঘর এবং অন্যান্য সরঞ্জামাদি পাওয়া যায়নি এমনকি উদ্যোক্তাগণকে এ ব্যাপারে ফোন করা হলেও নিরীক্ষাদলের সাথে দেখা করতে বা কথা বলতে রাজি হননি।

- প্রকল্পের আয়-ব্যয় হিসাব এবং অন্যান্য রেজিষ্টার অফিসে বা প্রকল্প স্থানে পাওয়া যায়নি। সুতরাং এটা সুস্পষ্ট যে প্রকল্পটি সম্পূর্ণ টাকা আদায়যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও ইইএফ ইউনিট হতে টাকা আদায়ের ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় নি।

খ) সালমান পোলট্রি এন্ড হ্যাচারী : সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানটির সমমূলধন সহায়তা বাবদ টাকা ৩২২.০০ লক্ষ মঞ্জুর করা হয়। প্রথম কিস্তির টাকা বিতরণ করা হয় ১২/১১/২০১২ খ্রিঃ তারিখে। প্রথম কিস্তি বিতরণের দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও উৎপাদনে যেতে পারেনি। সরেজমিনে প্রকল্প স্থান গ্রাম-লকপুর, উপজেলা-ফকিরহাট, জেলা-বাগেরহাটে পরিদর্শনে পরিলক্ষিত হয় যে, প্রতিষ্ঠানটি এখনও বিদ্যুৎ সংযোগ পায়নি। ফলে প্রতিষ্ঠানটি উৎপাদনে যাওয়ার ব্যাপারে অনিশ্চয়তা রয়েছে। বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যতিরেকে প্রকল্পের অনুকূলে পরবর্তী কিস্তি গুলো ছাড়করণ করা সঠিক হয়নি।

- এছাড়াও প্যাসিফিক এনার্জিটিক প্রাঃ লিঃ, হাজী শরীয়তউল্লাহ এগ্রোঃ কমপ্লেক্স লিঃ এবং রেনেসা ফিশারীজ এর অনুকুলে প্রথম কিস্তি বিতরণের পর হতে ৫ বছর পর্যন্ত সম্পূর্ণ টাকা বিনিয়োগ করতে না পারায় প্রকল্প সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন হয়নি যা বিনিয়োগ চুক্তির পরিপন্থী । ফলে প্রকল্পগুলি বাণিজ্যিক ভাবে উৎপাদনে যেতে ব্যর্থ হওয়ায় সমুদয় টাকাই আদায়যোগ্য।

- এছাড়াও পরিশিষ্টে বর্ণিত ৩০টি প্রকল্পে প্রথম কিস্তি বিতরণের পর হতে ৪ বছর অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও সম্পূর্ণ বিনিয়োগে ব্যর্থ প্রকল্প সমূহ বাণিজ্যকভাবে উৎপাদনে যেতে ব্যর্থ হওয়ায় বিতরণকৃত সমুদয় টাকাই আদায়যোগ্য ।

- উদ্যোক্তার ইক্যুইটি এবং সমমূলধন সহায়তার মঞ্জুরিকৃত টাকা প্রকল্পে বিনিয়োগে ব্যর্থ হওয়ায় এবং প্রকল্প সম্পূর্ণ রূপে বাস্তবায়ন না হওয়া সত্ত্বেও আইসিবি কর্তৃক সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আপত্তিকৃত টাকা আদায়ের জন্য কোন আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় নি। ফলে আদায় না হওয়ায় টাকা ৯১৭১.৮২ লক্ষ ক্ষতি। বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট "১৬" এ দেওয়া হলো।

- প্রথম কিস্তির অর্থ বিতরণের ২ বছরের অধিককাল অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও ইইএফ সাহয়তার অর্থ আদায় না হওয়ায় সরকার একদিকে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখিন হচ্ছে অপরদিকে নতুন প্রকল্পে বিনিয়োগ করতে ব্যর্থ হওয়ায় দেশের সার্বিক অগ্রগতি ব্যহত হচ্ছে। যা গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসাবে গণ্য।

অনিয়মের কারণ :

- যাচাই বাছাই ব্যতিরেকে প্রকল্পে অর্থ ছাড়, অর্থছাড় পরবর্তী যথাযথ মনিটরিং না করা এবং সরকারি অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।

ফলাফল :

- সরকারের আর্থিক ক্ষতি টাকা ৯১৭১.৮২ লক্ষ ।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- তালিকায় বর্ণিত প্রকল্প সমূহ প্রথম কিস্তি বিতরণের পর হতে ২ বছরের অধিক সময় অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও অবশিষ্ট টাকা উত্তোলনে ব্যর্থ হওয়াতে তাদেরকে অবহিত করা হয়েছে। আলোচ্য প্রকল্প সমূহে কেবলমাত্র ১টি কিস্তি বিতরণ করা হয়েছে। যা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, প্রকল্প গুলি বাস্তবায়নের প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। বিতরণকৃত অর্থ পরিশোধে অনীহা প্রকাশ করলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ মঞ্জুরি পত্রের শর্ত মোতাবেক উদ্যোক্তার ইক্যুইটির টাকা এক বছরের মধ্যে বিনিয়োগে ব্যর্থ হলে মঞ্জুরি আদেশ বাতিলযোগ্য হবে। আলোচ্য ক্ষেত্রে প্রথম কিস্তি বিতরণের পর ২ বছর হতে ৫ বছর অতিক্রম হওয়ার পরও ২য় কিস্তি বা শেষ কিস্তি উত্তোলণের আগ্রহ না থাকায় প্রমাণিত হয় যে উদ্যোক্তাগণ ইইএফ এর শর্ত সমূহ পরিপালন না করায় অবশিষ্ট অর্থ ছাড় করা হয়নি। ফলে প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যর্থ হওয়ায় ছাড়কৃত অর্থ আদায় করা অপরিহার্য ।

- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৮/০২/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ২৫/০৪/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ১৫/০৪/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করতঃ আপত্তিকৃত অর্থ কল ব্যাক করে নিরীক্ষা অধিদপ্তরকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

২৭/০৩/১৪২৬ বঙ্গাব্দ
তারিখঃ ১১/০৭/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ

(মোঃ রফিকুল ইসলাম, পিএএ)
মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।